www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

কি
কেন
ও
ফজিলত

হযরত সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ জুনায়েদ ওসমানী

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

কৃতজ্ঞতা

রাব্বে সাল্লিম আলা ইয়া রাসূলুল্লাহ্
মারহাবা মারহাবা ইয়া হাবিবাল্লাহ্

আলহামদুলিল্লাহ্। নাহমাদুহু নুছাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম। আল্লাহ্ পাকের দরবারে লাখো শুকরিয়া। অবশেষে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি কেন? এবং ইহার অশেষ ফজিলত এর বিষদ বিবরন দিয়ে আমার দীর্ঘ দিনের আকাঙ্খিত বইখানি পাঠক বৃন্দের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। ঈদে-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ও ইহার ফজিলত সম্মর্কে মুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে ইদানিং কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ কিছুদিন আগেও আমাদের মাঝে এ বিতর্ক ছিল না। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্তমান সৌদি রাজ পরিবার ক্ষমতা দখলের পূর্বে ইসলাম ধর্মের মূল কেন্দ্র মক্কা ও মদীনা শরীফ সহ সারা বিশ্বে মহা শান শওকতের সহিত ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উৎযাপিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বর্তমান সৌদি সরকার আব্দুল ওয়াহাব নজ্‌দী প্রবর্তিত মতবাদে বিশ্বাসী এবং সে মতবাদ প্রচার ও প্রসারে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। তারা প্রচুর অর্থকড়ি খরচ করে ও ছলে-বলে-কৌশলে বিভিন্ন দেশে এ মতবাদ প্রচার করছে। আব্দুল ওয়াহাব নজদী হযরত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শান, মান ও মর্যাদা হানিকর চিন্তা ও চেতনা পোষন করত ও তাঁর মতবাদে তা প্রচার করে আসছে। তার মতবাদের সমালোচনা মূলক বিভিন্ন গ্রন্থ বর্তমানে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তার মতবাদ প্রচারের ফলে আমাদের মাঝে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উৎযাপন নিয়ে বর্তমানে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বই খানি পাঠ করে সাধারণ মুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে যে সন্দেহের বীজ রোপিত হয়েছে আশাকরি তা দূর হবে। বইখানিতে সহজ ভাষায় মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উৎপত্তি ও ফজিলত সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং যারা ইহাকে বেদায়াত বলে আখ্যায়িত করেন তাদের সে ভুল ভাঙ্গানোর চেষ্টা করেছি। হেদায়াতের মালিক আল্লাহ্ পাক স্বয়ং। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত দান করেন। দোয়া করি আল্লাহ্ পাক যেন মুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি দূর করে সবাইকে হেদায়াত দান করে সঠিক পথের দিশা দেন। আমিন। আমার এই বই পাঠে যদি পাঠক বৃন্দের এই উপকারটুকু হয় তবেই নিজেকে ধন্য মনে করিব।

বইখানা লিখতে গিয়ে স্বভাবতই বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে। আমি তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

বইখানা কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ এম হাজী প্রিন্টিং, ৮২, ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। এর কর্মচারী বৃন্দকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হযরত সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ জুনায়েদ

১লা রবিউল আওয়াল ১৪৩২ খ্রিঃ কাদেরী, চিশতী, ফেরদৌসি, নকশবন্দী,আবুল উলায়ী

খানকা আবুল উলাইয়া
১/১ বিকে গাঙ্গুলী লেন
কায়েতটুলী, ঢাকা

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

কি কেন ও ফজিলত

হযরত সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ জুনায়েদ ওসমানী

খানকাহ্ আবুল উলাইয়াহ্
প্রথম প্রকাশ
১২ই রবিউল আওয়াল ১৭৩২ হিজরী
১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১১

স্বত্ব
খানকায়ে আবুল-উলাইয়া

প্রকাশক
সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ জুনায়েদ ওসমানী (মা, আ)
খানকায়ে আবুল উলাইয়া
১/১, বি, কে গাঙ্গুলী লেন, কায়েতটুলী, ঢাকা,
মোবাইল ঃ ০১৬৭২-৪১০৯২০, ফোন ঃ ৭৩৪১১৪৯

প্রচ্ছদ ছবি
মসজিদ-ই-নববী মদিনা মনোয়ারা

কম্পোজ ঃ
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (আশিক)
মোবাইল ঃ ০১৭২১-৫০২৩৫৩

মুদ্রণে ঃ
এম. হাজী প্রিন্টিং
৮২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১২-০৩৮৯১০, ০১৮১১৯৬৮৫৪৬

বিনিময় ঃ ১৪০.০০ টাকা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অভিমত

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি, কেন ও ফজিলত এ বইখানা পাঠ করে এ ধারণা জন্মেছে যে লেখক যে উদ্দেশ্যে নিয়ে বইখানা রচনা করেছেন তা এতে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। নামেই বুঝা যায় বইখানা লেখার মূল উদ্দেশ্য কি। বর্তমানে মুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উৎযাপন নিয়ে বিভিন্ন মতবাদের ও মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। লেখক এ বইয়ে সে ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করেছেন এবং সুন্দরভাবেই তা করতে পেরেছেন বলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। বইখানি পাঠে পাঠক ভাই-বোনদের মাঝে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তা সহজেই দূর হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এবং মুসলিম ভাই-বোনেরা এর মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পারেন এ আমার বিশ্বাস। আমি বইখানার ব্যপক প্রচার কামনা করছি।

অধ্যাপক সাইয়েদ মীর হাসান আলী
খানকায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়া
আবুল উলাইয়া
২০/২ আবুল হাসনাত রোড, ঢাকা-১১০০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্পাদকের ভাষ্য

আলহামদুলিল্লাহে রাব্বুল আলামিন। নাহমাদুহু নুছাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম। মহান আল্লাহ পাকের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞ যে আল্লাহ্ পাক এই বইখানা সম্পাদনা করার তৌফিক আমাকে দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে মুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উদযাপন নিয়ে বেশ মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এই কিছুদিন আগেও ইহা আমাদের মাঝে ছিল না। বর্তমান সৌদি সরকার, সৌদি আরবের নজদ-এ জন্মগ্রহণকারী আব্দুল ওয়াহাব নজদী প্রবর্তিত মতবাদের ধারক, বাহক ও প্রচারক। এ মতবাদ ওয়াহাবী মতবাদ নামে বিশেষভাবে খ্যাত। এই মতবাদের ধারকগণ সৌদি সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে এই মতবাদ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্মন্ধে খুবই মন্দ ধারণা পোষন করে। ওয়াহাবী মতবাদের উপর সমালোচনা মূলক প্রচুর বই বর্তমানে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এ সব বই পাঠ করে মুসলমান ভাই-বোনেরা তাদের হতে সাবধান হতে পারবেন।

প্রিয় নবী হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াতে আগমন যে আমাদের জন্য মস্তবড় রহমত ও নেয়ামত তা পবিত্র কোরআন পাক হতে খুবই সুস্পষ্ট। এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ্ পাক যখন তাঁর বান্দার প্রতি কোন নেয়ামত বা রহমত নাজিল করেন তখন সে নেয়ামত প্রাপ্তিতে যে আনন্দ উৎসব পালন করতে হয় এবং তার শুনকির্তন ও শুকরিয়া আদায় করতে হয় তা পবিত্র কোরআন পাক হতে সুস্পষ্ট বরং তা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ। আর নির্দেশ মানেই তা পালন করা ওয়াজিব বরং তা পালন না করলে গুণাহ্গার হতে হবে। পবিত্র কোরআন পাকের হুকুম ছাড়াও আমরা হাদীস গ্রন্থে দেখতে পাই, প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন "তোমরা সোমবার দিন রোজা রাখ কেননা সে দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি।"

রোজা পালন শুকরিয়া আদায়ের একটি মাধ্যম। এছাড়াও শুকরিয়া আদায়ের জন্য আমরা নফল নামাজ, দোয়া কালাম আদায় করতে পারি, দান খয়রাত করতে পারি। ইহা ছাড়াও আনন্দ খুশি প্রকাশার্থে আমরা জশনে জুলুস বের করতে পারি, নতুন জামা কাপড় পড়তে পারি, ভাল ভাল খাবার খেতে পারি, মাহফিলের আয়োজন করে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) গুনকির্তন করতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সবই আনন্দ খুশি প্রকাশের মাধ্যম। এ সবেরই বিষদ বিবরণ এ বইতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

যারা পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উদযাপনকে বেদায়াত বলতে চাচ্ছেন তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাকের হুকুমকে অমান্য করছেন।

এই বইখানা পাঠ করে আশা করি তাদের সমস্ত ভুল ধারনার অবসান হবে এবং সঠিক পথের দিশা পাবেন। এ প্রার্থনাই করি। আমিন।

মোঃ মাহমুদুল হক ভূঞা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১। দরূদ শরীফ ও ইহার ফজিলত	৯
২। মহব্বতে রাসূল	১৭
৩। ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী কি ও কেন	৩৭
৪। কখন হতে মিলাদুন্নবী পালিত হচ্ছে	৫৭
(ক) মিলাদুন্নবী আল্লাহ্ পাকের সুন্নত	৫৭
(খ) মিলাদুন্নবী ফেরেস্তাদের সুন্নত	৬৩
(গ) মিলাদুন্নবী নবীগণের সুন্নত	৬৪
(ঘ) সাহাবাগণের দ্বারা মিলাদুন্নবী মাহফিলের প্রমাণ	৭০
৫। (ক) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেই নিজের মিলাদ পাঠ করেছেন	৭৯
(খ) নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মানবরূপ পৃথিবীতে আগমনের সূচনা ও দেহান্তর	৮৮
(গ) বেলাদতে (আবির্ভাবে) মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম	৯৫
৬। মিলাদুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠানের ফজিলত	১১৫
৭। বিভিন্ন মনীষিদের দ্বারা মিলাদুন্নবী মাহফিলের আয়োজন	১২২
৮। মিলাদে কেয়াম কেন করি?	১২৬
৯। বেদায়াত সম্পর্কীত আলোচনা	১৪৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রর্থনা নবীজির দরবারে

ইয়া রাসূলে হাশেমী মায়ঁ-ভি তালাবগারোঁ মে হুঁ
এক নাজ্‌র ইযপর খোদা রা মায়ঁ-ভি বিমারোঁ মে হুঁ
বে তেরে জাওঁ কাহাঁ পুচেগা মুঝকো কউন ওয়াঁ
তু-হি হায়্‌ শাফে মেরা আউর মায় গোনাগগারোঁ মে হুঁ
ইয়া শাফিউল মুযনাবীন মুজ্‌পার নাজর ফরমাইয়ে
জুঝ্‌ তেরে হায়্‌ কউন মেরা মায়্‌ ভি লাচারোঁ মে হুঁ
হায়্‌ ভরোসা আপ্‌ কি রাহমাত্‌ কা মুজকো বেশোভা
গার্‌চে মায়্‌ হায়রান বাদ্‌ তার্‌ আউর ছিয়াহকারোঁ মে হুঁ
সাদ্‌কা আলে পাক্‌-কা মায়েল পে ভি হো এক্‌ নিগাহ্‌
রাহ্‌মে ফারমা ইয়া নাবী মায়্‌ কাফ্‌সে বার্‌দারোঁ মে হুঁ

-হযরত সাইয়্যেদ শাহ মোহাম্মদ ছিদ্দিক
রাহ্‌মাতুল্লাহে আলাইহে(মায়েল)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দরূদ শরীফ ও ইহার ফজিলত

পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন-
"ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতুহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী, ইয়া আইয়্যু হাল্লাজিনা আমানু সাল্লু আল্লাইহে ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।"

সূরা-আহ্‌যাব, আয়াত-৫৬।

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন, হে ঈমানদারগন তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ কর সম্মান ও ইজ্জতের সাথে।

উপরোক্ত আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, আল্লাহ্‌পাক সমস্ত এবাদত বন্দেগী হতে বেনেয়াজ তথাপি আল্লাহ্‌ পাক সর্বদা তাঁহার হাবিবের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে থাকেন এবং দরূদই একমাত্র এবাদত যাতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌পাক ও তাঁর বান্দার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে তিনি বলেন, হে বান্দাগন, আমি ও আমার ফেরেস্তাগন আমার হাবিব এর উপর দরূদ পড়ি, তোমরাও এ কাজে আমাদের সহিত শরিক হয়ে আমার হাবিব এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ কর তবে সম্মান ও ইজ্জতের সাথে। ইহা আল্লাহ্ পাকের একটি হুকুম এবং পালন করা ওয়াজিব।

এই আয়াত নাজিল হলে হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এখন আমাদের জন্য দরূদ পড়া ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে কিন্তু আমরা দরূদ কিরূপে পড়ব?

তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমরা নামাজে যে দরূদ পড়ি তা শিখিয়ে দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত–

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি আমার বংশের উপর দরূদ পড়ে না শুধু আমার উপর দরূদ পড়ে, আল্লাহ্ পাক তার দরূদ কবুল করবেন না।

দারে কুতনী, বায়হাকী।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, তার দশটি গুনাহ্ মাফ করেন ও দশটি উচ্চ মর্যাদা দান করেন ও দশটি পূণ্য আমলনামায় লিখা হয়।

আহমদ, মিশকাত ও নেসায়ী শরীফ।

তিনি আরও এরশাদ করেন, "কৃপন ঐ ব্যক্তি যে আমার নাম শোনার পর দরূদ পাঠ করে না।"

– তিরমিজি ও মসনদে ঈমাম আহমদ।

আর বুখারী শরীফে আছে, কৃপন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দুশমন, সে যতই ইবাদত করুক না কেন।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি আরও বলেন, "যার সম্মুখে আমার আলোচনা হল অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করল না তার উপর লানত্ বা অভিশাপ।

– তিরমিজি শরীফ।

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়া ভুলে গেল, তাকে জান্নাতের রাস্তা ভুলিয়ে দেওয়া হবে।"

– ইবনে মাজা ও হিলিয়াতুল আউলিয়া।

হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আমি আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে চাই।

তিনি উত্তরে বললেন, তোমার যত ইচ্ছা প্রেরণ কর। হযরত উবাই (রাঃ) বলেন, আমার অযিফার এক চতুর্থাংশ প্রেরণ করতে চাই।

তিনি উত্তরে বললেন, যত ইচ্ছা প্রেরণ কর, তবে যত বেশী প্রেরন কর তা তোমার জন্য উত্তম হবে।

হযরত উবাই বলেন, তবে অযিফার দুই তৃতীয়াংশ।

তিনি উত্তরে বললেন, যত ইচ্ছা প্রেরন কর, তবে অধিক হলে তোমার জন্য উত্তম হবে।

হযরত উবাই বলেন, তাহলে তো আমি আমার সকল অযিফার পরিবর্তে কেবল আপনার উপর দরূদই পাঠাবো।

তিনি উত্তরে বললেন, তাহলে তোমার সমস্ত চিন্তা দূর হবে এবং তোমার সৎ কাজ সমূহ সম্পন্ন হবে আর তোমার গোনাহ মাফ হবে।

–তিরমিজি, মাদারেজুন নবুয়ত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন কোন মাশায়েখ জিকির অযিফার চেয়ে দরূদ পাঠকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও আল্লাহর যিকিরই স্বয়ংপূর্ণ ও সর্বোত্তম। অত্যাধিক দরূদ শরীফ পাঠে অর্ন্তজগতে এমন নূরের সৃষ্টি করে যা সুলুকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করতে সক্ষম। এভাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে রুহানী ফয়েজ ও মদদ লাভ করা সম্ভব।

হযরত কাব ইবনে আজরা আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মিম্বরের প্রথম সিড়িতে পা রাখলেন, তখন বলেন, আমীন। এরপর দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখলেন, বললেন আমীন। এভাবে তৃতীয় সিড়িতে পা রেখে বললেন, আমীন।

কথাবার্তা শেষ করে মিম্বর থেকে নেমে এলে আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন বিষয় শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর শুনি নাই।

তিনি বললেন, যখন আমি মিম্বরের দিকে যেতে থাকি তখন জিবরাইল (আঃ) এসে পৌছলেন। আমি মিম্বরের প্রথম সিড়িতে পা রাখলে তিনি বললেন–

১। ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি, যে রামজানুল মোবারক পাওয়া সত্ত্বেও তাতে তার মাগফেরাতের ফয়সালা করে নেয় না।

তখন আমি বললাম আমীন। এরপর আমি মিম্বরের দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখলে তিনি বললেন–

২। ধ্বংস হোক সেই হতভাগা যার সামনে আপনার নাম উচ্চারন করা হয়, কিন্তু সে তখন আপনার প্রতি দরূদ পড়ে না।

তখন আমি বললাম আমীন। এরপর তৃতীয় সিড়িতে পা রাখলে তিনি বললেন–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩। ধ্বংস হোক সেই বদবখত, যার সামনে তার পিতামাতা অথবা তাদের একজন বৃদ্ধ বয়সে পৌছে এবং সে তাদের সেবাযত্ন করে ও তাদের সন্তুষ্ট করে জান্নাতের মালিক হয় না।
এ কথার উপর আমি আমীন বললাম।

–তিরমিজী, মুস্তাদ-রাক, হাকেম, মা-আরেফ।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আখিরাতে আমার সাথী হওয়ার বেশী হকদার (যোগ্য) ঐ ব্যক্তি যে আমার প্রতি সবার চেয়ে বেশী দরূদ শরীফ পেশ করবে।

– তিরমিজি।

হিসনে হাছীনে বর্ণিত আছে, শাইখ সোলায়মান দারানী (রাঃ) বলেন, যখনই তোমরা দোয়া কর তখনই দোয়ার শুরু এবং শেষ দিকে দরূদ পড়, কেননা দরূদ অবশ্যই আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয়। আর আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমতের মাঝে ইহা অসম্ভব কথা যে, দরূদ কবুল হবে আর তার মাঝখানের দোয়া কবুল হবে না।
হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন নিশ্চয়ই দোয়া আসমান জমীনের মধ্যে শূন্যে অবস্থান করতে থাকে, কোন কিছুই উপরে (আল্লাহ্ পাকের দরবারে) যেতে পারে না যতক্ষন না তুমি তোমার নবীর প্রতি দরূদ পাঠ কর।

– তিরমিজি।

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) বলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ প্রেরণ, গুনাহ্ ধৌত করা ও তা থেকে পবিত্র করার ব্যাপারে আগুনকে ঠান্ডা পানি দ্বারা নিভানো অপেক্ষাও বেশী কার্যকর। তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করা গোলাম আযাদ করার চেয়েও বেশী ফজিলতপূর্ণ। মোট কথা ইহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নূর ও বরকতের উৎস এবং সকল সৎ কাজ ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

–মাদারেজুন নবুওয়াত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দরূদ শরীফের অন্যান্য উপকারিতা হচ্ছে দোয়া কবুল হওয়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত ওয়াজেব হওয়া, তাঁর সাক্ষাৎলাভ করা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নৈকট্য অর্জিত হওয়া, কিয়ামতের দিন অন্যদের পূর্বে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ, কিয়ামতের দিন দরূদ পাঠকারীর সকল কাজের মুতওয়াল্লী হওয়া, সমস্ত প্রয়োজন মিটে যাওয়া, সমস্ত গোনাহ্ মাফ হওয়া, সমস্ত কুকর্মের কাফকারা হওয়া, এক উক্তি অনুযায়ী ফরয কাযারও কাফকারা হওয়া, ছদকার স্থলভিষিক্ত হওয়া, বিপদ দূর হওয়া, রোগে আরোগ্য লাভ, ভয়-ভীতি কাছে না আসা, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মহব্বত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হওয়া, ফেরেশতাদের রহমত প্রেরণ করা, আমল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া, বরকত অর্জিত হওয়া, কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী থেকে নাজাত পাওয়া, মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ, পার্থিব ধ্বংস ও কালের সংকট থেকে রেহাই পাওয়া, ভুলে যাওয়া বিষয়াদি স্মরণ হওয়া, দারিদ্র্য দূর হওয়া, কৃপণতা ও জুলুম থেকে নিরাপদ থাকা, পুলছিরাত থেকে মুক্তি পাওয়া, মহব্বত বেশী হওয়া, অন্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলীর সমাবেশ হওয়া, দৃষ্ঠিতে তাঁর রূপ চিত্রিত হওয়া, দরূদ পাঠকারীর প্রতি সাধারণ মুমিনদের মহব্বত, কিয়ামতের দিন দরূদ পাঠকারীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মোছাফাহা, স্বপ্নে তাঁর যিয়ারত লাভ, ফেরেশতাগণের মারহাবা বলা, টহলদানকীরী ফেরেশতাগণ কর্তৃক নবীজীর দরবারে দরূদ পৌছানো, দরবারে দরূদ পাঠকারীর নাম ও তার পিতার নাম উচ্চারিত হওয়া।

দরূদের সর্ববৃহৎ উপকারিতা হল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক দরূদের জওয়াব দান। এটা তাঁর সার্বক্ষণিক তরীকা। বলাবাহুল্য, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দোয়া লাভ করার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হতে পারে না।

দরূদ ও সালামের আরেক উপকারিতা হইল ফেরেশতাগণ কর্তৃক তিন দিন পর্যন্ত দরূদ পাঠকারীর গোনাহ লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা এবং মানুষকে তার পশ্চাৎ নিন্দা থেকে বিরত রাখা। দরূদের কারণে কিয়ামতের ময়দানে আরশের ছাঁয়া পাওয়া যাবে। দাড়ি-পাল্লায় নেক আমলের ওজন ভারী হবে। তৃষ্ণার্ত হওয়ার ভয় থাকবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দরূদের মাধ্যমে আল্লাহর যিকরও অর্জিত হয়। কেননা, এই কালামে আল্লাহর দরবারকেই সম্বোধন করা হয়। আল্লাহুম্মা শব্দটি আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুণাবলীর আয়না বিশেষ। হাসান বছরীসহ বুযুর্গগণ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে "আল্লাহুম্মা" শব্দে স্মরণ করে. সে যেন সকল "আসমায়ে হুসনা" দ্বারা তাঁকে স্মরণ করে।

অতএব, সত্যিকার মুমিন ও প্রেমিকের অবশ্য কর্তব্য হল এ এবাদতটি অধিক পরিমাণ সম্পাদন করা এবং অন্যান্য নফল এবাদতের উপর একে গুরুত্ব দেওয়া। দরূদ শরীফের স্বাদ একবার রূহে পৌছে গেলে রূহের শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়।

আধ্যাত্মপথের পথিকদের জন্যে দরূদ শরীফ মহাবিজয় ও অভাবনীয় খোদায়ী দান লাভের উপায়। কোন কোন মাশায়েখ বলেছেনঃ যদি শিক্ষা ও দীক্ষা লাভের জন্যে কামেল শায়েখ পাওয়া না যায়, তবে মুরীদের উচিত দরূদ শরীফকে অপরিহার্য করে নেওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেস্তা সমুদ্বয় তার (প্রেরণকারী) প্রতি সত্তর বার দরূদ পাঠ করেন।

– মাসনাদে আহমদ।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরও এরশাদ করেন–

"কোন ব্যক্তির রচিত কোন কিতাবে যদি আমার নামের সহিত দরূদ (শরীফ) লিখিত থাকে, ঐ কিতাবে যতদিন আমার নাম ও দরূদ (শরীফ) থেকে যাবে ততদিন আল্লাহর ফেরেস্তাগণ ঐ কিতাব রচনাকারীর উপর দরূদ (দোয়ায়ে রহমত) প্রেরণ করতে থাকবেন।"

– তিবরানী ও যা-দুস সায়ীদ (মৌলবী আশরাফ আলী থানবী)।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নাম লিখলে সর্বদা "সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম" পূর্ণভাবে লিখতে হবে। সংক্ষেপে (দঃ) বা (সঃ) লিখা বা অন্য কোন চিহ্ন লেখা মাকরূহ। যদিও আমাদের দেশে (দঃ) বা (সঃ) লেখা হয়ে থাকে। আর রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নামের পূর্বে "সাইয়্যেদুনা" বৃদ্ধি করে পড়া মুস্তাহাব।

কাজেই প্রিয় পাঠক কিতাব পাঠের সময় যেখানে ও যতবার প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক আসবে তার প্রতি দরূদ পাঠে বিশেষ নজর দিবেন তথা যত্নবান হবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মহব্বতে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে মহব্বতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করা অতি জরুরী। কেননা ঈমান, মহব্বত ও ইয়াকিন ছাড়া কোন ইবাদত সম্পাদন করলে তাতে কোন ফল পাওয়া যায় না। যে কোন ইবাদতে ইয়াকিন এর সাথে আত্মনিয়োগ ও মহব্বতের সাথে আন্তরিকতার প্রয়োজন। তাই মহব্বতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে একটু বিষদ আলোচনা এখানে করা হলো।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- "আমানু বিল্লাহে ওয়া রাসূলিহি" অর্থাৎ ঃ আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন।

-সূরা হাদিদ, আয়াত-৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাজেই ঈমানের প্রধান অংশ হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি মনেপ্রাণে ঈমান আনার পরই একজনকে প্রকৃত ঈমানদান মুসলমান বলা যায়। ঈমান এনে মুসলমান হওয়ার পরই আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন পাকে সর্তকবানী উচ্চারণ করে বলেছেন-

"হে হাবিব আপনি বলেদিন, তোমরা একথা বলো না যে আমরা ঈমান এনেছি বরং বল আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি (লোক দেখানো) আনুগত্য করলেই তোমাদের কর্মের এতটুকু লাঘব করা হবে না।"

-সূরা হুজরাত, আয়াত-১৪, পারা-২৬

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- "মানুষ মনে করে আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বল্লেই তাদের পরীক্ষা না করে অব্যহতি দেওয়া হবে। আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম।"

-সূরা আনকাবুত, আয়াত-২-৩, পারা-২০

উপরোক্ত আয়াত দু'খানি হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ঈমান এনে প্রকৃত মুমিন হতে গেলে আল্লাহ্ পাকের দরবারে বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ঈমানের বিভিন্ন শ্রেনিবিন্যাস আছে। ছিয়া ছিত্তার হাদিস গ্রন্থসমূহে তাঁর বিষদ বিবরণ দেয়া আছে।

যেমন রাস্তা হতে একটি কাঁটা সরানোও ঈমানের একটি অঙ্গ। কাউকে কোন অন্যয় কাজ করতে দেখলে তাকে বল প্রয়োগে ফেরানোও ঈমানের একটি অঙ্গ। যদি বল প্রয়োগে ফেরানো সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা তাকে নিষেধ করতে হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর হতে তাকে ঘৃণা করতে হবে। অন্তর হতে ঘৃণা করাকে সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ঈমান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঈমানের বিষয়ে সমস্ত কিছুর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ও জরুরী বিষয় হল–

প্রিয় নবীজি হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ার সমস্ত কিছু হতে সর্বাধিক মহব্বত করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-
হে হাবিব, বলুন হে মানব জাতি তোমাদের পিতা সন্তান ভ্রাতা পত্নী আত্মীয় স্বজন তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য যার মন্দাপড়ার আশংকা কর এবং বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস (এগুলোর মধ্যে কোন কিছুই) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর হয়, তবে অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর হুকুম (আযাব) পাঠান, আল্লাহ্ তা'য়ালা সত্য ত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

-সূরা তাওবা, আয়াত-২৪

উপরোক্ত আয়াত হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে পিতা-মাতা, সন্তান সন্ততি, ধন দৌলত ইত্যাদি অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত কিছু হতে অত্যাধিক ভালবাসতে হবে অন্যথায় আল্লাহ্ পাকের কঠোর আযাবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র এরশাদ করেন-

"মদিনা বাসী ও তাদের পার্শবর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত ছিল না- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সহগামী না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়া এবং তাঁর জীবন অপেক্ষা নিজের জীবনকে প্রিয় মনে করা।"

-সূরা তাওবা, আয়াত-১২০

এ আয়াত হতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান যে প্রতিটি মুসলমান ভাই বোনদেরকে নিজেদের জীবন অপেক্ষা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জীবনকে অত্যাধিক প্রিয় জ্ঞান করতে হবে।

পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

"আন-নাবিও আওলা বিল মুমিনিনা মিন নাফ্সিহিম"

অর্থাৎ ঃ- এ নবী মুমিনদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক।

-সূরা আহ্যাব, আয়াত-৬, পারা-২১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ আয়াত থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান যে প্রতিটি মুমিন-মুসলমান তার নিজের জীবনের উপর যতটুকু অধিকার রাখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জীবনের উপর তার চেয়ে অধিক অধিকার রাখে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, প্রতিটি মুমিন মুসলমানকে তার নিজের জীবনের চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে অত্যাধিক ভালবাসতে হবে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক আনসারী (রাঃ) বলেন,
হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

"তোমাদের মধ্যে কেউ কোন দিন মোমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হব।"

-মুসলীম শরীফ ও বোখারী শরীফ-১ম খন্ড

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এই হাদিসখানা শ্রবন করে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) দরবারে রিসালাতে আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি সমস্ত জিনিষ হতে আপনাকে অধিক মহব্বত করি কিন্তু আমার প্রাণের চাইতে অধিক নহে।

উত্তরে ইরশাদ হল, হে ওমর ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর হব।

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর এই উত্তর শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) অতি বিনীতভাবে আরজ করিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই মুহুর্ত হতে আমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও আপনাকে অধিক মহব্বত করি।

-বোখারী ও মুসলিম শরীফ, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ও মাদারেজুন নবুয়ত

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত–

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি স্বভাব থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ ও মজা পাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথমতঃ সমস্ত কিছু অপেক্ষা আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল তার নিকট অধিক প্রিয়তর হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ কোন মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভালবাসা।

তৃতীয়তঃ কুফরীর মধ্যে প্রত্যাবর্তনকে এভাবে ঘৃণা করা, যেভাবে আগুনে নিক্ষেপিত হওয়াকে ঘৃণা করে।

-বোখারী শরীফ ১ম খন্ড

হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তাসতাবী (রাঃ) বলেন- যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে নিজের মালিক জ্ঞান করে না এবং নিজের সত্তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মালিকানাধীন মনে করে না, সে সুন্নতের স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত। কেননা তিনি ফরমায়েছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে নিজের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হব।

-যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৩,
শরহে শিফা লিল ক্বারী খন্ড-২,পৃষ্টা-৩৫

এরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাকের বানী হতে। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন–

হে আমার প্রিয় মাহবুব! আপনার রব এর শপথ! তারা কখনো মুমিন হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার আপনার উপর অর্পন না করে, অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন প্রকার দিদ্বা-দন্দ্ব না থাকে এবং সর্বান্তকরনে তা মেনে না নেয়।

সূরা নিসা, আয়াত-৬৫।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখান হতে বুঝা যায় কোন মুমিন ব্যক্তির নিজের ব্যপারে নিজস্ব কোন এখতিয়ার নাই, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সিদ্ধান্তের বাইরে কোন কিছু করার। অর্থাৎ মুমিন হতে হলে সর্বান্তকরনে নিজেকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কদম পাকে সমর্পন করতে হবে।

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদিস সমূহ হতে প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মহব্বত বা ভালবাসা মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধন-সম্পদ, জন্ম-বাসস্থান এবং নিজের প্রাণ মোট কথা প্রত্যেক কিছুর ভালবাসা অপেক্ষা অধিক হওয়া জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয়। মোমিন তথা ঈমানদার হওয়ার জন্য ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। এতে যদি ত্রুটি থাকে তবে সবকিছুই হবে অপূর্ণাঙ্গ। আর ঈমানহীনের কোন ইবাদত আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না।

পক্ষান্তরে যদি কেউ আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা বা মহব্বত না রাখে কিংবা তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে সে যতই নিকটতম ঘণিষ্টতর হোক না কেন, তার সাথে অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা রাখা কোন মুসলমান বা ঈমানদার এর প্রতি জায়েজ নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

"হে মোমিনগণ তোমাদের পিতা ও ভ্রাতাকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর না, যদি তারা ঈমানের বিপক্ষে কুফরীকে পছন্দ করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করবে, তারাই হবে জালিম।

-সূরা তাওবা, আয়াত-২৩

আল্লাহ্ পাক আরো এরশাদ করেন-
আল্লাহ্ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারীগণকে হোক না এই বিরুদ্ধাচারীগণ তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ্ অংকিত করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জিব্রাইল আঃ) দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে ঝরণা প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন তারাও আল্লাহর প্রতি প্রসন্ন। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ আল্লাহর দল সফলকাম হবে।

-সূরা মাজাদালা, আয়াত-২২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরীকে পছন্দ করে এবং রাসূলের প্রতি মহব্বত রাখে না তারা প্রকৃত ঈমানদার হয় না, তারা যতই ঘনিষ্টতম হোক না কেন, তাদের প্রতি অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা রাখা জায়েজ নাই। বরং তা হল জুলুম ও ধর্মহীনতা। এই মর্মে রয়েছে অসংখ্যা আয়াত ও হাদিস।

এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয়ে গেল যে ঈমান ও নাজাত বিশ্বকূল সর্দার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মহব্বত তথা ভালবাসা এর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যার অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা বা মহব্বত পূর্ণাঙ্গ হবে তার ঈমানও হবে পূর্ণাঙ্গ এবং সে হবে খাটি মোমিন। আর যদি তার ভালবাসা মোটেই না থাকে তবে সে সন্দেহাতীতভাবে ঈমান থেকে বঞ্চিত এবং ঈমানহীনের কোন আমলই তার কোন কাজে আসবে না। সমস্ত আমলই বৃথা।

এই স্থলে এই বিষয়টি খুবই প্রনিধানযোগ্য যে, সকল মুসলমান তথা সকল ইসলামী দলই হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালবাসার দাবীদার অর্থাৎ তাঁকে ভালবাসেন বলে দাবী করেন। কিন্তু ভালবাসা এমন কোন বস্তু নয় যাহা বাহ্যতঃ দৃশ্যমান হয়। বরং এর সম্পর্ক অন্তরের সাথে। কিন্তু কারো অন্তরের অবস্থা আমাদের জানা নেই। এমতাবস্থায় আমরা কোন দলকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আসল তথা খাঁটি প্রেমিক সাব্যস্ত করে মোমিন বলে আখ্যায়িত করব বা মনে করব এবং কোন দলের ভালবাসার দাবী মেকী বা লোক দেখানো জ্ঞান করে তাকে ঈমান হীন তথা দোযখী সাব্যস্থ করব? এই সংকট নিরসনের জন্য আমাদের প্রয়োজন ধর্মতত্ব ও সাধারণ জ্ঞানের আলোকে ভালবাসার এমন মাপকাঠি খুজে বের করা, যার মাধ্যমে প্রকৃত স্বরূপ উম্মোচিত হয়ে যায় এবং আমরা ভালভাবে জানতে পারি প্রকৃত ভালবাসার অধিকারী তথা মোমিন কারা?

ভালবাসার মাপকাঠি ঃ-

এ প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক ওলামার অভিমত হল এই যে, ভালবাসার মাপকাঠি হল প্রেমাস্পদের তথা প্রেমিকার আনুগত্য ও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কেননা প্রেমিক প্রেমাস্পদের অনুগত ও অনুসারী হয়ে থাকে।এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"কুল ইন কুনতুম তুহিবুনাল্লাহ্ ফাত্তা বেওনি ইউবিব্কুমুল্লাহ্" ।

-সূরা আল-ইমরান, আয়াত-৩১

অর্থাৎ ঃ- হে হাবিব, আপনি বলে দিন (হে মানবজাতি) যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, (ফলে) আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ।

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হল যে, ভালবাসার শর্তহল আনুগত্য ও অনুসরণ করা । অতএব যে দল সুন্নতের অনুসারী ও শরীয়তের অনুগত সে দলই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রেমিক ও প্রকৃত মোমিন এই আয়াত দ্বারা ইহাই বুঝায় ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আনুগত্য ও অনুসরন যাকে ভালবাসার মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে এ দ্বারা কি বোঝায়? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বাণী ও কর্ম অনুযায়ী শর্তমুক্ত ভাবে আমল কি আনুগত্য ও অনুসরণ না কি তাতে কোন শর্ত আরোপিত আছে?

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর যে সমস্ত কর্মের অনুসরণ শরীয়তে কাংখিত, শুধু মাত্র তার নকল (আন্তরিকতা বিহীন কৃত্রিমভাবে পালন) কে যদি অনুসরণ ও অনুকরণ সাব্যস্ত করা হয় তবে সেই সব মুনাফিক ও দ্বীনের দুশমনও হুজুরের অনুসারী ও আল্লাহর প্রিয় বলে স্বীকৃতি পাবে, যারা মুনাফিক ও অন্তরে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি শত্রুতা পোষন করা সত্বেও সর্বদা নামাজ, রোজ, ও অন্যান্য সৎকর্মসমূহ পালন করত । তেমন মুনাফিকদের সম্বন্ধে হাদিস গ্রন্থসমূহে অনেক বিবরণ বর্ণিত আছে যারা প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পিছনে নামাজ পড়তেন অথচ মসজিদ হতে বের হয়েই তাঁর বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত করতেন । এদেরই একজন ছিল মুনাফিক সর্দার আব্দুলা ইবনে উবাই ।

এমনকি বিশুদ্ধ হাদিসে এও বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ যমানায় ধর্মচ্যুত ও পথভ্রষ্ট এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে যারা কোরআন ও হাদিস পাঠ করবে, কিন্তু কোরআন ও হাদিস তাদের কণ্ঠনালীর নীচে প্রবেশ করবে না । তাদের নামাজের তুলনায় প্রকৃত মুসলমানগণ নিজেদের নামাজকে নেহায়েতই নগণ্য মনে করবে ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাদের মুখের ভাষা চিনি অপেক্ষা মধুর হবে, আর অন্তর হবে হিংস্র বাঘের ন্যায় । তাদের পাজামা পায়ের গোড়ালীর অনেক উপরে পরিহিত থাকবে এবং তাদের মাথা মুন্ডিত থাকবে ইত্যাদি ।

অন্য এক হাদিসে এসেছে শেষ যামানায় মসজিদসমূহ মুসল্লি দ্বারা পূর্ণ থাকবে কিন্তু ঈমান হতে খালি হবে ।

এমতাবস্থায় এ ধরণের বাহ্যিক (যাহেরী) অনুসরণ অনুকরণ ও সুন্নতসমূহের নকল অনুসরণ (সাদৃশ্য আচরণ) কে কিভাবে ভালবাসার মাপকাঠি ও ঈমানের দলিল সাব্যস্থ করা যেতে পারে? এতো কেবল অভিনয়, যাতে কোন আন্তরিকতা নেই । যা কোন অবস্থায়ই প্রশংসনীয় ও শোভনীয় হতে পারে না । অতএব এজন্য প্রয়োজন–অনুসরণ ও অনুকরণের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা এবং ভালবাসার সঠিক মাপকাঠি অনুসন্ধানের চেষ্টা করা ।

পূর্বের আয়াতে "ফাত্তা বেওনি ইউবিব্কুমুল্লাহ" দ্বারা আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এটা বলে দিয়েছেন যে, রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ এর ফল হল আল্লাহ্ পাকের প্রীতিভাজন তথা ভালবাসার পাত্রে পরিণত হওয়া ।

যেহেতু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের প্রিয়তম বন্ধু তথা মাহবুব কাজেই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি হৃদয়ে দুশমনি ভাব রেখে শুধু বাহ্যিক অনসরণ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের প্রীতিভাজন হওয়া সম্ভব নয় । সুতরাং প্রমাণিত হল এ আয়াত শরীফে "ইত্তেবা" এর অর্থ রাসূলের ভালবাসা বিহীন শুধু তাঁর সুন্নত সমূহের অনুসরণ নয় । বরং ফাত্তাবেউনী এর অর্থ হল এ যে, হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামএর ভালবাসায় বিভোর হয়ে তাঁর প্রেমের আবেগে অভিভূত হয়ে প্রেম ও ভালবাসার আকর্ষনে তাঁর কার্য সম্পাদনের ধাচে তাঁর সুন্নতসমূহের অনুসরণে আত্মনিয়োগ করা । কেননা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্ পাকের প্রেমাস্পদ ও লক্ষ্যবস্তু । আর কেউ যখন তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করতঃ তাঁর মনোরম কার্য সম্পদনের ধাচে আত্মনিয়োগ করবে, তখন সে আল্লাহ্ পাকের প্রিয় ও আদরনীয় হয়ে যাবে । এ অনুসরন নিঃসন্দেহে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসার একটি উৎকৃষ্ট দলিল ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিন্তু প্রশ্ন হলঃ আমরা কিভাবে জানতে পারি যে অমুক দল কিংবা অমুক ব্যক্তি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসা সহকারে তাঁর সুন্নতসমূহের উপর আমল করেছে আর অমুক ব্যক্তি ভালবাসাবিহীন শুধু অভিনয় মূলক অনুকরণে লিপ্ত? কারণ ভালবাসা হল মনের ব্যপার। আসুন এ সমস্যার সমাধাণ ও সঠিক মাপকাঠি খুজে বের করি।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত- হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

কোন বস্তুর প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।
-মসনদে ইমাম আহমদ

অর্থাৎ মানুষের যখন কারো প্রতি ভালবাসা হয়ে যায় তখন উক্ত ভালবাসা তাকে প্রিয়জনের দোষ অবলোকন থেকে অন্ধ এবং প্রিয়জনের দোষ শ্রবন করা থেকে বধির করে দেয়।

এ মোবারক হাদিস দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হল-ভালবাসার অকাঠ্য দলিল ও সঠিক মাপকাঠি হল এ যে, ভালবাসার দাবীদারের চোখ ও কান প্রিয়জনের দোষ অবলোকন ও শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। সুস্থ বিবেকের তথা সাধারণ জ্ঞানের কাছেও ভালবাসার মাপকাঠি এটাই। কেননা ভালবাসার কেন্দ্র হল রূপ ও সৌন্দর্য। এটা সম্ভবই নয় যে ভালবাসার চোখে প্রিয়জনের মাঝে রূপ ও সৌন্দর্যের বদলে কোন প্রকার দোষ অবলোকিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তির কাছে প্রিয়জনের সত্তার মাঝে দোষ ত্রুটি অবলোকিত হয়, তাহলে সে তার ভালবাসার দাবীতে মিথ্যাবাদী। ভালবাসাওয়ালা চোখে প্রিয়জনের প্রকৃত দোষ ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় না আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হলেন সম্পূর্ণ দোষমুক্ত। সুতারাং তাঁর দোষ ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হওয়ারত প্রশ্নই উঠে না।

হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাঃ) হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সমীপে আরজ করেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আমার চোখ আপনার মত সুন্দর ও সুশ্রী আর কাউকে দেখেনি, কেননা আপনার মত সুন্দর ও সুশ্রী কোন মা প্রসবও করেনি। আপনাকে তো সকল দোষ হতে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমনটি আপনি চেয়েছেন"।

কাজেই ইহা সন্দেহাতীত, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ দোষমুক্ত। যার দৃষ্টিতে দোষমুক্ত সত্তায় দোষ পরিলক্ষিত হয় তার ভালবাসার দাবী কতটুকু সঠিক হতে পারে। তা ভেবে দেখার বিষয়। ভালবাসার এ মাপকাঠির ভিত্তিতে বর্তমান দলসমূহকে পরীক্ষা ও যাচাই করে নিন যে কোন দল তার ভালবাসার দাবিতে সঠিক ও কোন দলের দাবি মিথ্যা। যেমন

১। কোন দল খোলাফায়ে রাশেদীন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রিয়জনদেরকে কাফির-মুনাফিক বলতঃ হুজুর পাকের প্রতি কুফর ও কপটতার দোষারোপ করছে।

২। কেউ আহলে বায়েতের শানে বেআদবী করে সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে কষ্ঠ দিচ্ছে।

৩। কেউ তাঁর খত্‌মে নবুওয়াতের গুণকে অস্বীকার করতঃ নবুওয়াতের শান সংকোচনের অপতৎপরতায় লিপ্ত।

৪। কোন কোন দল তাঁর পবিত্র হাদিস সমূহকে প্রত্যাখান করতঃ তাঁকে অবজ্ঞা ও মিথ্যাবাদী প্রতিপাদনে ব্যস্ত।

৫। কেউ আকায়ে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞান ও কর্মগত গুণাবলী অস্বীকার করে তাঁর রিসালাতের মান হ্রাস করছে।

৬। কেউ বলছে তিনি মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন, তিনি আমাদের মতই মানুষ ছিলেন, তিনি আমাদের বড় ভাইএর সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন এবং শুধুমাত্র বড়ভাইয়ের মতই তাঁকে সম্মান করা উচিত।

৭। কেউ বলছে যেরূপ জ্ঞান তাঁর রয়েছে, এরূপ জ্ঞান তো সাধারণ মানুষ, প্রত্যেক পাগল, শিশু, হাইওয়ান ও যে কোন চতুস্পদ জানোয়ারের কাছেও রয়েছে।

৮। কেউ বলছে হুজুরের জ্ঞান অভিশপ্ত শয়তান ও মালাকুল মওতের (হযরত আজরাইল আঃ) এর জ্ঞানের চেয়েও কম।

৯। কেউ বলছে তাঁর মিলাদ শরীফ উদযাপন করা এরূপই যেমন হিন্দুগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মজয়ন্তী উৎসব করে।

১০। কেউ বলছে নামাজে তাঁর কল্পনা আসা ব্যভিচারের কুমন্ত্রনা, স্ত্রী সহবাসের কল্পনা এবং গরু গাধার খেয়ালে মগ্ন হওয়ার চেয়েও নিকৃষ্টতর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১১। আর কেউ প্রকাশ্যভাবে বলে বেড়াচ্ছে তাঁর অসংখ ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, এজন্য আল্লাহ্পাক তাঁর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

১২। কেউ বলছে যেভাবে আমরা ভুলে যাই, তিনিও সেরূপ ভুলে যেতেন। ইত্যাদি ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেকুম)।

মোটকথা কত লেখা যাবে, সামান্যতম অনুধাবন শক্তি সম্পন্ন লোক এ হাকিকত অতি সহজে বুঝে নিতে পারেন যে–যুক্তি ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন এ কথা প্রমাণিত, প্রেমিক প্রেমাস্পদের মাঝে কোন দোষত্রুটি দেখতে পায় না এবং তার কান প্রেমাস্পদের দোষ শুনতে পায় না তখন। যে সম্প্রদায় বা দলের লক্ষ্য বস্তু শুধু এটাই হয় যে তারা দিনরাত শুধু কুরআন-হাদিস, যুক্তি ও বর্ণনা মূলক (আকলি ও নকলি) দলিলাদি দ্বারা বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সত্তায় দোষ-ত্রুটি প্রমাণ করার পিছনে লিপ্ত, সে সম্প্রদায় বা দল কিভাবে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালবাসার দাবীতে সত্যবাদী হতে পারে?

খোদার কসম! হুজুর তো "মুহাম্মদ" এবং মুহাম্মদ এর অর্থই হল দোষমুক্ত, প্রসংশিত। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মাঝে দোষ থাকার কতা স্বীকার করল, সে "মুহাম্মদ" কে "মুহাম্মদ" বলেই স্বীকার করল না। হুজুরকে "মুহাম্মদ" সেই স্বীকার করে, যে হুজুরকে দোষমুক্ত স্বীকার করে।

অতএব প্রমাণিত হল যে, সকল দলের মধ্যে সেই দলই ভালবাসার দাবীতে সত্যবাদী, যে দল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র স্বীকার করে অন্যথায় নয়।

ভালবাসার লক্ষণ ঃ-

পূর্বের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালবাসার উপরই ঈমান নির্ভরশীল আর প্রকৃত নিখাদ ভালবাসার লক্ষণ হল প্রেমিকের চোখে প্রেমাস্পদের কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি নজরে আসবে না বা খুজে বেড়াবে না এবং শুনবেও না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর ভালবাসার লক্ষণসমূহের মধ্যে আরও একটি হল এই যে, প্রেমিক অধিকহারে প্রেমাস্পদের আলোচনা করে থাকে। যেমন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

"মান আহাব্বা শাইয়ান ফা আকছারা জিকরাহু"

-যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৪

অর্থাৎ যে যাকে ভালবাসে তার আলোচনা সে সর্বদা করে।

কাজেই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যার ভালবাসা যত অধিক হবে, সে ততই অধিক হারে তাঁর আলোচনা করবে। কাজেই অধিক হারে তাঁর আলোচনা করা ভালবাস ও ঈমানের দাবী।

আল্লামা মুহাসেবী (রাঃ) বলেন- প্রেমিকদের পরিচয় হল এই, তারা অধিকহারে স্থায়ীভাবে প্রেমাস্পদের স্মরণ করে। তারা কখনও প্রেমাস্পদের স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, স্মরণ ত্যাগ করে না এবং প্রেমাস্পদের আলোচনায় কুণ্ঠা বোধ করে না। আর এই বিষয়ে দার্শনীকদের ঐক্যমত্য রয়েছে যে, প্রেমিক অধিকহারে প্রেমাস্পদের স্মরণ করে। আর প্রেমাস্পদের স্মরণ প্রেমিকের হৃদয়ে এমনভাবে প্রাধান্য পায় যে-প্রেমিক না তার বিনিময় চায়, না তার পরিবর্তন চায়। যদি প্রেমাস্পদের স্মরণ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে পড়ে এবং অন্য কোন বস্তুর মাঝে তারা এমন স্বাদ পায় না, যা প্রেমাস্পদের স্মরণে পেয়ে থাকে।

-যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৪

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসার লক্ষণসমূহের মধ্যে এও রয়েছে যে, তাঁর আলোচনার সময় সম্মান প্রদর্শন করবে, বিশেষতঃ তাঁর নাম মোবারক শ্রবনের সময় বিনয়-নম্রতা ও মিনতি প্রকাশ করবে।

-যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৫।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম কাযী আয়ায (রাঃ) বলেন- রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালবাসার লক্ষণসমূহের মধ্যে এও রয়েছে যে, তাঁর জিয়ারতের প্রতি অত্যাধিক আগ্রহ থাকবে। কেননা প্রত্যেক প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎকে পছন্দ করে। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রতি ভালবাসার লক্ষণসমূহের মাঝে এও রয়েছে যে, তাঁর প্রেমিক তাঁর পবিত্র আলোচনা থেকে রূহানী (আত্মীক) স্বাদ ও তৃপ্তি পাবে এবং নাম মোবারক শ্রবনের ও উচ্চারণের সময় আনন্দ অনুভব করবে।

-যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২২।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি খাঁটি প্রেম-মহব্বত ব্যতিত ঈমানের পূর্নাঙ্গতা আসে না এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ভাষ্যমতে "তোমাদের মধ্যে কেউ কোনদিন খাঁটি মোমিন হতে পারবে না যাতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে নিজের পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় না হব।"

উপরোক্ত আলোচনায় খাঁটি ঈমানদার বা মুমিনের তথা প্রেমিকের লক্ষনসমূহ হল–

১। আশেক বা প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের মাঝে কোন প্রকার দোষ ত্রুটি দেখতে পাবে না এবং শুনবেও না।

২। প্রেমিক অধিকহারে প্রেমাস্পদের আলোচনা করে থাকে। যেমন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন "মানআহাব্বা শাইয়ান ফা আকছারা জিকরাহু"
অর্থাৎ ঃ যে যাকে ভালবাসে তার আলোচনা সে সর্বদা করে।

৩। প্রেমিক প্রেমাস্পদের স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না বা তার স্মরণ ত্যাগ করে না। সে সর্বদা প্রেমাস্পদের স্মরণে বিভোর থাকে।

৪। প্রেমিক প্রেমাস্পদের দেয়া সমস্ত কাজ বিনা-ক্লেশে ও বিনা পরিশ্রমে করে দিতে রাজী থাকবে এবং এতে কোন প্রকার প্রশ্নের অবতারনা করবে না। না এর জন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক বা বিনিময়ের আশা করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫। প্রেমিক প্রেমাস্পদের আলোচনায় সময় সম্মান প্রদর্শন করবে, বিনয়, নম্রতা ও মিনতি প্রকাশ করবে। কেউ তার প্রেমাস্পদের ব্যপারে এতটুকু বেআদবী করলে সে তা সহ্য করতে পারবে না এবং প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠবে।

৬। প্রেমিক প্রেমাস্পদের জিয়ারত বা সাক্ষাৎকে অত্যাদিক পছন্দ করবে এবং সাক্ষাৎ লাভের জন্য পাগল-পারা হয়ে থাকবে।

৭। প্রেমিক প্রেমাস্পদের আলোচনা থেকে রূহানী (আত্মীক) স্বাদ ও তৃপ্তি পাবে যা অন্যকোন বস্তুর মাঝে পাবে না। তাঁর নাম মোবারক শ্রবন ও উচ্চারণের সময় অন্তরে আনন্দ অনুভব করবে।

এখন ঐসব লোকদের অবস্থা মূল্যায়ন করুন, যারা তাঁর পবিত্র যিকির, গুণাবলী, উচ্চ মর্যাদা, আকৃতি-প্রকৃতি আলোচনার সময় আনন্দিত ও খুশি হয় না। বরং এতে আন্তরে জ্বালা ধরে ও সংকীর্নতা অনুভব করে। তাঁর পবিত্র আলোচনায় তাদের অন্তরে জ্বালা ধরা ও সংকীর্ণতা বোধ তাদের ঈমান ভালবাসা ও মহব্বত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ নয় কি? আর ঈমানহীনের সমস্ত আমলই যে বৃথা তা কোরআন ও হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট।

উপরোক্ত আলোচনার মাপকাঠিতে আমরা নিজেরাও নিজেদের বিচার করতে পারি। আমরা আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি কতটুকু মহব্বত বা ভালবাসা হৃদয়ে পোষণ করি। যদি তাঁর প্রতি আন্তরিক মহব্বত বা ভালবাসা না রাখি তবে উপরোক্ত কোরআন ও হাদিসের আলোকে ইহাই সাব্যস্ত যে, আমরা ঈমানদার ও খাঁটি মোমিন হতে পারিনি। আর প্রকৃত মোমিন না হলে আমাদের সারা জীবনের পরিশ্রম, এবাদত, বন্দেগী সবই বৃথা। কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

নবী প্রেমের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

১। ইয়েমেন অধিবাসী হযরত ওয়ায়েস করনী (রাঃ) ছিলেন হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রকৃত আশেক। বৃদ্ধা মায়ের সেবা যত্ন করার জন্য তিনি ব্যতিত দ্বিতীয় কেহ না থাকাতে জীবনে কখনো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সমীপে হাজির হতে পারেন নি। তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্য এতই পাগল পারা ছিলেন যে এলাকাতে তাকে একজন পাগল বলেই সবাই জানত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমরা জানি নিজের শরীরের কোন অঙ্গহানি ঘটানো, প্রয়োজন ব্যতিরেকে, শরীয়ত বিরোধী কাজ। অথচ হযরত ওয়ায়েস করনী (রা) এর বেলায় দেখতে পাই, তিনি যখন জানতে পারলেন উহুদ এর যুদ্ধে হযরত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর একটি দন্ত-মোবারক শহীদ হয়েছে তখন তাঁর কোন দন্ত-মোবারক শহীদ হয়েছে জানতে না পেরে একে একে নিজের সমস্ত দাত পাথর দিয়ে আঘাত করে করে ফেলে দেন। কারণ তিনি চিন্তা করলেন "আমার প্রেমাস্পদের যখন একটি দাঁত নাই সে ক্ষেত্রে আমার মুখে দাঁত থাকা শোভনীয় নয়।"

ফল কি হল? তিনি আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিকট একজন খাঁটি আশেক বলে পরিচিত হলেন এবং মর্যাদা পেলেন। যার ফলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাতের সময় নিজের জোব্বাখানা কোন সাহাবীকে দান না করে হযরত ওয়ায়েস করনীকে দান করে গেলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় কোন দিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বচক্ষে দেখে নাই। এই হল আশেক আর মাশুক তথা প্রেমিক প্রেমাস্পদের খেলা। এখানে কোন নিয়ম নীতি চলে না।

নিয়ম নীতি মানতে গেলে যে কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, হযরত ওয়ায়েস করনী (রাঃ) অঙ্গ হানি করে শরীয়ত বিরোধী কাজ করেছেন। এ দিকেই ইঙ্গিত করেই এক আশেক বলেছেন–

" দ্বীন ও মাজহাবছে তেরে আশেক কো আব কিয়া কাম হ্যায়,
ও সমঝতাহি নেহী কিয়া কুফর কিয়া ইসলাম হ্যায়।"

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জুব্বাখানি নিয়ে হযরত ওমর ফারুক ও হযরত আলী (রাঃ) যখন হযরত ওয়ায়েস করনী (রাঃ) এর দরবারে আসলেন তখন তিনি তাদের মুখে সব দাঁত বিদ্যমান আছে দেখতে পেয়ে বললেন "আপনরা নিজেদেরকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আশেক বা প্রেমিক বলে দাবী করেন অথচ আমি বুঝতে পারি না। আপনারা কেমন ধরনের আশেক?

যেখানে যুদ্ধে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়ে গেছে সেখানে আপনাদের মুখে এখনও সবগুলি দাঁত শোভা পাচ্ছে? এই কি আশেকের লক্ষন?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ওয়ায়েস করনী (রাঃ) এর দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রায়ই বলতেন, "আমি ইয়েমেনের দিক হতে প্রেমের গন্ধ তথা কুশবু পাচ্ছি। বলাবাহুল্য হযরত ওয়ায়েস করনী (রাঃ) ইয়েমেনে বসবাস করতেন। অথচ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াতে বর্তমান থাকাবস্থায় একে অন্যের সাথে তাঁদের কখনো দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, যদিও অত্নিকভাবে তাদের মোলাকাত হয়েছে। এই হল সত্যিকার আশেক-মাশুক তথা প্রেমিক–প্রেমাস্পদের অবস্থা।

এখন যদি আমরা সত্যিকার অর্থে নিজেদেরকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আশেক বা প্রেমিক বলে দাবি করে থাকি তবে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে বাধা আসবে কেন বা বাধা দিব কেন? তবে আমাদের দাবি কি শুধুই মেকি?

২। একদা এক সাহাবী রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। নামাজ শেষে বললেন, কেয়ামত বিষয়ে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?

সাহাবী লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

আমি!

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়ামতের জন্য তুমি কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছ?

সাহাবা উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

নামাজ, রোজার বড় একটা পুঁজিত আমার নেই, অবশ্য আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমালেন–

"আনতা মা আ মান আহ্বাবতা"

অর্থাৎ ঃ তুমি তারই সঙ্গ পাবে যাকে তুমি ভালবাস

– সহীহ আল-মুসলীম ১৭ ঃ ১৩৪

৩। হযরত সায়াদ বিন জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত– একদা এক চিন্তাক্লিষ্ট আনসার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে উপস্থিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, কি ব্যাপার; তোমাকে যে চিন্তিত উসখু খুসকু দেখতে পাচ্ছি?

তিনি আরজ করলেন হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় নিয়ে আমার ভাবনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, কি সে বিষয়?

তখন আনসার সাহাবী বললেন, এখন আমি কি সকাল কি সন্ধ্যা, যখনই আপনার প্রেমে উদাস হয়ে যাই, সাথে সাথে আপনার সাথে দর্শন করে সে পিপাসা মিটিয়ে নেই। কাল যখন আপনি নবীগণের সাথে বেহেস্তে অবস্থান করবেন, আমি আপনার সাক্ষাৎ হতে বঞ্চিত হব। তখন আমার কি হবে?

এরই প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ সহকারে হযরত জিব্রাইল (রাঃ) অবতরন করেন।

– তাফসীরে ইবনে কাসীর ১ ঃ ৫২২

আয়াত খানা হল–

যে সব লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পোষন করে তাঁরা তাঁদের সঙ্গ পাবে, আল্লাহ্ পাক যাদেরকে অনুগ্রহ (নেয়ামত, নৈকট্য ও সন্তুষ্টি দিয়ে) করেছেন, যেমন নবী, সিদ্দিক, শহীদান এবং অপরাপর নেক বান্দা। আর এসব ব্যক্তি কতইনা উৎকৃষ্ট সঙ্গী ও মহানুভব বন্ধু।

–সূরা, আন-নিসা, আয়াত-৬৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪। ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবা কেরামের সর্ব প্রথম এবং সর্বাধিক আনন্দের বিষয় ছিল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর এ সু-সংবাদ যে, কেয়ামত দিবসে তাঁর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে আরজ করল– ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, কেয়ামত কখন হবে?

তিনি উত্তরে এরশাদ করলেন– তুমি এর জন্য কেমন প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সাহাবা উত্তরে বললেন– আমার কাছে কোন আমলই নাই। এ টুকুই কেবল আমার সম্বল যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।

এতদশ্রবনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন–

"আন্তা মা-আ মান আহ্বাবতা"

অর্থাৎ ঃ "তাঁর সাথেই তোমার সঙ্গ হবে যাকে তুমি ভালবাস।

–সহী আল-বুখারী ১২ ঃ ৪৪৯

হযরত আনাস (রাঃ) বললেন, এ সংবাদ শোনার পর আমার খুশির অন্ত রইল না। তিনি বললেন– ইসলাম গ্রহণের পর আজ অবধি কখনো এ রকম খুশি হতে পারি নি, যে রকম আনন্দিত হয়েছি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ কথা শোনার পর যে, তোমাকে তোমার প্রেমাস্পদের সঙ্গী করা হবে।

–সহী আল বুখারী- ১২ ঃ ৪৪৯

অতঃপর তিনি উল্লাসের আতিশয্যে উম্মত্ত হয়ে বললেন– "আমি ভালবাসি আমার নবীকে, আবু বকরকে ও ওমরকে। আমার বাসনা যে, এই ভালবাসার কারণে আমি তাঁদের সঙ্গ পাব, যদিও উনাদের মত আমল আমার নেই।"

–সহীহ আল-বুখারী- ১২ ঃ ৪৪৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫। ইহাই একমাত্র কারণ যে, যখনই সাহাবাদের জীবানাবসানের সময় আসত, অশ্রু বিসর্জনকারীদের উদ্দেশ্যে বলতেন, তোমরা সকলে আনন্দ কর, আমার প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের সময় এসে গেছে। কান্নার রোল না তুলে বরং তদস্থলে উনারা মৃদু হাসির ঝলক দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সান্নিধ্যে চলে যেতেন। যেমন দেখুন হযরত বেলাল (রাঃ) এর ঘটনা–

হযরত বেলাল (রাঃ) এর যখন জীবনের শেষ মূহুর্ত, তাঁর বিবি দু'চোখে পানি ছেড়ে দিলেন। হযরত বেলাল বললেন, আজইত আমার শেষ দিন। কেননা কাল আমার ভালবাসার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের সাথে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবার দিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঈদ-ই-মিল্লাদুন্নবী কি ও কেন?

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

মিলাদ শব্দের অর্থ জন্মগ্রহণ করা। ঈদ অর্থ আনন্দ। ঈদ-ই-মিল্লাদুন্নবী অর্থ নবী হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াতে আগমন তথা জন্মগ্রহণে খুশি হয়ে আনন্দ উৎসব পালন করা।
মিলাদ শরীফের হাকিকত হচ্ছে হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জন্মগ্রহণের সময়ের পূর্বাপর অবস্থা বর্ণনা করা অর্থাৎ গর্ভাবস্থার ঘটনাবলী, নূরে মোহাম্মদীর কারামত, তাঁর বংশ পরিচয়, তাঁর আগমনের পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা এবং তাঁর আগমনে আনন্দিত হয়ে সকলে মিলে আনন্দ খুশি উৎযাপন করা, লোক সমাগম করে মাহফিলের আয়োজন করা এবং দোয়া-কালাম পাঠ নামাজ রোজা পালন করে তা তার পবিত্র দরবারে নজর পেশ করা এবং সেমাই শিরণী খাওয়া ও বিতরণ করা যেমন অন্যান্য ঈদের দিনে করা হয়। এসব অবশ্যই হতে হবে শরীয়ত সম্মত উপায়ে।

আল্লাহ্ পাকের করুনা, দয়া, নেয়ামত ও রহমত প্রাপ্তিতে যে আনন্দ উৎসব করা যায় এবং হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আমাদের মাঝে আগমন যে আমাদের জন্য মস্ত বড় নেয়ামত ও রহমত এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টি চারটি খন্ডে বিভক্ত করা হয়েছে–

১। প্রথম খন্ডে আমরা দেখব পবিত্র কোরআন অনুযায়ী হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য এক মস্ত বড় নেয়ামত ও রহমত এবং এই নেয়ামত ও রহমত প্রাপ্তিতে আমাদের কি কর্তব্য বলে পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২। দ্বিতীয় খন্ডে আমরা দেখব অন্যান্য নবীগণ আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত প্রাপ্তিতে তাদের উম্মতদেরকে কি করার হুকুম দিয়েছেন এবং সেই নেয়ামত প্রাপ্তিতে কি ধরনের আনন্দ খুশি তারা করেছেন।

৩। তৃতীয় খন্ডে আমরা দেখব আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত প্রাপ্তিতে আনন্দ উৎসব করা যায় কিনা? এ ব্যাপারে কোরআন ও হাদিস কি বলে?

৪। চতুর্থ খন্ডে আমরা দেখব পবিত্র মক্কা হতে হিযরত করে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা শরীফে আগমন করেন তখন মদীনা শরীফের আবাল বৃদ্ধ বানীতা তাঁকে কি ধরণের সম্বর্ধনা দিয়েছেন এবং এতে তিনি খুশি ও আনন্দিত হয়েছেন নাকি এ অভ্যর্থনা জানানোতে তিনি নাখোশ হয়েছেন? তদ্রুপ তাবুক অভিযান হতে ফেরার পর উনাকে যে অভ্যর্থনা দিয়েছেন তারও বিষদ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম খন্ড

এই খন্ডে আমরা দেখব আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবিব হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে আমাদের মাঝে প্রেরন করে আমাদের প্রতি এক মহা করুনা, দয়া ও রহমত নাজিল করেছেন এবং এই মহান নেয়ামত প্রাপ্তির প্রতিদানে আমাদের কি করা কর্তব্য বলে পবিত্র কোরআনে পাকে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন–

পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন-

১। "ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহ্মাতাল্লিল আলামীন।"

-সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১০৭

অর্থ ঃ- হে নবী আমি আপনাকে সমস্ত বিশ্ব ভ্রমান্তের রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২। ইয়ারিফুনা নিয়ামাতুল্লাহি ছুম্মা ইয়ুনফিকুরূনাহা ওয়া আকছারুহুমুল কাফেরুন।

-সূরা আন-নাহল, আয়াত-৮৩, রুকু-১১

অর্থ ঃ- তারা আল্লাহর নেয়ামতকে "(মুহাম্মদ (দ:)" চিনে, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে, তাদের অধিকাংশই কাফের।

৩। পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ্ পাক এরশাধ করেন–

"আল্লাহ্ মুমিনদের উপর অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।

-সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৬৪।

৪। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক এরশাধ করেন

"তোমাদের কাছে আগমন করেছেন তোমাদেরই মধ্য থেকেই এমন একজন রাসূল যার নিকট তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দুঃসহ বেদনাদায়ক, যিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী এবং মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও দয়াময়।

-সূরা তওবা, আয়াত-১২৮

উপরে বর্ণিত ১নং আয়াতে আল্লাহ্পাক প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে "আলামিন" বা বিশ্ব জগতের রহমত বলে উল্লেখ্য করেছেন। "আলামিন" দ্বারা সেই বিশ্ব জগতকে বুঝিয়েছেন যেই বিশ্বজগতের প্রতিপালক স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। যেমন সূরা ফাতেহায় বলা হয়েছে- "আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।" অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্ব ভ্রমান্তের (আলামিনের) প্রতিপালক বা "রব"। কাজেই প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুধু আমাদের জন্যই রহমত নয় সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত বলে আল্লাহ্ পাক উল্লেখ্য করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক কিতাবধারী তথা ইহুদী-নাসারাদেরকে উদ্দেশ্যকরে বলছেন, তারা আল্লাহ্ প্রেরিত নেয়ামত তথা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে চিনে অথচ তারা তাকে অস্বীকার করে এবং এই অস্বীকৃতির জন্য তাদেরকে কাফের বলে উল্লেখ্য করেছেন। এখানে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ পাক তাঁর পক্ষ হতে নেয়ামত বলে সম্বেধন করেছেন।

তারা আল্লাহ্ পাকের এই নেয়ামতকে কিরূপ চিনি তা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন পাকে সূরা বাকারার আয়াত নং ১৪৬ তে উল্লেখ করেছেন-

(ক) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে (নবীকে) সেইরূপ চিনে যেরূপ তারা তাদের নিজেদের সন্তানগণকে (সন্দেহাতীতভাবে) চিনে এবং তাদের একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে।

-সূরা বাকারা, আয়াত-১৪৬

শুধু ইহাই নহে ইহুদীগণ যে এই নেয়ামতের উছিলা দিয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করত তাও আল্লাহ্ পাক উল্লেখ্য করেছেন পবিত্র কোরআন পাকের অন্যত্র যেমন–

(খ) তারা (ইহুদীরা) এর পূর্বে (এ নবীর আর্বির্ভারের পূর্বে) এ নবীর উছিলা দিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করত।

-সূরা-বাকারা, আয়াত-৮৯

অর্থাৎ তারা যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে জয় লাভের জন্য আমাদের নবীর উছিলা দিয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করতেন। কাজেই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে আমাদের তথা সমস্ত মানব জাতির জন্য একটি বড় নেয়ামত তা স্পষ্টই প্রতীয়মান।

উপরে উল্লিখিত ৩নং আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ্ পাক রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে আমাদের মাঝে প্রেরণ করে আমাদেরকে বড়ই অনুগ্রহ তথা দয়া করেছেন। কারণ তিনি হলেন আমাদের জন্য রহমত ও নেয়ামত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুধু তাই নয় অত্র আয়াতে আল্লাহ্ পাক উল্লেখ করেছেন- এই রহমত ও নেয়ামতকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন আমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং আমাদেরকে গোমরাহী তথা পথভ্রষ্ঠতা হতে উদ্ধার করার জন্য। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় তাঁর আগমন না হলে আমরা স্পষ্টই ধ্বংস হয়ে যেতাম এবং দোযখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হতাম। কাজেই তিনি আমাদের জন্য এক অতিবড় নেয়ামত ও রহমত। তাই তাঁর এক নাম "(নেয়ামতুল্লা)" অর্থাৎ "আল্লাহর নেয়ামত"।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তাঁর হাবিবের চারটি চারিত্রিক গুণাবলীর প্রসংশা করেছেন। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলছেন এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের দঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন না, তিনি তাঁর উম্মতের অতিশয় হিতাকাঙ্খী ও মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়। শুধু তাই নয় পবিত্র কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবিবের অসংখ্যা গুণাবলীর উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছেন যা লিখে শেষ করা যাবে না।

যাকে পাঠিয়ে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এত উপকার করেছেন। যার আগমন আমাদের জন্য রহমত ও নেয়ামত যিনি আমাদের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। যিনি আমাদের অতিশয় হিতাকাংঙ্খী, আমাদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়, যার আগমনের ফলে আমরা গোমরাহী তথা ধ্বংস হতে রক্ষা পেয়েছি, যিনি আমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়ে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ শিখরে পৌছিয়েছেন, এতবড় রহমত ও নেয়ামত প্রাপ্তিতে আমাদের কি করা কতব্য?

পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ্পাক নিজেই এর উত্তর দিচ্ছেন এভাবে–

১। ইয়া আইয়্যু হাল্লাজিনা আমানুয্কুরু নেয়মাতুল্লাহ আলাইকুম।"

-সূরা আহ্যাব, আয়াত-৯, পারা-২১

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ। তোমাদের প্রতি প্রেরিত নেয়ামতের যিকির (স্বরন) কর অর্থাৎ আলোচনা কর ও তার জন্য শোকরিয়া আদায় কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২। ইয়া আইয়্যু হান্‌নাসুযকুরু নেয়ামাতুল্লাহ্ আলাইকুম

– সূরা, ফাতির, আয়াত-৩, পারা-২২

অর্থ ঃ হে মানবজাতি তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতের যিকির কর (অর্থাৎ আলোচনা কর ও শুকরিয়া আদায় কর)।

৩। "ওয়া আম্মা বে-নেয়ামতে রাব্বুকা ফাহাদ্দিস।"

-সূরা ওয়াদ্দোহা

অর্থ ঃ স্বীয় প্রভুর প্রেরিত নেয়ামতের গুণকীর্তন কর।

৪। ওয়াশকুরু নিয়মাতাল্লাহি ইনকুনতুম ইয়্যাহু তাবুদুন।

- সূরা আন-নাহল, আয়াত-১১৪

অর্থ ঃ আল্লাহর নেয়ামতের শোকর গুজারী কর যদি তোমরা তারই ইবাদত করে থাক।

৫। "কুল বে-ফাদলিল্লাহে ওয়া বে-রাহমাতেহে ফা বে-জালেকা ফালইয়াফরাহু হুয়া খাইরুম মিম্মা ইয়াজমাউন"।

-সূরা ইউনুস, আয়াত-৫৮।

অর্থ ঃ হে হাবিব, সবাইকে বলে দিন তারা যেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত প্রাপ্তিতে বেশী বেশী করে আনন্দ প্রকাশ করে। ইহা তাদের সমস্ত ধনসম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে স্পষ্টতই বুঝা যায় আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমাদের মাঝে আমার হাবিবকে নিয়ামত ও রহমতরূপে প্রেরণ করে তোমাদের প্রতি আমি যে অনুগ্রহ করেছি তার জন্য তোমরা বেশী বেশী আনন্দ প্রকাশ কর, শোকর গুজার কর এবং বেশী করে তাঁর গুণকীর্তন ও আলোচনা (যিকির) কর। রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমণ তথা জন্মগ্রহণ বা বেলাদতে ইহাই করার হুকুম আমাদেরকে আল্লাহ্ পাক দিচ্ছেন এবং উপরোক্ত ৫ নং আয়াতে এও বলে দিচ্ছেন যে এসব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কর্ম-কান্ড করা তোমাদের অর্জিত সমস্ত ধন-সম্পদ অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং এসব করার হুকুম দিয়ে ইহা আমাদের জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় খন্ড

এই খন্ডে আমরা দেখব অন্যান্য নবীগণ আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত প্রাপ্তিতে তাঁদের উম্মতদেরকে কি করার জন্য হুকুম দিয়েছেন এবং সেই নেয়ামত প্রাপ্তিতে কি ধরনের আনন্দ খুশি তারা করেছেন–

১। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন–

"ওয়া লিন্ নাজআলাহু আ-ইয়াতাল নিন্ নাসে ওয়া রাহমাতাম্ মিন্না।"

-সূরা মরিয়ম, আয়াত-২১, রূকু-২

অর্থ ঃ এবং আমি তাঁকে (হযরত ঈসা (আঃ) মানুষের জন্য একটি নিদর্শন এবং আমার তরফ থেকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করতে চাই।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা কালে এই আয়াতে স্পষ্টভাবে হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের প্রতি রহমত বলে স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন তথা নবীর আগমন মানবজাতির প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত। আল্লাহ্ পাকের বানী হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে নবীদের আগমন মানব জাতির প্রতি এক মহা রহমত তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

কারণ তাঁদের আগমনের ফলেই মানবজাতি ধ্বংসের হাত হতে এবং দোযখের আগুন হতে রক্ষা পায়। এবং দুনিয়াতে রহমত ও নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত বালা-মুসিবত হতে মুক্ত হয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে পারে।

অন্যত্র পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"ওয়া ইজ্ কালা মূসা লে কাওমিহি ইয়া কাওমিজ্ কুরু আলাইকুম ইজ জ্যা আলাফিকুম আম্বিয়্যিয়া ওয়া জ্যাআলাকুম মুলুকাও ওয়া আতাআকুম মা লাম ইয়্যুতি আহাদাম মিনাল আলামীন।

- সূরা মায়েদা, আয়াত-২০

অর্থ ঃ এবং যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের যিকির (স্মরণ) কর যে তিনি তোমাদের মধ্য হতে পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন, তোমাদেরকে বাদশাহ্ করেছেন এবং তোমাদেরকে তাই দিয়েছেন যা আজ পর্যন্ত সমগ্র জাহানের মধ্যে কাউকে দেননি।"

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল, পয়গম্বরের শুভাগমন তার উম্মতের জন্য একটি নেয়ামত, যার যিকির করার জন্য হযরত মূসা (আঃ) তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা নবীর আগমন উম্মতের জন্য বরকত, কল্যাণ এবং মুক্তি লাভের একটি বিরাট মাধ্যম। শুধু তাই নয়, এ আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করে যিকির করার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

(১) তাদের মধ্যে থেকে নবী প্রেরণ
(২) তাদেরকে বাদশাহ্ করেছেন অর্থাৎ গোলামী থেকে আযাদ করেছেন
(৩) এমনসব নেয়ামত দিয়েছেন যা আজ পর্যন্ত কাউকে দেননি। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য জিকির করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মিলাদ শরীফ উদযাপন তথা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা নবীর আগমন উপলক্ষ্যে যিকিরের একটি উত্তম মাধ্যম এতে কোন সন্দেহ নাই।

তৃতীয় খন্ড

পূর্বের প্রথম দুই খন্ডে আমরা দেখেছি যে পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ্ পাক নবী রাসূল প্রেরনকে আমাদের জন্য মস্ত বড় নেয়ামত ও রহমত বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই নেয়ামত ও রহমত প্রাপ্তিতে আমাদের শুকরিয়া আদায় ও বেশি বেশি করে তার জিকির অর্থাৎ আলোচনা ও গুনগান করার জন্য হুকুম দিচ্ছেন এবং আল্লাহ্ পাকের হুকুম মানেই তা করা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই খন্ডে আমরা দেখব আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত প্রাপ্তিতে আনন্দ উৎসব করা যায় কিনা। এ ব্যপারে কোরআন হাদিস কি বলে?

১। কুল, বে ফাদলিল্লাহে ওয়া বে-রাহমাতেহে ফা বে-জালেকা ফালইয়াফরাহু হুয়া খাইরুম মিম্মা ইয়াজমাউন।

–সুরা ইউনুস, আয়াত-৫৮।

অর্থাৎ ঃ হে হাবিব, সবাইকে বলে দিন, তারা যেন আল্লাহর নেয়ামত ও রহমত প্রাপ্তিতে বেশী বেশী করে আনন্দ প্রকাশ করে। ইহা তাদের জমাকৃত সমস্ত ধন সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক নিজেই স্পষ্টভাবে হুকুম দিচ্ছেন আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত ও রহমত পেয়ে বেশী বেশী করে আনন্দ খুশি করার জন্য কেননা এই নেয়ামত ও রহমত নিজেদের জমাকৃত সমস্ত ধন-সম্পদ হতে বহুগুণে উত্তম। আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালন করা আমাদের জন্য ওয়াজিব এবং রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য নবীগণ যে তাঁদের উম্মতের জন্য মস্ত বড় নেয়ামত ও রহমত তা পূর্বের আলোচনা হতে স্পষ্ট। কাজেই নবীর আগমনে ঈদ বা আনন্দ খুশি বানাতে হবে ইহা এখান হতে খুবই স্পষ্ট, এর জন্য ব্যখ্যার কোন প্রয়োজন নাই।

২। আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত প্রাপ্তিতে যে আনন্দ বা ঈদ উদ্‌যাপন করা যায় তা আমরা হযরত ঈসা (আঃ) এর নিম্নের দোয়া হতেও দেখতে পাই। যা কোরআন পাকে বর্ণিত আছে। তিনি দোয়া করেছিলেন-

"হে আল্লাহ্ আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্যভর্তি খাঞ্জা প্রেরণ করুন, যাতে এটা আমাদের আগে ও পরে সবার জন্য ঈদে (আনন্দ উৎসব) পরিণত হয়।

-সূরা মায়েদা, আয়াত-১১৪।

দেখা যাচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ) এর দোয়ার রককতে আসমান হতে খাদ্যভর্তি খাঞ্জা অবতরণের সেই নির্দিষ্ট দিনকে তাঁর উম্মতেরা ঈদ হিসাবে পালন করেছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অথচ হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমণ আমাদের জন্য এর চেয়ে শত গুণ বড় নেয়ামত। কাজেই উনার দুনিয়াতে আগমন তথা পবিত্র জন্ম দিনটিও অনেক বড় ঈদের দিন।

৩। তদ্রুপ ফিরআউনের অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য হযরত মূসা (আঃ) যখন তাঁর উম্মতদেরকে নিয়ে নীল নদ অতিক্রম করেছিলেন সেই মুক্তি ও আনন্দের দিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বৎসর তাঁর উম্মতগণ ঈদ উদ্‌যাপন করত এবং ঐ দিনে অর্থাৎ ১০ই মহরমে খুশিতে রোযা পালন করত। পরবর্তীতে আমাদের নবীপাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই আনন্দের দিনে তাদেরই মত আমাদেরকে রোজা পালনের নির্দেশ দেন। তবে এক দিন নয় দুই দিন। উপরোক্ত ঘটনা হতে দেখা যায়, যে ঘটনা যেদিন ঘটে সেই দিনই অর্থাৎ দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে প্রধানতঃ সেই ঘটনাকে স্মরণ করে ঈদ উৎযাপন করা উচিত। এতে কোরআন ও হাদিসে কোন নিষেধ নেই বরং সম্মতিই আছে।

কাজেই প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিন তথা ১২ই রবিউল আউয়াল যে সমস্ত মখলুকের জন্য একটি বড় ঈদের দিন তথা আনন্দের দিন তাতে কোনই সন্দেহ নাই এবং তা বড়ই শান শওকতের সহিত উদ্‌যাপন করা আমাদের উচিত এবং কোরআন পাকের মাধ্যমে তারই নির্দেশ আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে দিচ্ছেন।

৪। এখানে আরও একটি ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। আমরা পবিত্র ঈদ-উল-আযহার দিনে অর্থাৎ কোরবানীর ঈদের দিনে লাখ লাখ পশু কোরবানী দিয়ে ঈদ উৎসব পালন করে থাকি। কিন্তু এই ঈদ উৎসব কেন পালন করে থাকি, ইহার মূলতত্ব বা হাকিকত কি ইহা কি আমরা কোনদিন চিন্তা করেছি।

আমরা সবাই জানি আল্লাহ্ পাকের হুকুমে হযরত ইসমাইল (আঃ) এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানী দেয়া হয়েছিল সেই ঘটনাটিকে স্মরণ করে আজও আমরা হাজার বৎসর ধরে সেই ঘটনার স্মরনকে জাগ্রত করে রাখার জন্য সেই দিনটিকে ঈদ উৎসব হিসাবে পালন করে আসছি। আসলে কি তাই?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকৃত পক্ষে হযরত ইসমাইল (আঃ) কে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ্ পাক সমস্ত মানব জাতি তথা বিশ্ব ভ্রমান্তের প্রতি এক বিশেষ করুনা ও দয়া করেছেন। কেননা হযরত ইসরাইল (আঃ) এর বংশধর থেকেই আমরা "রাহমাতাল্লিল আলামিন ও নেয়ামাতুল্লাহ আমাদের প্রিয় নবীজি মাহবুবে খোদা হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আজকে আমাদের মাঝে পেয়েছি। যদি তিনি সেদিন কোরবানী হয়ে যেতেন তবে আমরা তথা বিশ্বভ্রামান্ড সেই নেয়ামত হতে বঞ্চিত হতাম ও আমাদের মুক্তি ও নাজাতের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত। হযরত ইসমাইল (আঃ) কে কোরবানী না দিয়ে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে যে করুনা ও দয়া করেছেন, তথা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমাদের মাঝে প্রেরনের ব্যবস্থা করেছেন সেই জন্য আমরা প্রতিবৎসর তারই শুকরিয়া আদায় স্বরূপ আল্লাহ্ পাকের হুকুমে ১০ই জিলহাজ্ব তারিখে পশু কোরবানী দিয়ে থাকি ও ঈদ উদযাপন করে থাকি। ইহাই হল পবিত্র ঈদ-উল-আযহার মূল তত্ত্ব বা হাকিকত।

ঠিক যেমনি ভাবে হযরত মূসা (আঃ) কে ১০ই মহরম তারিখে ফেরাউন এর হাত হতে রক্ষা করার দরুন শুকরিয়া স্বরূপ ইহুদীগণ সে দিন আনন্দ উৎসব ও রোজা পালন করে থাকে। এই ঘটনা দুইটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সব ঘটনা যে দিন ঘটে সেই সব দিনেই সেই সব ঘটনাকে স্মরণ করে ঈদ উদযাপন করতে হয়।

কাজেই হযরত ইসমাইল (আঃ) কে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রতি যে করুনা দয়া ও রহমত দান করেছেন তার শুকরিয়া পালনে যদি আমাদেরকে প্রতি বৎসর ঈদ উৎযাপন করতে হয় এবং তার শুকরিয়া আদায়ে যদি লাখ লাখ পশু কোরবানী করতে হয় তবে আমাদের মাঝে প্রিয় নবীজি রাহমাতাল্লিল আলামিন নেয়ামতুল্লা ও মুক্তির দিশারী হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমনে আমাদের কি করা উচিত? প্রিয় পাঠিক ভেবে দেখুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪র্থ খন্ড

এই খন্ডে আমরা দেখব প্রিয় নবীজি হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা নগরী হতে হিজরত করে প্রায় ৫০০ মাইল দূরে মদীনা মনোয়ারায় হাজির হলেন তখন মদীনাবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁকে সাড়ম্বরে ও শান শৌকতের সাথে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তা। তাঁদের সেই হৃদয় নিঙড়ানো ভালবাসা মিশ্রিত অভ্যর্থনা আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তাঁদের সেই ভালবাসা মিশ্রিত খোশ আমদেদে হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। এক স্থানে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেন–

তোমরা কি আমাকে ভালবাস?

উত্তরে তারা বললেন– হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

প্রতিউত্তরে রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন– আল্লাহ্ পাকের শপথ, আমিও তোমাদের ভালবাসি, আমিও তোমাদের ভালবাসি, আমিও তোমাদের ভালবাসি।

তিনি তিনবার এই প্রতিশ্রুতি তাদের দিলেন।

ঠিক এমনিভাবে তাবুক যুদ্ধ হতে যখন তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন মদীনার আবাল বৃদ্ধ বণিতা তাঁকে একইভাবে শান-শওকতের সাথে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত খুশিও আনন্দিত হয়েছিলেন।

ঘটনা দু'টি হতে দেখা যায় দুনিয়াতে যদি এক স্থান হতে অন্য স্থানে আগমনে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে সাদর সম্বর্ধনা জানালে তিনি খুশি হন তবে অন্য এক জগত হতে যখন এই জগতে তথা ধরাধামে তিনি যে দিন আগমন করেন (অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে) সে দিন সবাই মিলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঈদ উৎসব ও জসনে জুলুস করেন তবে রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে অত্যাধিক খুশি হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিম্নে হিজরত কালীন সম্ভর্ধনার এবং তাবুক হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালীন সম্বর্ধনার অবস্থা কিছুটা বর্ণনা করা হল–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(ক) আমরা যদি রাসূলে মাকবুল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের ইতিহাস খুলে দেখি এবং পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি পৌছার পর আহলে মদীনার আনন্দ উল্লাসের দিকে লক্ষ্য করি, তবে একথা সবার স্বাক্ষ্য দিতে হবে যে, ধরাধামে প্রিয় নবীর শুভাগমনে জগতবাসীর ঈদ পালন করা শরীয়তের নজরে একটি পূণ্যময় বৈধ কাজ।

যেমন পবিত্র বুখারী শরীফের ১ম খন্ড ৫৫৪ পৃষ্ঠায় এই মর্মে হাদীস বর্নিত হয়েছে যে, মদীনার মুসলমানগণ মক্কা মোকাররামাহ থেকে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার খবর শুনার পর তাঁকে স্বাগতম জানানোর লক্ষ্যে প্রতিদিন সকাল বেলা মদীনার হাররাহ নামক স্থানে এসে অপেক্ষা করতেন। দ্বিপ্রহরের প্রখর তাপের কারণে তাঁরা বাড়িতে ফিরে যেতেন। এমন সময় একদিন এক ইহুদী কোন কাজে তাদের এক ঘরের ছাদে আরোহন করে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পথের প্রতি লক্ষ্য করছিল। তখন সে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীদেরকে সাদা পোষাকদারী দেখতে পেল। আল্লাহর নবীকে দেখে ইহুদী নিজেকে সামাল দিতে না পেরে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল, যে আরব সম্প্রদায়, যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছিলে, তোমাদের সে পাওয়া এবং অপেক্ষার ধন এই যে এসে পৌচেছে।

মদীনার মুসলমানগণ এই ডাক শুনা মাত্র যুদ্ধের হাতিয়ার নিয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং জাহরুল হাররাহ (ছানিয়াতুল বেদা) নামক স্থানে গিয়ে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। অর্থাৎ রাছুলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে সুসজ্জিত সামরিক বেশে গার্ড অব অনার প্রদান করলেন এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন।

যুদ্ধের হাতিয়ার-যন্ত্র নিয়ে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে অভ্যর্থনা জানানোর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা জুরকানী (রঃ) জুরকানী শরীফের ২য় খন্ডে ১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে–

অস্ত্র স্বস্ত্র নিয়ে তড়িগড়ি করে মদিনাবাসী রাসূল আকরাম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের শক্তি এবং বাহাদুরী প্রকাশ করা। যা দেখে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট আগমনের পর তাঁর আত্মা বা হৃদয় শান্তনা বোধ করে। তাছাড়া

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিকট তাদের বয়াত বা অঙ্গিকার নামার যেন সত্যতা পায়। তারা এই মর্মে অঙ্গিকার করেছিল যে, আল্লাহর নবীকে এমনভাবে নিরাপত্তা দিবেন যেমনি তারা নিজেদের এবং তাদের সন্তানাদির নিরাপত্তা বিধান করে থাকেন।

পবিত্র মক্কার জমিন থেকে পাঁচশত মাইল পাড়িদিয়ে আল্লাহর হাবীব সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে শুভাগমন করার পর মদীনাবাসী যদি তাঁকে বরণ করার খাতিরে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে দলেবলে আনন্দ উল্লাসে করে রাস্তায় রাস্তায় মেতে উঠা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবে অদৃশ্য জগত পাড়ি দিয়ে বস্তু জগতের লোকালয়ে তাঁর শুভাগমনে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করা ও জশনে জুলুস করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের সমর্থন থাকার কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে, এক দেশের রাষ্ট্রধান অন্যদেশে গেলে সে দেশের স্বসস্ত্র বাহিনী তাকে বিমান বন্দরে গার্ড অপ অনার প্রদান করে। একাধিকবার তোপধ্বনির মাধ্যমে আনন্দ উল্লাস করে বিদেশী রাষ্ট্রপতিকে বরন করে নেওয়া হয়। রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রীবর্গ ও রাষ্ট্রপতি বিমান বন্দরে বিদেশী মেহমানাকে অভ্যথনায় হাজির হয়ে থাকেন। রং বেরং এর পতাকা, বেনার, তোরন ও অপরূপ সাজে রাস্তাঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান সাজানো হয়। কচি শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষ ফুল নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে রাস্তায় নেমে আসে। দেশ হয়ে উঠে উৎসব মূখর।

তবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং আল্লাহ্ পাকের বন্ধু "রাহমাতাল্লিল আলামিন" লকব নিয়ে জমিনে শুভাগমন করলে তাঁর অভ্যর্থনা ও সম্বর্ধনা কল্পে জগত উৎসবমূখর হয়ে উঠবে তা অযৌক্তিক হবে কেন? রাসূল আকরাম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বেলাদতের দিন সাধারণ ঈদ বা খুশীর দিন নয় বরং সবচেয়ে বড় ঈদ হিসাবে পালন করা সমাচীন হবে। যেমনটি মদীনাবাসী হিজরতের পর আল্লাহর নবীকে পেয়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দ আর খুশীতে মেতে উঠেছিল।

বুখারী শরীফের ১ম খন্ড ৫৫৮ পৃষ্ঠায় হযরত বারা ইবনে আজিব থেকে এপ্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসখানা বর্নিত হয়েছে।

আমি মদীনাবাসীকে কোন বিষয়ে এমন খুশী হতে দেখিনি যেমনটি রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে পেয়ে খুশী হতে দেখেছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দারমী শরীফেও হযরত আনাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনায় হাদীস সংগ্রহ করেছেন। যেমন- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় প্রবেশের দিন আমি উপস্থিতি ছিলাম।

আল্লাহর নবী আমাদের নিকট মদীনায় প্রবেশের দিন থেকে উত্তম ও আলোকময় তথা আনন্দের আর কোন দিন আমি দেখিনি।

ইবনে মাজা শরীফের বর্ণনা নিম্নরূপ- রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেদিন হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন, সে দিন সমস্ত কিছু আলোকিত হয়েগিয়েছিল। আর যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন সেদিন সমস্ত জিনিসে শোকের ছায়া বা অন্ধকার নেমে এসেছিল।

আবু দাউদ শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনায় অনুরূপ আল্লাহর নবীকে পেয়ে মদীনাবাসীর আনন্দিত হওয়ার প্রমান পাওয়া যায়। যেমন- রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনার শুভাগমন করলে হাবশীরা তাদের যুদ্ধের হাতিয়ার নিয়ে খুশীতে খেলাধুলা তথা কুচকাওয়াজ করেছেন। মদীনায় আমাদের নিকট রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রবেশের দিন থেকে আনন্দময় ও সুন্দর আর কোন দিনকে দেখিনি। তাঁর আগমনে সবকিছু আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।

আল্লামা কাস্তুলানী মাওয়াহিবে লাদুনীয়া কিতাবে মদীনাবাসী আল্লাহর নবীকে পেয়ে কিরূপ খুশী হয়েছিলেন তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন। আল্লাহর নবীর আগমনে মদীনাবাসীরা আনন্দিত হয়েছিল। সমস্ত মদীনা মুনাওয়ারা তাঁর প্রবেশের কারণে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। সবার অন্তরে আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন- রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমনের দিন মদীনার যাবতীয় জিনিসপত্র আলোকিত হয়েগিয়েছিল। তার আগমনে মেয়েরা ঘরের ছাদে উঠে গান গেয়ে ও দফ বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে যার মর্মার্থ-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পূর্ণিমার চাদ উদয় হয়েছে
সানিয়াতুল বিদার পূর্বাচলে।
আল্লাহর পথে ডাকছেন তিনি
তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকলে।
মোদের কাছে প্রেরিত হয়ে এনেছেন আল্লাহর বিধান
পালন করার জন্য মানব সকলে। (সংক্ষেপে)

-শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, আল্লামা যুরকানী (রঃ)

উপরে বর্ণিত একাধিক কিতাবের বর্ণনামতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র মদীনা শরীফে আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুভাগমন করলে মদীনাবাসী রাসূল প্রেমিকগণ আগমন দিবসে সাধারণ ঈদের আনন্দ উল্লাস থেকেও অধিক আনন্দ প্রকাশ করেছে।

আর আল্লাহর নবীও তাদের আনন্দ মাখা অভ্যর্থনাকে আন্তরিকভাবে পছন্দ করেছেন ও আনন্দিত হয়েছেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন- তোমরা কি আমাকে ভালবাস?

তারা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ, হ্যাঁ।

এতে আল্লাহর নবী খুশী হয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি। একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।

রাসূল আকরাম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় তশরীফ আনয়নের দিন মদীনার অলিগলি আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আনসারগণ যুদ্ধহাতিয়ার নিয়ে দলে দলে জুলুছ করে অস্ত্র মহড়া আর কুছকাওয়াজ করেছেন। আনন্দ উল্লাসে হয়ে উঠেছেন আত্মহারা। বিনিময়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নেক দোয়া ও ভালবাসার বানী তাদেরকে উপহার দিয়েছে।

সে মহামানব যেদিন পৃথিবীতে আসলেন সেদিন আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি জগত আলোকিত হয়ে উঠেছিল। মারহাবা ধ্বনি শোনা গিয়েছে সমস্ত মাখলুকাতের মুখে। বেহেস্তকে সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে। ফেরেস্তা ও হুরগণ সারি বেধে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য তার হুজরার চারি পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল।

জাহেলিয়তের সব অন্ধকার দূর হয়ে জমিনে পড়েছে ইসলামী আলোক ছটা, সমস্ত জগত হয়ে উঠেছিল আনন্দে বাকবাক। এমন মহাদিবসে ঈদ পালন করা জায়েজ হবে এবং আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাতে খুশী হয়ে ভালবাসার নজর উপহার দিবেন ইহাই হচ্ছে শরীয়তের নজরে চুড়ান্ত অভিমত।

মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী তাঁর মাদারেজুন নুবওতে লিখেছেন- হযরত আব্দুল্লাহ থেকে নূরে মোহাম্মাদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রজব মাসের জুমার রাতে হযরত আমেনার পর্দায় আলোকিত হন। আল্লাহ্ পাক রিজওয়ান ফেরেস্তাকে সেই রাত্রে বেহেস্তে খোশবু ছড়িয়ে সমস্ত দরওয়াজা খুলে দিতে আদেশ দেন। মালিক ফিরিস্তাকে দোযখের আগুন ঠান্ডা করে দিতে হুকুম দেন। ইমামুল উলামা হযরত সোহাইল বিন তসতরী এই মত সমর্থন করেন।

জুরকানী শরীফের ১ম খন্ডে ১৯৭ পৃষ্ঠায় বাবুল আহবার থেকে এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভে আসার বৎসরকে বিজয় আর খুশীর বৎসর বলে নামকরণ করা হয়েছে। তার আলোকে বলা যায় আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জমিনে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনও হবে বিজয় আর ঈদ বা খুশীর দিন।

(খ) আল্লামা যুকারনী (রহঃ) শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে লেখেন, রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন তাঁর আগমনী বার্তা শুনে মদীনার নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ, বনিতা সকলে উল্লসিত হয়ে উঠল। তারা শহর থেকে বের হয়ে হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন পথে জমায়েত হল। যেমন লোকেরা রাজা-বাদশাহ ও নেতৃবর্গের অভ্যর্থনার জন্য জামায়েত হয়। হযরত নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দীর্ঘদিন মদীনায় বাইরে থাকার পর মদীনার আসছিলেন। মুনাফিকরা তাঁকে দুঃখ কষ্ট দেয়ার খবরও মদীনাবাসীর কাছে আগে পৌছিয়েছিল। তাই হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনের বার্তা পেয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকারা প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সতস্ফূর্তভাবে তাঁর আগমন পথে সমবেত হয়। পর্দানশীল মহিলারা তাদের প্রকোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে এক নজর আল্লাহর হাবিবকে দেখার জন্য হয় পাগলপারা। যদিও ইসলামের বাস্তব অনুশীলন তাদের মধ্যে অনেক পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। তখন সকল নারী-পুরুষের কণ্ঠে সতস্ফূর্তভাবে ঝংকারিত হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল এ ছন্দ মালার কাসিদা দ্বারা।

পূর্ণিমার চাদ উদয় হয়েছে
সানিয়াতুল বিদার পূর্বাচলে।
আল্লাহর পথে ডাকছেন তিনি
তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকলে।
মোদের কাছে প্রেরিত হয়ে এনেছেন আল্লাহর বিধান
পালন করার জন্য মানব সকলে। (সংক্ষেপে)

-শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, আল্লামা যুরকানী (রঃ)

ঠিক যেমন ভাবে রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা হতে হিজরত করে মদিনা তশরিফ রাখেন তখন মদিনার আবাল, বৃদ্ধ-বনিতা উপরে বর্ণিত একই কাছিদা গেয়ে নৃত্য করে রাসূল পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে খোশ আহদেদ জানান। এসব কাজে তিনি না কোন আপত্তি জানিয়েছে না কোন রাগ প্রকাশ করেছেন বরং তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

উপরে বর্নিত সমগ্র আলোচনা হতে ইহা সুস্পষ্ট যে অন্য জগত হতে এই ধরা ধামে আগমনের দিনে আনন্দ খুশি উৎযাপনা করা কোরআন হাদিসের আলোকে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ এবং এতে রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খশি ও আনন্দিত হন। ইহা আমাদের জন্য তার দোয়া ও মাগফেরাত লাভের একটি উত্তম মাধ্যম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিলাদ রজনী সমস্ত রজনী অপেক্ষা উত্তম

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন- "ওয়াজকুরু হুম বে আয়ামিল্লাহ্"

-সূরা ইব্রাহীম, আয়াত-৫

অর্থাৎ ঃ- তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলি স্মরণ করিয়ে দিন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, সমস্ত দিন ও রাতকে আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করেছেন। সকল দিন আল্লাহরই তবে সেটা কোন দিবস যাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন।

তফসীরকারকগণ বলেন "আয়ামুল্লাহ্" বা আল্লাহর দিনগুলি দ্বারা সে সব দিনগুলিকে বুঝানো হয়েছে যে গুলোর মধ্যে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ তথা নেয়ামত ও রহমত দান করেছেন। যেমন- শবে কদর, শবে বরাত, শবে মেরাজ, কোরবানীর ঈদের দিন, ১০ই মহরম এর দিন, নবীগণের জন্ম দিন ইত্যাদি। ঈমানদারগণ সকলেই জানেন সরকারে দো-জাহা রাহমাতাল্লিল আলামিন, শাফিউল মুজনাবীন, নেয়ামতুল্লাহ্, আহমদে মোজতবা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে সমগ্র জগতের জন্য সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম নেয়ামত ও রহমত। বাকী সব নেয়ামত ও রহমত তাঁরই অবদান কেননা আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

"হে হাবীব আমি আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না।"

– হাদিসে কুদসী

সুতরাং যে দিনে এই মহান নেয়ামত ও রহমত দান করা হয়েছে সে দিনকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং মানুষকে বলে দেয়া যে, এটা ঐ দিবস যে দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে পাঠিয়ে মুমিনদের প্রতি বড় অনুগ্রহ ও উপকার করেছেন। যেমন সূরা আল ইমরানের ১৬৪নং আয়াতে বর্ণিত আছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন।

কাজেই সেই দিবসকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই আল্লাহ্ পাক প্রথমোক্ত আয়াতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ রজনী শবে কদর অপেক্ষাও উত্তম। কেননা মিলাদ, রজনীতে স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আত্মপ্রকাশ করেছেন আর শবে কদর হুজুর পাককে দান করা হয়েছে। যে রজনী পবিত্রতম স্বত্বার আত্মপ্রকাশের দ্বারা সম্মান লাভ করেছে তা সেই রজনী অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম যা তাঁকে দান করার জন্য সম্মানিত হয়েছে এবং এতে কোন বিরোধ নাই। দ্বিতীয়তঃ শবে কদর রজনীতে শুধু হুজুর পাকের উম্মতের জন্য রয়েছে অনুগ্রহ ও ইহসান আর মিলাদ রজনীতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব ভ্রামান্ডের জন্য নেয়ামত ও রহমত।

বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দেস হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "মাছাবাতা বিছুসুন্নাহ" এর ৮১ পৃষ্টায় বলেছেন, "মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রজনী শবে ক্বদর এর রজনী হতে নিঃসন্দেহে উত্তম, কেননা মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রাত্রি স্বয়ং প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমনের রাত্রি আর শবে ক্বদরতো তাকেই প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম আবু বকর ইবনে খতীব কুসতুলানী তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব "মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া" এর ১ম খন্ডের ২৬,২৭ নং পৃষ্টার মধ্যে এর পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল পেশ করেছেন। একই ভাবে তুলনা করলে দেখা যাবে সমস্ত রজনী অপেক্ষা উত্তম রজনী হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ বা জন্ম গ্রহনের রজনী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কখন হতে মিলাদ শরীফ পালিত হচ্ছে ?

এই অধ্যায়ে আছে–

ক) মিলাদ আল্লাহ্ পাকের সুন্নত
খ) মিলাদ ও কেয়াম ফেরেস্তাগণের সুন্নত
গ) মিলাদুন্নবী উৎযাপন নবীগণের সুন্নত
ঘ) সাহাবাগণের দ্বারা মিলাদুন্নবী মাহফিলের প্রমাণ
  ১। স্বপ্রনোদিত হয়ে নিজ গৃহে মিলাদ উৎযাপন
  ২। রাসূলে পাকের অনুমতি নিয়ে তাঁর সামনে মিলাদ উৎযাপন
  ৩। রাসূলে পাক নির্দেশ দিয়েছেন মিলাদ উৎযাপনে
  ৪। রাসূলে পাকের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বপ্রনোদিত হয়ে মিলাদ উৎযাপন

(ক) মিলাদ আদায় আল্লাহ্ পাকের সুন্নাত

প্রিয় নবীজির মিলাদ তথা পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা আমরা পবিত্র কোরআন পাকে দেখতে পাই। সর্বপ্রথম পবিত্র মিলাদুন্নবীর সূচনা করেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক।

সূরা আল ইমরানের ৮১-৮২ নং আয়াতে রোজে আজলের দিনে তথা ওয়াদা গ্রহণের দিনে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং সমস্ত আম্বিয়া কেরামদের একত্রিত করে তার প্রিয় হাবিবকে দুনিয়াতে প্রেরণের শুভ সংবাদ দেন। শুধু তাই নয়, তিনি সমস্ত আম্বিয়া কেরামদের নিকট হতে ওয়াদা গ্রহণ করেন, তারা যেন প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ জামানায় তাদের নিজ নিজ উম্মতের কাছে আল্লাহর এই প্রিয় হাবিবের দুনিয়ায় আগমনের বার্তা পৌছে দেন। অর্থাৎ দুনিয়াতে আমাদের প্রিয় নবীজির শুভাগমন বার্তা তথা জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা যেন নিজ নিজ উম্মতের নিকট করেন। যাকে প্রকারান্তরে মিলাদ মাহফিল উদযাপন বলা যায়। যার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য সকল ধর্মগ্রন্থেও আমরা প্রিয় নবীজির জন্মবৃত্তান্ত আলোচিত হতে দেখতে পাই। যেমন পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"(হে হাবীব), স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ সমস্ত নবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদের যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তশরীফ আনয়ন করবেন তোমাদের নিকট রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয়ই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবে এবং এরশাদ করলেন তোমরা কি অঙ্গীকার করলে এবং এ সম্পর্কে কি আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে। সবাই আরজ করল, আমরা স্বীকার করলাম। এরশাদ করলেন, তবে তোমরা একে অপরের উপর স্বাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেও তোমাদের সাথে স্বাক্ষীদের মধ্যে রইলাম। সুতরাং এরপর যে কেউ ফিরে যাবে তবে সেসব লোক ফাসিক (নাফরমান)।

-সূরা আল-ইমরান, আয়াত-৮১,৮২

আল্লাহ্ পাক যে নবীগণেরও মিলাদ পাঠ করেন তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ সূরা মরিয়ম। এ সূরাতে আল্লাহ্ পাক যে কত সুন্দরভাবে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের পুত্র হযরত ইয়াহইয়্যা (আঃ) এর মিলাদ পাঠ করেছেন তা পবিত্র কোরআন পাকের সূরা মরিয়মের ২নং আয়াত হইতে ১৪নং আয়াত পর্যন্ত পড়লে মুগ্ধ হতে হয়। শুধু তা নয়। মিলাদ শেষে ১৫নং আয়াতে হযরত ইয়াহইয়্যা (আঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ পাক স্বয়ং সালাম পেশ করেছেন। আমি এখানে সূরা মরিয়মের ২ হইতে ১৪ নং আয়াতের বঙ্গানুবাদ তুলে ধরছি। যাতে মিলাদের সুন্দর বর্ণনা শৈলী সকলেই বুঝতে পারবেন-

আয়াত নং ২ হতে ১৪ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হল–

২. এটা হচ্ছে বিবরণ তোমার প্রতিপালকের (আল্লাহ্ পাকের) ঐ রহমতের যা তিনি আপন বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছেন।
৩. যখন সে আপন প্রতিপালককে নীরবে আহবান করেছে।
৪. আরজ করল; হে আমার প্রতিপালক আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার চুলগুলো থেকে উজ্জ্বল শুভ্রতা প্রকাশ পেয়েছে এবং হে আমার প্রতিপালক, তোমাকে আহবান করে কখনো আমি ব্যর্থকাম হইনি।
৫. এবং আমার মনে আমার পরে আমার স্বজনদের সম্পর্কে আশংকা রয়েছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সতরাং আমাকে তোমার নিকট থেকে এমন কাউকে দান করো যে আমার কাজ সম্পাদন করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৬. যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুবের বংশধরদের উত্তরাধিকারী হবে এবং হে আমার প্রতিপালক তাকে পছন্দনীয় করো।
৭. (প্রতি উত্তরে আল্লাহ্ পাক বলেন) হে যাকারিয়া আমি তোমাকে সুসংবাদ শুনাচ্ছি এক পুত্রের যার নাম ইয়াহইয়্যা, এর পূর্বে আমি এ নামে কাউকেই নামকরণ করিনি।
৮. আরজ করল, হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র কোত্থেকে হবে? আমার স্ত্রী'ত বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের কারণে শুকিয়ে যাবার অবস্থায় পৌছে গেছি।
৯. বললেন এরূপই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমিতো এর পূর্বে তোমাকে ঐ সময় সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।
১০. আরজ করলো "হে আমার প্রতিপালক আমাকে কোন নিদর্শন দিয়ে দাও। বললেন, "তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন রাত তিন দিন মানুষের সাথে বাক্যলাপ করবে না, একেবারে সুস্থ থাকা সত্ত্বেও।
১১. অতঃপর (হযরত যাকারিয়া আঃ) আপন সম্প্রদায়ের নিকট মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলো। তারপর তাদেরকে (সম্প্রদায়ের লোকদেরকে) ইঙ্গিতে বললো, "সকাল-সন্ধ্যায় (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকো।
১২. (যখন ইয়াহইয়্যা (আঃ) এর বয়স প্রায় তিন বৎসর তখন আল্লাহ পাক তাকে বলেন) "হে ইয়াহইয়্যা কিতাবটা (তাওরাত) দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর।" এবং (আল্লাহ্ পাক ইয়াহইয়্যা (আঃ) এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন) আমি তাকে শৈশবেই নবুয়ত প্রদান করেছি।
১৩. এবং আমার নিকট থেকে দয়া এবং পবিত্রতা এবং সে পরিপূর্ণ খোদা ভীতিসম্পন্ন ছিল।
১৪. এবং আপন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী ছিল, উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না।"

এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর আয়াত নং ১৫ তে আল্লাহপ পাক স্বয়ং তার প্রতি সালাম পেশ করেন এভাবে

"ওয়া সালামুন আলাইহি ইয়াওমা বুলিদা ওয়া ইয়াওমা ইয়ামুতু ওয়া ইয়াওমা ইয়ুবআছু হাইয়্যা।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আর তার প্রতি সালাম (শান্তি) যে দিন জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যে দিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।"

এই আয়াতে স্পষ্টত: প্রতীয়মান আল্লাহ্ পাক তাঁর জন্মদিনে এবং মৃত্যু দিবসে সালাম পেশ করেছেন। নবীদের মৃত্যু দিবসেও তাদের প্রতি সালাম পেশ করতে হয়, ইহা আল্লাহ্ পাকের সুন্নত।

মিলাদুন্নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উদযাপনের বিরুদ্ধবাদী দল যারা এযুক্তি দেখান যে ১২ই রবিউল-আওয়াল আমাদের নবীর মৃত্যু দিবসও, কাজেই আমরা সেদিন শোক পালন করব না কি আনন্দ করব তাদের জন্য ইহা একটি উত্তম উদাহরণ যে, নবীগণের জন্মদিনে আল্লাহ্ পাকের সুন্নত অনুযায়ী যেমন সালাম পেশ করতে হয় তেমনি তাদের মৃত্যু দিবসেও সালাম পেশ করতে হবে। বরং এটা বিশ্বাস রাখতে হবে এবং কোরআন হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে নবীগণ মরেন না বরং তাঁরা জীবিত। শুধু এতটুকুই যে তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যান।

কী সুন্দর এ মিলাদ শরীফ ও সালাম পেশ। সত্যিই মনোমুগ্ধকর। আমরাও ঠিক একইভাবে আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ শরীফ তথা জন্মবৃত্তান্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করার সময় সালাম পেশ করে থাকি-

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক অন্যান্য নবীগণেরও জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন। যেমন-সূরা তোয়াহার ৩৭-৩৯ নং আয়াতে হযরত মূসা (আঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত, জন্মকালের অবস্থা, জন্মগ্রহণের পরে সিন্ধুকে করে নীলনদে ভাসিয়ে দেওয়া, ফেরআউনের গৃহে নিজ মাতৃক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়া ইত্যাদি বিষদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তদ্রুপ সূরা মরিয়ম এর ১৬-৩২ নং আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) এর মিলাদ তথা জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর মিলাদ বা জন্মবৃত্তান্ত কিভাবে আলোচনা করেছেন তা এখানে হুবহু তুলে ধরছি-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আয়াত নং ১৬ হতে ৩২ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বর্নিত হল-

১৬. (হে হাবিব) কিতাবে (পবিত্র কোরআনে) মরিয়ামকে স্মরণ করুন, যখন (সে) আপন পরিবারবর্গ হতে পূর্ব দিকে পৃথক এক স্থানে চলে গিয়েছিল।

১৭. অতঃপর সে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রুহু (ফেরেস্থা জিব্রাঈল আঃ) কে পাঠালাম। সে তার কাছে এক পূর্ণ মানবাকৃতি ধারণ পূর্বক আত্মপ্রকাশ করল।

১৮. (মরিয়াম) বলল আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর।

১৯. (ফেরেস্তা) বলল আমিতো শুধু আপনার রব এর প্রেরিত (ফেরেস্তা) আপনাকে এক পবিত্র সন্তান দান করার জন্য এসেছি।

২০. (মরিয়ম) বলল কিরূপে আমার পুত্র হবে, অথচ কোন পূরুষ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি এবং আমি অসতীও নই।

২১. ফেরেস্তা বলল এরূপই হবে। আপনার রব বলেছেন এরূপ করা আমার পক্ষে সহজ। আমি তাকে (হযরত ঈসা আঃ) মানুষের জন্য নিদর্শন ও আমার তরফ থেকে রহমত স্বরূপ করতে চাই। আর এটাতো একটি স্থিরকৃত বিষয়।

২২. তারপর সে তাঁকে গর্ভধারণ করল এবং তাঁকে নিয়ে কোন দূরবর্তী নির্জন স্থানে চলে গেল।

২৩. অবশেষে প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, হায় এর পূর্বেই যদি মরে যেতাম এবং মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যেতাম।

২৪. পরক্ষনে ফেরেস্তা তার নিম্নদিক থেকে তাকে ডেকে বলল আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার রব আপনার নিম্ন দিকে একটি ঝরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৫. আর আপনি ঐ খেজুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন তাতে আপনার কাছে টাটকা খেজুর ঝরে পড়বে।

২৬. অতপর আহার করুন, পান করুন ও চক্ষু জুড়ান (সন্তান ঈসা আঃ) কে দেখে। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে দেখেন তবে বলে দিন আমি দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোজা মানত করেছি, সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।

২৭. অতঃপর সে নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে এল। তারা বলল হে মরিয়ম তুমিতো বড় জঘন্য কাজ করে বসেছ।

২৮. হে হারুনের বোন, তোমার পিতা মন্দ লোক ছিল না। আর তোমার মাতাও অসতী ছিল না।

২৯. তারপর মরিয়ম শিশুপুত্রের প্রতি ইঙ্গিত করল। তারা বলল আমরা এমন শিশুর সাথে কিরূপে কথা বলব, সে এখনও কোলে।

৩০. শিশু বলল আমিতো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।

৩১. আর আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে।

৩২. এবং আমাকে আমার মাতার প্রতি করেছেন একান্ত অনুগত, আর তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত ও দুর্ভাগা।

আল্লাহ্ পাক কত সুন্দরভাবে হযরত ঈসা (আঃ) এর মিলাদ বা জন্মবৃত্তান্ত এখানে আলোচনা করেছেন। জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করার পর পরবর্তী আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) নিজের প্রতি তেমনিভাবে সালাম পেশ করেছেন, যেমনিভাবে আল্লাহ্ পাক হযরত ইয়াহইয়্যা (আঃ) এর উপর পেশ করেছেন। যেমন ঃ-

"ওয়া সালামুন আলাইয়ি ইয়াওমা বুলিদা ওয়া ইয়াওমা ইয়ামুতু ওয়া ইয়াওমা ইয়ুবআছু হাইয়্যা।"

-সূরা মরিয়ম, আয়াত-৩৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আমার প্রতি সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক যে দিন জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যে দিন জীবিতাবস্থায় পুরথিত হব।"

কাজেই উপরোক্ত ঘটনা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় নবীগণের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা ও আলোচনা শেষে সালাম পেশ করা আল্লাহ্ পাকের এবং নবীগণের সুন্নত। শুধু তাই নয় মৃত্যু দিবসেও নবীগণের প্রতি সালাম পেশ করতে হবে। উপরোক্ত আলোচনা হতে ইহা স্পষ্ট সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, হযরত ইয়াহইয়্যা ও হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম দিনে যদি সালামুন আলাইকা বলে সালাম পেশ করা যায় তবে আমাদের নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামিন হাবিবে খোদা হযরত রাসূল পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বেলাদত তথা মিলাদ দিবসেও আমরা তাঁর প্রতি ইয়া নবী সালামু আলাইকা বলতে পারি। ইহা আল্লাহ্ পাক ও নবী ঈসা (আঃ) এর তথা নবীগণের সুন্নত।

(খ) মিলাদ ও কেয়াম ফেরেস্তাগণের সুন্নত

মাওয়াহেবে লাদুনিয়া, মাদারেজুন নবুয়াত ও অন্যান্য গ্রন্থে বেলাদত প্রসংগে উল্লেখ আছে যে, প্রিয় নবীজি সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বেলাদতের রাত্রে হযরত আমেনা (রাঃ) এর দুয়ারে দাড়িয়ে ফেরেস্তাগণ সালাত ও সালাম পেশ করেছিলেন এবং চির শত্রু শয়তান দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পলায়নরত অবস্থায় ছিল। এ থেকে বুঝা যায় মিলাদশরীফ ফেরেস্তাগণের সুন্নত এবং এও বুঝা যায় প্রিয় নবীজির পবিত্র জন্মের সময় দাঁড়িয়ে থাকা তথা কেয়াম করা ফেরেস্তাদের কাজ এবং পালিয়ে থাকাটা হচ্ছে শয়তানের কাজ। এখন এটা জনগণের ইখতিয়ার, চাহে ফেরেস্তাদের কাজ অনুযায়ী আমল করুক অথবা শয়তানের কাজ অনুযায়ী।

অন্য এক হাদিসে হযরত কাব (রাঃ) বলেন, এমন কোন দিন উদয় হয় না- যেদিন ৭০ হাজার ফেরেস্তা নাজিল হয়ে রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রওজা মোবারক বেষ্টন করে তাদের নূরের পাখা বিস্তার করে সন্ধ্যা পর্যন্ত নবীজির উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করে না। অতঃপর যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে তখন তারা আকাশে আরোহন করে এবং সম সংখ্যক ফেরেস্তা অবতরণ করে তাঁদের মতই দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরূপ চলতেই থাকবে। আবার কেয়ামতের দিন যখন জমিন বিদীর্ণ হয়ে যাবে তখন তিনি ৭০ হাজার ফেরেস্তা দ্বারা বেষ্টিত হয়ে প্রেমাস্পদের রূপ ধারণ করে আসল প্রেমিকের সাথে শীঘ্র মিলিত হবেন।

(দারমী ও মিশকাত- বাবুল কারামাত হাশিয়াসহ)।

দেখা যায় ফেরেস্তাগণ কেয়ামের সাথে নবীজী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন প্রতিদিন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা চলতে থাকবে।

(গ) মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন নবীগণের সুন্নত

হযরত আদম (আঃ) এর যুগে মিলাদ

হযরত আদম (আঃ) প্রিয় পুত্র ও প্রতিনিধি তথা পরবর্তী নবী হযরত শীষ (আঃ) কে নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর তাজীম করার জন্য নিম্নোক্ত ওসিয়ত করে গেছেন-

"হে প্রিয় বৎস! আমার পরে তুমি আমার খলিফা। সুতরাং এই খেলাফতকে তাকওয়ার তাজ ও দৃঢ় একিনের দ্বারা মজবুত করে ধরে রেখ। আর যখনই আল্লাহর নাম জিকির করবে তার সাথেই মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নামও উল্লেখ করবে। তাঁর কারণ এই, আমি রূহ ও মাটির মধ্যবর্তী থাকা অবস্থায়ই তাঁর পবিত্র নাম আরশ এর পায়ায় লিখিত ছিল। এরপর আমি সমস্ত আকাশ ভ্রমণ করেছি। বেহেস্তের এমন কোন প্রাসাদ ও কামরা পাইনি যেখানে তাঁর নাম লেখা ছিল না।

আমি তাঁর নাম আরও লিখিত দেখেছি সমস্ত হুরদের স্কন্দ দেশে। বেহেস্তের সমস্ত বৃক্ষের পাতায়, বিশেষ করে তুবা বৃক্ষের পাতায় পাতায় ও ছিদরাতুল মুন্তাহা বৃক্ষের পাতায় পাতায়, পর্দার কিনারায় ও ফেরেস্তাদের চোখের মণিতে ঐ নাম অঙ্কিত দেখেছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং হে শীষ! তুমি এই নাম বেশী বেশী করে জপতে থাক। কেননা, ফেরেস্তাগণ পূর্ব হতেই ঐ নাম জপনে মশগুল রয়েছে।

-জুরকানী

উল্লেখ্য যে, সর্বপ্রথম দুনিয়াতে ইহাই জিকরে মিলাদুন্নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মিলাদ পাঠ ও কেয়াম

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঃ) সহ কাবা গৃহ পুনঃনির্মানকালে তাঁদের উক্ত নির্মাণ কাজ কবুল হওয়ার জন্য এবং স্বীয় বংশে আখেরী নবী তথা হযরত মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম– এর যেন শুভ আগমন হয় তার জন্য মাকামে ইব্রাহিমে যে পাথর আছে সে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে (অর্থাৎ কেয়াম করে) যে দোয়া করেছিলেন তা পবিত্র কোরআন পাকে সূরা বাকারায় ১২৯ নং আয়াতে এভাবে উল্লেখ আছে-

"হে আমার রব তুমি এই আরব ভূমিতে আমার ইসমাইলের বংশের মধ্যে তাদের মধ্য হতেই সেই মহান রাসূলকে প্রেরণ কর- যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কোরআন, সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদেরকে পবিত্র করবেন।"

–সূরা বাকারা, আয়াত-১২৯।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত হতে বুঝা যায় প্রিয় নবাজী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আর্বিভাবের বহু পূর্বে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) কে সঙ্গে নিয়ে তার আবির্ভাব, তার সারা জীবনের কর্মচাঞ্চল্য ও মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধতার ক্ষমতা বর্ণনা করেছেন তথা হুজুর পাকের মিলাদ পাঠ করেছেন। এই মিলাদ মাকামে ইব্রাহিমে যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নাই এবং তারই নিদর্শন স্বরূপ প্রিয় নবীজির বরকতে সেই পাথরে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সম্পূর্ণ পায়ের ছাপ অঙ্কিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক তাঁর এই দোয়া কবুল ও মঞ্জুর করেন এবং তাঁর প্রিয় হাবিব-এর আগমনী বার্তার স্মৃতিস্বরূপ সেই পাথরখানা সংরক্ষণ করার জন্য হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে নির্দেশ দেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুধু তাই নয় প্রিয় নবীজির মিলাদ ও কেয়ামকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং এর শুকরিয়া আদায় কল্পে পরবর্তী উম্মতগণকে কাবা শরীফ তাওয়াফ করার পর এখানে সেই স্মৃতি বহ পাথরকে সামনে রেখে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা ওয়াজিব করে দেন, যা না পড়লে তাওয়াফ কবুল হবে না।

ইহা শুধু হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দ্বারা হুজুর পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মিলাদকে চির জাগরুক করে রাখার নিমিত্তে। এরই স্মরণে প্রিয় নবীজি সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। প্রায়ই বলতেন, "আমি হযরত ইব্রাহিম এর দোয়ার ফসল।"

সুতরাং আমাদের মিলাদ পাঠ ও কেয়াম করা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সুন্নত।

-বেদায়া ওয়ান নেহায়অ-২য় খন্ড

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর প্রতি যখন তাঁর স্ত্রী বিবি হাজেরাকে ফিলিস্তিন থেকে অন্যত্র নেয়ার হুকুম হল, তখন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) স্ত্রী পুত্রসহ (আল্লাহ্ প্রেরিত সওয়ারী বোরাকে চড়লেন। যখনই কোন মনোরম ও উপযোগী স্থান অতিক্রম করতেন, তখনই হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বলতেন, হে জিব্রাইল (আঃ) এখানে অবতরণ কর। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলতেন, এখানে নয়। এভাবে চলতে চলতে মক্কায় গিয়ে উপনীত হলেন।

তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, হে ইব্রাহিম (আঃ) এখানে অবতরণ করুন। নবী হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বললেন, এটা কোন স্থান যেখানে নেই কোন দুধ এবং ফসলাদী। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ বটে। এখানে আপনার ভবিষ্যৎ বংশধর থেকে সেই নবী আত্মপ্রকাশ করবেন যাঁর মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারা অর্থাৎ ওহী প্রেরনের ধারা শেষ হয়ে পূর্ণতা লাভ করবে।

– ইবনে সা'আদ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত দাউদ (আঃ) এর মিলাদ পাঠ-

বেহাকী কিতাবে ওয়াহাব বিন আতবা হতে বর্ণিত আছে-
যবুর শরীফ যা হযরত দাউদ (আঃ) এর প্রতি প্রেরিত গ্রন্থ, তাতে আল্লাহ পাক ওহী নাযিলকরে হযরত দাউদ (আঃ) কে বলেন, "হে দাউদ, অতি শিঘ্র তোমার পরে একজন নবী আসিবেন,
যার নাম হবে আহ্মদ ও মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। আমি তাঁর উম্মতগণকে যে সব নফল ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছি, তা কেবল পূর্ববর্তী নবীগণের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।
এতে বুঝা যায়, যবুর শরীফেও মিলাদুন্নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উল্লেখ আছে।

হযরত মূসা (আঃ) এর দ্বারা মিলাদুন্নবী পাঠ-

আল্লামা আবু নঈম-এর "হিলিয়াতুল আওলিয়া" নামক কিতাবে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তাওরাত কিতাবে হযরত মূসা (আঃ) এর উপর আল্লাহ্ পাকের ওহী নাযিল হল, "যারা আহমদকে মানবে না তাহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করিলেন - আহমদ কে? তখন ইরশাদ হল, -তাঁহার চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কাহাকেও সৃষ্টি করি নাই। আমি তাঁহার নাম আমার নামের সঙ্গে সংযুক্ত করেছি। তাঁহার উম্মতগণ বেহেস্তে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্য কাহাকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। তখন হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন-

হে আল্লাহ্ আমাকে ঐ উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে দাখিল কর।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্নিত। তিনি হযরত কাব ইবনুল আহবার (রাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাওরাত কিতাবে রাসূলুল্লাহ্ এর গুনাবলী ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে কি কি পেয়েছ? তিনি উত্তরে বললেন, আমি একথা পেয়েছি যে তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। তিরি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করবেন এবং মদীনা তাইয়্যেবায় হিজরত করবেন। তাঁর সাম্রাজ্য হবে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সিরিয়া (শাম) পর্যন্ত। তিনি অশ্লীল ভাষায় কথা কলবেন না এবং বাজারে গিয়ে উচ্চস্বরে হৈ চৈ করবেন না। তিনি খারাপ কাজের প্রতিশোধ খারাপ কর্ম বা কথা দ্বারা নিবেন না। তিনি মানুষের অপরাধ ক্ষমা ও মার্জন করবেন।

-দারেমী, ইবনে সা'আদ, ইবনে আসাকির।

উপরোক্ত ঘটনাদ্বয় দ্বারা হযরত মূসা (আঃ) এর মিলাদুন্নবী উৎযাপন স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) এর মিলাদ পাঠ-

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর উম্মত বনি ইসরাইলকে নিয়ে নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ শরীফ পাঠ করেছেন। উম্মতের নিকট তিনি শেষ যামানার নবীর নাম, সানা-সিফত এবং তাঁর আগমন বার্তা বর্ণনা করেছেন। যার উল্লেখ পবিত্র কোরআন পাকে এভাবে আছে-

"হে আমার প্রিয় রসূল, আপনি স্মরণ করুন ঐ মায়ের কথা, যখন মরিয়ম এর পুত্র ঈসা বলেছিলেন, হে বনি ইসরাইল আমি তোমাদের নিকট নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি- এমন এক মহান রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি- যিনি আমার পরেই আগমন করবেন এবং তাঁর নাম হবে আহমদ (সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

-সূরা আছ্ সাফ, আয়াত-৬

ইবনে কাছির আল বেদায়া ওয়ান নেয়াহা গ্রন্থের ২য় খন্ডে ২৬১ পৃষ্ঠার উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

হযরত ঈসা (আঃ) দন্ডায়মান (কেয়াম) অবস্থায় তার উম্মত হাওয়ারীদেরকে (বনি ইসরাইল) নবীজির আগমনের সুসংবাদ দিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন।"

শুধুই তাহাই নহে, হাকিম নামক কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে হযরত রাসূল পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্ তায়ালা নবী হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর এই মর্মে ওহী পাঠালেন যে, তুমি মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আন। আর তোমার উম্মতের মাঝে যারা তাঁকে পাবে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দাও, যেন তারাও তাঁর প্রতি ঈমান আনে। মুহাম্মদ না হলে আমি আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করতাম না। সৃষ্টি করতাম না জান্নাত ও জাহান্নাম। আমি পানির উপর আমার আরশ সৃষ্টি করায় আমার আরশ কাঁপতে থাকে। অতঃপর যখন আরশ এর উপর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" লেখা হল, তখন তার কম্পন বন্ধ হল। হাকেম এ হাদিসটি বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন।

কাজেই মিলাদ ও কেয়াম পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণের সুন্নত। মিলাদ ও কেয়াম নবীগণের সুন্নত হবে নাই বা কেন? কেননা প্রত্যেক নবী "রোজে আজলে" আল্লাহ পাকের নিকট ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ জামানায় তাঁদের উম্মতদের কাছে আখেরী নবীর আগমন বার্তা ও তাঁর সানা-সিফত ও শান মান বংশ পরিচয় ইত্যাদি বর্ণনা করবেন, যাতে দুনিয়ার সমগ্র মানবজাতি আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সবাই জানতে পারে আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হাবিব হযরত রাসূলে পাক (সঃ) কে ছিলেন ও তার শান মান কি? রাসূল পাকের শান-মান সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেছেন-

"হে নবী আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি এই মাখলুক (বিশ্ব ভ্রামান্ত) সৃষ্টি করতাম না।" অর্থাৎ এই বিশ্ব ভ্রমান্ত সৃষ্টির মূল কারণই হল আমাদের নবীজির শুভাগমন।

-হাদিসে কুদসী।

আর পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণ নিজ নিজ যমানায় নিজ নিজ উম্মতের নিকট আখেরী নবী হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সানা সিফত পুংখানু পুংখ ভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন বলেই তারা তাঁকে এমন নিখুত ভাবে চিনত বা জানত যেমন নিজের সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতা চিনে। ইহারই সত্যায়ন পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ্ পাক সূরা বাকারার ১৪৬ নং আয়াতে করেছেন। যেমন–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে (নবীকে) সেইরূপ চিনে যেরূপ তারা তাদের নিজেদের সন্তানগণকে (সন্দেহাতীত ভাবে) চিনে। এবং তাদের একদল জেনেশুনে সত্য গোপন করে থাকে।

–সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৬।

উপরোক্ত আলোচনা হতে ইহা স্পষ্ট যে পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণই আখেরী নবী হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ বা জন্মবৃত্তান্ত তাদের নিজ নিজ উম্মতের নিকট করে গেছেন।

(ঘ) সাহাবাদের দ্বারা মিলাদুন্নবী মাহফিলের প্রমাণ

হুজুর পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতিতে সাহাবা কেরাম মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করেছেন। এ সম্বন্ধে প্রচুর হাদিস উল্লেখ আছে, তম্মধ্যে নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল–

স্বপ্রনোদিত হয়ে সাহাবাগণ কর্তৃক মিলাদুন্নবী উৎযাপন

১। আল্লামা জালালুদ্দিন সিউতি (রঃ) সাবালাল হুদা ফি মাওলুদে মোস্তফা নামক কিতাবে এবং শাইখ আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে কালবী রচিত " কিতাব আল-তানবীর ফি মওলুদ আল বসিব ওয়ান নাজির" গ্রন্থে এবং আব্দুল হক এলাহাবাদী রচিত "দোররে মোনাজ্জাম" গ্রন্থে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্নিত আছে-

তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাথে মদিনায় হযরত আবু আমের আনসারীর গৃহে গমন করে দেখি, তিনি তার সন্তানাদি ও আত্মীয়স্বজনকে নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলেছেন আজই সেই দিন। এতদ্দর্শনে নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমার উপর রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহর ফেরেস্তাগণও তোমাদের সকলের জন্য মাগফেরাত কামনা করছেন। যারা তোমাদের ন্যায় এরূপ কাজ করবে তারাও তোমাদের মত নাজাত বা পরিত্রান পাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২। আল্লামা আবুল কাছিম মোহাম্মদ ইবনে ওসমান (রাঃ) রচিত "আদ্-দার আল মুনাজ্জাম" কিতাবে এবং ইবনে দাহইয়ার (রাঃ) ৬০৪ খিঃ) রচিত আত্-তানভীর গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লা ইবনে আব্বান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে–

তিনি বলেন একদিন তিনি কিছু লোক নিয়ে নিজ গৃহে নবীজি সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে আনন্দ উৎসব করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী আলোচনায় দরুদ ও সালাম পেশ করছিলেন। এমন সময় নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তথায় উপস্থিত হয়ে এ অবস্থা দেখে বললেন " তোমাদের জন্য আমার সাফায়াত ওয়াজিব হয়ে রইল।"

উপরোক্ত হাদিস দু'খানি হতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে সাহাবায়ে কেরামগণও রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাঁর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করতেন এবং ইহাকে,

(১) আল্লাহ্ পাকের রহমত
(২) রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাফায়াত ও
(৩) ফেরেস্তাগণের মাগফেরাত তথা দোয়া লাভের এক বিশেষ উপকরণ স্বরূপ মনে করতেন।

কাজেই মিলাদ শরীফের মজলিশ আয়োজন সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে প্রতিষ্ঠিত তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।

সাহাবীগণ কতৃক রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি নিয়ে তাঁর সামনে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত কবিতার ছন্দে বর্ণনা করেছেন তার কিছু বিবরণ-

নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি হাদিস হতে আমরা দেখিতে পাই, রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কবিতার ছন্দে জন্ম বৃত্তান্ত, প্রশংসা গীতি শুনে খুবই আনন্দিত হতেন এবং এ জন্য প্রসংশাকারীকে বিশেষভাবে দোয়া করতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১। হযরত খুরাইম ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন হিজরত করে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন তিনি তাবুক যুদ্ধ শেষকরে ফিরে আসছিলেন মাত্র। তখন আমি হযরত আব্বাস (রাঃ) কে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কাছে আবেদন করতে শুনলাম যে, আমার মন চায় আপনার প্রশংসায় কিছু কবিতা ছন্দাকারে আবৃত করি।

তখন রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন,আচ্ছা বল, আল্লাহ তায়ালা তোমার মুখকে সর্বপ্রকার আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করুন। তখন তিনি এ কবিতাটি ছন্দাকারে আবৃত করেন-

জন্মের পূর্বে তুমি ছিলে পবিত্র জান্নাতে
সবুজ তরু লতার ছায়ায়,
আসেনি যখন দুনিয়ায় আদম
করেনি আবরু রক্ষা তরুর পাতায়।
যখন আসলে তুমি এ ধুলির ধরায়
তখন ছিলেনা তুমি মানবীয় রূপ কায়ায়।
না ছিলে তখন তুমি মাংস পিণ্ড রূপে
না ছিলে তুমি রক্ত ধারায়।
নূহের পৃষ্টে সওয়ার হয়ে
উঠলেন নবী নূহের নৌকায়।
ধ্বংস হল সব প্রতিমাকুল
আর হল নসর দেবতায়।
ডুবিয়া মরিল কাফের কূল
বাঁচিল মুমিন তোমার অছিলায়।
হাজার হাজার বছর বহিয়া যায়
দিবাচক্রবালের গতি ধারায়
তুমি আবর্তে ঘুরিতে রহিলে
মানবের পৃষ্ঠদেশ ও গর্ভাশয়ে।
তোমার আগমন সুবহি সাদিকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ মায়া কাননের বসুন্ধরায়।
আলোকময় হল আকাশ ও ধরণি
তোমার নূরের আলোক আভায়
তোমার মহত্বের উজ্জ্বলতায় হল ম্লান
সব কৌলিণ্যের পরাজয়।
তোমার নূরের আলোতে আছি মোরা
হেদায়েতের পথে চলছি তোমার ছায়ায়।
করছি বিজয় দেশ দেশান্তর
তোমার নূরের আলোক আভায়
ইবরাহীমকে ফেলিল যখন আনল কুণ্ডলে
পৃষ্ঠদেশে ছিলে তার আল্লাহর করুণায়
কেমনে জ্বালাতে পারে কাফেরকুল তাকে
তুমি যখন তার মধ্যে আছ আল্লাহর দয়ায়।

(হাকেম, তিবরানী, শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াহ, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)- এর খাসয়েসুল কুবরা গ্রন্থেও এরূপ বর্ণনা বিদ্যমান।)

হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজ জন্ম বৃত্তান্ত ও প্রশংসা বর্ণনা করার জন্য সাহাবীদেরকে নির্দেশ প্রদান সম্বলিত হাদীসসমূহ-

২। শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা যুরকানী (রহঃ) লিখেন, মহানবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কাফেরদের তাঁর নামে দুর্নাম বর্ণনার জবাবে সাহাবী হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাঃ) কে কাব্যগাঁথা বর্ণনা করতে নির্দেশ দেন। তখন তিনি দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত কাসীদাহ ও কবিতাটি ছন্দাকারে আবৃত করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নেতৃত্ব কর্তৃত্ব সুন্দর চরিত্র ছাড়া
মহত্ত্ব ও সম্মান হয় না লাভ।
আরো দরকার দান দক্ষিণা ও বদান্যতা
রাজকীয় প্রভুত্ব আর কর্মের বিশালতায়।
সাহায্য করেছি, আশ্রয় দিয়েছি
মোরা বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফায়।
পরোয়া করিনি,দাঁড়িয়ে আছে
সাআদ কবিলা এক পায়।
নবী মুহাম্মদ বলেন, জন্মেছি আমি
কুরাইশের মহান শাখায়
জন্মেছি আমি হাশেমী গোত্রের
সর্বোৎকৃষ্ট ডালায়।
হে মানবকুল করো না তোমরা
গর্ব অহংকার
মহৎ লোকের স্মরণ কালে গর্ব করা
ডেকে আনে ঘোর অন্ধকার।

–(শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থ)

৩। হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ) মিম্বরে দাড়িয়ে প্রিয় নবীজি (সঃ) এর উপস্থিতিতে কবিতার মাধ্যমে মিলাদুন্নবী (সঃ) পাঠ করেছেন। দীর্ঘ কবিতার একাংশ উদ্ধৃত করা হল-

ইয় রাসুলুল্লাহ্ সব দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত হয়েই আপনি করেছেন জন্মগ্রহণ,
মনে হয় আপনার এ সুরত আপনারই ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে।
আল্লাহ্ আযানে নিজের নামের সাথে প্রিয় নবীর নাম সংযুক্ত করেছেন,
এর প্রমাণ যখন মুয়াজ্জিন পাঞ্জেগানা নামাজের জন্য,
আশহাদুআন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে আযান দেয়।
আল্লাহ্ তাঁর নিজের নামের অংশ দিয়ে নবীজির নাম রেখেছেন
তাঁকে অধিক মর্যাদাশীল করার জন্য।
এর প্রমাণ আরশের অধিপতির নাম হল "মাহমুদ"
আর আপনার নাম হল "মুহাম্মদ"।

-দিওয়ানে হাস্‌সান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত হাস্‌সান (রাঃ) এর মিলাদ পাঠ শুনে নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন "হে আল্লাহ্ তুমি হাস্‌সানকে "রুহুল কুদ্দুস" অর্থাৎ হযরত জিব্রাইল (আঃ) মারফত সাহায্য কর।"

তাফসিরে খাজাইনুল ইরফানে উল্লেখ আছে, যারা নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসাগীতি রচনা করেন তাদের পিছনে জিব্রাইল (আঃ) এর গায়েবী মদদ থাকে।

৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলাম ও রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নামে কাফেরদের দুর্নাম রটানোর জবাব দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে হযরত হাস্‌সান (রাঃ)- এর জন্য একটি মিম্বর রাখলেন। সে ঐ মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পক্ষে গীত বর্ণনা করতেন অথবা কাফেরদের মিথ্যা দুর্নাম রটানোর জবাব দিতেন। রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন, হাস্‌সান যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে কাফেরদের মিথ্যাচার ও দুর্নাম রটানোর জবাব দিতে থাকে অথবা ইসলামের গৌরব বর্ণনা করতে থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তা হযরত জিব্রাইল (আঃ) দ্বারা তাকে সাহায্য করতে থাকেন।

-(বুখারী)

রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকাদের কবিতা ছন্দে তার প্রশংসা সম্বলিত হাদীসসমুহ-

৫। আল্লামা যুকারনী (রহঃ) শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে লেখেন, রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন তাঁর আগমনী বার্তা শুনে মদীনার নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ, বনিতা সকলে উল্লসিত হয়ে উঠল। তারা শহর থেকে বের হয়ে হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন পথে জমায়েত হল। যেমন লোকেরা রাজা-বাদশাহ ও নেতৃবর্গের অভ্যর্থনার জন্য জামায়েত হয়। হযরত নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দীর্ঘদিন মদীনায় বাইরে থাকার পর মদীনার আসছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুনাফিকরা তাঁকে দুঃখ কষ্ট দেয়ার খবরও মদীনাবাসীর কাছে আগে পৌছিয়েছিল। তাই হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনের বার্তা পেয়ে নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকারা প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সতস্ফূর্তভাবে তাঁর আগমন পথে সমবেত হয়। পর্দানশীল মহিলারা তাদের প্রকোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে এক নজর আল্লাহর হাবিবকে দেখার জন্য হয় পাগলপারা। তখন সকল নারী-পুরুষের কণ্ঠে সতস্ফূর্তভাবে ঝংকারিত হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল এ ছন্দ মালার কাসিদা দ্বারা।

পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয়েছে
সানিয়াতুল বিদার পূর্বাচলে।
আল্লাহর পথে ডাকছেন তিনি
তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকলে।
মোদের কাছে প্রেরিত হয়ে এনেছেন আল্লাহর বিধান
পালন করার জন্য মানব সকলে। (সংক্ষেপে)

-শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, আল্লামা যুরকানী (রঃ)

ঠিক একই ভাবে রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা হতে হিজরত করে মদিনা তশরিফ রাখেন তখন মদিনার আবাল, বৃদ্ধ-বনিতা উপরে বর্ণিত একই কাছিদা গেয়ে নৃত্য করে রাসূল পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে খোশ আমদেদ জানান। এসব কাজে তিনি না কোন আপত্তি জানিয়েছে না কোন রাগ প্রকাশ করেছেন বরং তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বসে বসে চরকায় সুতা কাটছিলাম। আর রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জুতা সেলাই করছিলেন। তখন আমি দেখলাম যে, তাঁর ললাট ঘর্মাক্ত হয়েছে এবং তা থেকে নূর সৃষ্টি হয়ে ঝলমল করছে। এ অবস্থা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে হতভম্ব অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, (হে আয়েশা!) হতভম্ব হয়ে পড়েছ কেন? আমি বললাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনার ললাট ঘর্মাক্ত হয়েছে এবং তা থেকে নূর চমকাচ্ছে। এ অবস্থায় যদি আপনাকে কবি আবু কাবীর হাযালী দেখতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি বুঝতেন যে, আপনি হচ্ছেন তার কবিতার মুর্ত্তিমান প্রতীক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তার কবিতায় ঝংকারিত হয়েছে এ ছন্দমালা ঃ

তুমি মুক্ত পবিত্র সর্ব প্রকার
অপবিত্রতা ও দূষণ থেকে।
মুক্ত তুমি দুগ্ধদান কারিনীর সাথে
মিলনের ধৃষ্টতা ও ব্যাধি থেকে।
আমি যখন তাকাই তার ললাট ভূমে
মনে হয় যেন উজ্জ্বল চন্দ্র হাসছে নীলিমার কোলে।

কবিতার এ পংক্তিগুলো শোনার সাথে সাথে হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের কাজ রেখে দিলেন। আর আমার কাছে এসে আমার ললাট চুম্বন দিয়ে আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমাকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দ্বারা ধন্য করুন। আমার মনে পড়ে না যে, আজকের মত আমি কখনো আনন্দিত হয়েছি।

(ইবনে আসাকির, আবু নাঈম ও দায়ালমী এ হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইসমাইল বুখারী থেকে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেণ।)

উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহ হতে দেখা যায় কেহ যদি রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বংশ ও জন্ম বৃত্তান্ত ও প্রশংসা ছন্দাকারে কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তবে তিনি খুবই খুশি এবং আনন্দিত হন। তিনি যে বিষয়ে আনন্দ পান তাই আমাদের বিশেষভাবে পালন করা বাঞ্চনীয় এতে বিরোদ্ধবাদীরা যতই আপত্তি উত্থাপন করুক না কেন। মিলাদ শরীফ আয়োজনে যে উনি খুবই খুশী হন তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বিদেশ সফর হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় যদি বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সমবেতভাবে প্রশংসা গীত গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে পারেন তবে আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর এ দুনিয়ার বুকে আগমনে আমাদের জন্য আরও অনেক বেশী আনন্দ উৎসব উৎযাপন করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, তাঁর দুনিয়াতে আগমন আমাদের জন্য রহমত ও মুক্তির একমাত্র উছিলা।

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই সাহাবীগণ কতৃক প্রিয় নবীজি সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্মবৃত্তান্ত সম্বলিত এত অসংখ্য হাদিস বিভিন্ন গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে তার কোন ইয়ত্তা নেই। সমস্ত হাদিস সমূহ এখানে সংকলিত করা সম্ভব নয়। শুধু কিছু কিছু হাদিস এখানে উল্লেখ করা হল যাতে পাঠকবৃন্দ মিলাদুন্নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উদযাপন, ইহার ফজিলত ও বরকত সমন্ধে সম্যক ধারণা পেতে পারেন। এর জন্য বেশী উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেই নিজের মিলাদ পাঠ ও কেয়াম করেছেন।

রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে নিজের সৃজন ও জন্ম ইতিহাস আলোচনা করেছেন। যা বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন সাহাবীগণ কতৃক বিবৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রচুর হাদিস আছে। যারা বলেন, রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজের মিলাদ বা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করেন নি তারা ভ্রান্ত ধারনায় আছেন। সেই সমস্ত হাদিস সমূহের কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল। যা থেকে পাঠকবৃন্দ রাসূল পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কতৃক নিজের মিলাদ পাঠের সম্যক ধারণা নিতে পারবেন-

১। সাহাবী এবং সাহাবীর পুত্র হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন. আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত, আপনি বলুন সর্বাগ্রে কোন বস্তুটি আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন?

রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, হে জাবির! আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন নিজের নূর হতে। অতঃপর এ নূর আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুযায়ী চলতে থাকে। তখন লাওহ্, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতা, আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, জিন ও মানুষ কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ পাক সৃষ্টিকূল সৃষ্টির ইচ্ছা করলে আমার নূরকে চারি অংশ বিভক্ত করলেন।

(১) প্রথম অংশ দ্বারা কলম, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা লাওহে মাহফুজ এবং তৃতীয় অংশ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করলেন।
(২) অতঃপর চতুর্থ অংশকে পুনরায় চারি অংশে ভাগ করেন। এর প্রথম অংশ দ্বারা আরশ বহনকারী ফেরেস্তাদেরকে দ্বিতীয় অংশ দ্বারা কুরশী এবং তৃতীয় অংশ দ্বারা অবশিষ্ট ফেরেস্তাদেরকে সুষ্টি করলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩) অতঃপর চতুর্থ অংশটিকে পুনরায় চার ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথম অংশ দ্বারা আকাশ মন্ডলী, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা ভূমন্ডল, তৃতীয় অংশ দ্বারা জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন।

(৪) অতঃপর চতুর্থ অংশটিকে পুনরায় চার ভাগে ভাগ করলেন। এর প্রথম অংশ দ্বারা মুমিনের চোখের নূর, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা মুমিনের কলব এর নূর সৃষ্টি করলেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের মারেফাত। আর তৃতীয় অংশ দ্বারা মুমিনের জবানের নূর সৃষ্টি করলেন আর সেই নূরই হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

মসনদে আব্দর রাজ্জাক,মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া-খন্ড-১, পৃঃ ৯,
যুরকানী-খন্ড-১ পৃঃ ৪৬, সীরাতে হালবিয়াহ্ -খন্ড-১, পৃঃ-৩০

৫। অতঃপর চতুর্থভাগকে আবার চারভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা সূর্য, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা চন্দ্র এবং তৃতীয় ভাগ দ্বারা নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করলেন।

৬। চতুর্থভাগকে উচ্চাশার মাকামে বার হাজার বছর স্থিতিশীল রেখেছেন। অতঃপর তাকে চারভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা বিবেক, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা জ্ঞান ও গাম্ভীর্য এবং তৃতীয়ভাগ দ্বারা চারিত্রিক পবিত্রতা ও সামর্থ সৃষ্টি করলেন।

৭। চতুর্থভাগকে লজ্জাশীলতার মাকামে বার হাজার বছর স্থিতিশীল রেখেছেন। অতঃপর তার প্রতি এমন এক দৃষ্টিদান করলেন যে, ঐ নূর থেকে একলক্ষ চব্বিশ হাজার বিন্দু ঝরে পড়ল। আল্লাহ্ তায়া'লা প্রত্যেক বিন্দু থেকে নবী ও রাসূল সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আম্বিয়ায়ে কেরামের রূহসমূহ শ্বাস ফেলল তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের শ্বাস হতে কিয়ামত পর্যন্ত সৃজিতব্য সৎকর্মপরায়ন, শহীদ ও আনুগত্যশীল মোমিনদের আত্মার নূর সৃষ্টি করলেন।

হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আরশ ও কুদসী আমার নূর হতে সৃজিত। মর্যাদাবান ও আত্মাজগতের ফেরেস্তাগণ আমার নূর হতে সৃজিত। সপ্ত আসমানের ফেরেশতাগণ আমার নূর হতে সৃজিত। জান্নাত ও তার সমুদয় নেয়ামত আমার নূর হতে সৃজিত। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র আমার নূর হতে সৃজিত। বিবেক, জ্ঞান ও সামর্থ আমার নূর হতে সৃজিত। শহীদ, খোশ নসীব ও সৎকর্মপরায়নগণ আমার নূরী বাচ্চাগণ হতে সৃজিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনন্তর আল্লাহ তায়ালা বারখানা পর্দা সৃষ্টি করলেন এবং নূরের চতুর্থভাগকে প্রত্যেক পর্দায় এক হাজার বছর করে স্থিতিশীল রেখেছেন। তা হল বন্দেগীর মাকামসমূহ উদারতা, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য, দয়া, সহানুভূতি, জ্ঞান, ভদ্রতা, গাম্ভীর্য, স্থিতিশীলতা, ধৈর্য, সততা ও বিশ্বাসের পর্দাসমূহ।

অতঃপর ঐ নূর প্রত্যেক পর্দায় এক হাজার বছর করে ইবাদত করেছে। অনন্তর যখন ঐ নূর পর্দাসমূহ থেকে বের হল তখন আল্লাহ্ তাকে পৃথিবীতে স্থাপন করলেন। তখন সেটা উদয়াচল ও অস্তাচলের মধ্যে এভাবে দীপ্তি ছড়াতে থাকে যেমন অন্ধকার রাতে উজ্জ্বল প্রদীপ।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) কে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন এবং ঐ নূরকে তাঁর ললাটে স্থাপন করলেন। তারপর ঐ নূর তার নিকট থেকে স্থানান্তর হয়ে তার পুত্র শীস (আঃ) এর নিকট চলে আসে। এভাবে পবিত্র ব্যক্তি হতে পবিত্র ব্যক্তির নিকট, উত্তম ব্যক্তি হতে উত্তম ব্যক্তির নিকট স্থানান্তর হতে থাকে ঐ নূর। অবশেষে তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পৃষ্ঠদেশে এল। (হুজুর ফরমায়েছেন) অতঃপর আল্লাহ আমাকে পৃথিবীতে বের করলেন এবং আমাকে সায়্যিদুল মুরসালীন (নবীদের সরদার) খাতামুননাবিয়্যীন (শেষ নবী) রাহমাতুল লিল্ আলামিন (জগতসমূহের রহমত) ও কায়েদুল গুররিল মুহাজ্জুলীন (ধব ধবে সাদা ললাট ও শুভ্র হাত-পা বিশিষ্টদের দিশারী) করেছেন। হে জাবির! এ হল তোমার নবীর নূরের সূচনা।

আদ্দুরারুল বাহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৪।

ইমাম কুসতুলানী ও আল্লামা যুরকানী (রহ.) এই হাদীসকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শায়খুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ নববী আশশাফেয়ী তাঁর আদদুরারুল বাহিয়্যাহ ফি শরহে খাসায়িসিন নবভীয়্যাহ গ্রন্থে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন যুগ বরেণ্য ইমাম হযরত আবদুর রাজ্জাক (রহ.), যিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত সুবিখ্যাত ইমামের উস্তাদ, ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ। আহমদ ইবনে সালেহ মিশরী বলেনঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে আবদুর রাজ্জাক অপেক্ষা উত্তম কাউকে দেখেছেন কি? তিনি বললেন, না।

(তাহযীবুত তাহযীব খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১১)।

মওলবী আশরাফ আলী থানভী তার "নাশরুত ত্বীব" গ্রন্থে এই হাদিস লিপিবদ্ধ করার পর বলেন, এই হাদিস দ্বারা নূরে মোহাম্মদীই সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রথম সৃষ্টি হওয়া প্রকৃত প্রথমের দৃষ্টি কোন থেকে প্রমানিত হয়েছে।

কেননা যে সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে রেওয়ায়েত সমূহে প্রথমে সৃষ্টি হওয়ার কথা এসেছে, সেগুলো নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পরে সৃজিত হওয়ার কথা এই হাদিসে পরিষ্কার বলা হয়েছে।

-নাশরুত ত্বীব, পৃষ্ঠা-৭

৪। যুরকানী আলাল মাওয়াহিব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ্ পাক যখন হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁকে "ইলহাম" (আল্লাহর পক্ষ হতে অন্তঃনিক্ষিপ্ত নির্দেশ বা বার্তা) করলেন, তখন তিনি আরজ করলেন, হে প্রতিপালক, তুমি আমার উপনাম আবু মোহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কেন রেখেছ? তখন আল্লাহ্ পাক ফরমালেন, হে আদম, তোমার মাথা উত্তোলন কর। তিনি মাথা উত্তোলন করলেন তখন আরশের পায়ার মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নূর দেখতে পেলেন। আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক, এটা কিসের নূর?

এরশাদ হল-এই নূর তোমার সন্তানদের মধ্যে সেই নবীর যার নাম আকাশ মন্ডলীতে আহমদ এবং পৃথিবীতে মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। যদি এই নূর না হত তা হলে আমি না তোমাকে সৃষ্টি করতাম না আসমান যমীনকে।

-যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃঃ-৪৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫। হযরত আলী কারামুল্লাহ ওয়াজহু হতে বর্ণিত । হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের সামনে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে একটি নূর রূপে ছিলাম।

-যুরকানী আলাল মাওয়াহিব-খন্ড-১, পৃঃ ৪৯,
আহকামে আবু কাতান।

৬। হযরত আবু হোরাইরা (রা) বলেন- হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন- আমি সৃষ্টির দিক থেকে সমস্ত নবীদের প্রথম এবং পৃথিবীতে আগমনের দিক থেকে (তাদের মধ্যে) সর্বশেষ।

-ইবনে আবি হাতেম, দালায়িলুন নবুওয়াত,
খাসায়েসে কোবরা, খন্ড-১, পৃঃ-৩

উপরোক্ত হাদিসসমূহ হতে ইহা স্পষ্ট হুজুর পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সত্তা আল্লাহ্ পাকের নূর হতে সৃষ্ট এবং হুজুর পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হলেন দুজাহান সৃষ্টির মূল। তিনি না হলে কিছুই সৃষ্টি হত না। তবে মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে তার প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন বাশারিয়তের চাদরে ঢাকা নূর। যার ফলে তাঁর কোন ছায়া ছিল না। যার সমর্থন পবিত্র কোরআনেও আমরা দেখতে পাই- যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

"কাদ জা-আ কুম মিনাল্লাহে নরুন ওয়া কিতাবুম্ মুবীন"

-সূরা মায়িদা, আয়াত-১৫

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাকের নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।
এখানে নূর দ্বারা রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে বুঝানো হয়েছে।

৭। মিশকাত শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একদিন হুজুর আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খেদমতে উপস্থিত হলাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্ভবতঃ হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিকটও সংবাদটা পৌছে ছিল যে কতক লোক আমাদের পবিত্র বংশ মর্যাদা নিয়ে বিদ্রুপ করেছে। তখন নবী আলাইহিস সালাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন-

বলুন আমি কে?
সবাই আরজ করলেন, আপনি আল্লাহর রাসূল।

তিনি ইরশাদ ফরমালেন, আমি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মান্নাফ। আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে যেটা বেশী মর্যাদাবান অর্থাৎ আরবীয়দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার আরবীয়দের মধ্যে কয়েকটি গোত্র আছে তন্মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কোরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আমাদেরকে। পুনরায় গোত্রের মধ্যে কয়েকটি বংশের উদ্ভব হয়েছে। আমাদেরকে সেসব বংশের মধ্যে উত্তম বংশে অর্থাৎ বনি হাশেমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

একই মিশকাত শরীফের সেই একই পরিচ্ছদে আরও উল্লেখিত আছে- আমি হলাম খাতেমুন নাবীয়িন অর্থাৎ নবীদের শেষ নবী। আমি হলাম হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী এবং নিজ আম্মাজানের প্রত্যক্ষ দর্শন, যিনি আমার বেলাদতের সময় দেখেছিলেন যে, তাঁর থেকে এমন একটি নূর বিকশিত হয়েছিল যদ্ধারা শাম দেশের অট্টালিকাগুলো তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

৮। অন্য এক হাদিসে- হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ভাষণে বললেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মনাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাআব ইবনে লুঈ ইবনে গালিব ইবনে ফিহির ইবনে মালিক ইবনে নদ্বর ইবনে কিনানা ইবনে খুযাআহ ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদ্বার ইবনে নাযার। যেস্থানে গিয়ে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়েছে সেখানে আল্লাহ তাআলা আমাকে তাদের মধ্যে উত্তম দলে রেছেছেন। আমি আমার পিতামাতা থেকে জন্ম গ্রহণ করেছি। জাহিলিয়াতের কোন কিছুই আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। হযরত আদমের যুগ থেকে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আমার জন্ম বৈবাহিক মিলনের ফসল। আমি ব্যভিচারের ফসল নই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব আমি সত্তাগতভাবে এবং বংশের দিক থেকে তোমাদের সকলের থেকে উত্তম। আল্লাহ্ তায়ালাই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং জ্ঞান পূনাঙ্গ।

(বায়হাকী- দালায়েলুন নবুওয়াত গ্রন্থ)

৯। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার রব এর নিকট এত সম্মানিত যে আমি খতনাকৃত অবস্থায় ভুমিষ্ঠ হয়েছি। আমার লজ্জাস্থান কেউ দেখেনি।

-তাবরানী ফীল আওসাত, আবু নঈম, খতীব, ইবনে আসাকীর এবং মুহাদ্দিস যিয়া এ হাদিসকে তার মুখতার কিতাবে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

১০। হযরত ওয়াছিলাহ্ ইবনে আসকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীমের সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসমাইলকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন। আর ইসমাইলের বংশের সন্তানদের মধ্যে কিনানের সন্তানদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন। আর কুরাইশদের সন্তানদের মধ্যে হাশেমকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আর হাশেমের বংশ ও সন্তানদের মধ্যে আমাকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছেন।

-মুসলিম ও তিরমিজী শরীফ।

১১। হযরত ইরবাদ্ব ইবনে সরিয়াহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তখন থেকে আমি আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা এবং নবীকুলের সর্বশেষ নবী যখন হযরত আদম (আঃ) মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলেন। আমি তোমাদের আরো জানাচ্ছি যে, আমি হচ্ছি আমার পিতা নবী হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়ার ফসল এবং নবী হযরত ঈসা (আঃ) এর সুসংবাদ। আর আমার মাতার স্বপ্ন। নবীদের মাতাগণ এভাবেই স্বপ্ন দেখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মাতা তাঁকে প্রসবের সময় এমন এক নূর প্রকাশিত হতে দেখলেন, যার আলোতে সিরিয়ার মহলগুলো তার দৃষ্টি গোচর হয়েছিল।

-আহমদ, বাযযার, তাবরাণী, হাকেম, বায়হাকী, আবু নাঈম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১২। হযরত আবু কাতাদাহ্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে সোমবার দিন রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি উত্তরে বললেন–

তোমরা সোমবার দিন রোজা রাখ কেননা সেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এদিন আমি নবুওয়াত লাভ করেছি বা আমার প্রতি ওহি কোরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে।

-মুসলীম শরীফ, মাওয়াহিবে লাদুনিয়া

১৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনার জন্য কখন নবুওয়াত অপরিহার্য হয়েছে অর্থাৎ কখন আপনার নবুওয়াত লাভ হয়েছে? হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন যখন আদম (আঃ) নিজ দেহ ও প্রাণের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করছিলেন।

-তিরমিজী শরীফ

১৪। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত আদম (আঃ) থেকে ভূল বশতঃ যখন অপরাধ প্রকাশ পেল, তখন তিনি প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ওছিলা দিয়ে প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

তখন মহান আল্লাহ্ পাক বললেন, হে আদম, তুমি মোহাম্মদকে কি ভাবে চিনলে? অথচ এখন পর্যন্ত আমি তাকে মানব রূপে সৃষ্টি করিনি।

হযরত আদম (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনি যখন কোন মাধ্যম ছাড়া নিজ কুদরতে আমাকে সৃষ্টি করলেন এবং আমার কায়ায় আপনার প্রাণ ফুকে দিলেন, তখন আমি আমার মাথা উপরের দিকে উত্তোলন করে আরশ এর পায়ায় "লা-ইলাহা ইল্লালাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত দেখতে পাই। তখন আমি জানলাম যে, এ ব্যক্তি সৃষ্টিকুলের মাঝে আপনার খুব প্রিয়। কেননা আপনি তার নামকে নিজের নামের সাথে উল্লেখ করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, হে আদম তুমি সত্যই বলেছ, নিশ্চয়ই সে আমার নিকট অত্যাধিক প্রিয়। তুমি যেহেতু ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য মোহাম্মদের ওছিলা দিয়েছ, তাই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মোহাম্মদের কারনেই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বায়হাকী ও হাকেম এ হাদিসটি সংকলন করে ছহীহ্ বলেছেন। তাবরাণীও এ হাদিসটি সংকলনে উল্লেখ করেছেন এবং অতিরিক্ত আরও উল্লেখ করেছেন "তোমার সন্তানদের মধ্যে মোহাম্মই হচ্ছেন নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী।"

১৫। হযরত আবুল উজাফা (রাঃ) হযরত নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার মাতা আমাকে ভূমিষ্ঠ করার সময় এমন এক নূরের টুকরো উদ্ভাসিত হতে দেখলেন, যার আলোতে বসরার মহলগুলো আলোকময় দেখা যাচ্ছিল।

-ইবনে সাআদ

১৬। উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন একদা জিবরীল আমিন বললেন, আমি গোটা পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ঘুরে দেখেছি কিন্তু মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা উত্তম কোন ব্যক্তি দেখিনি এবং বনু হাশেম অপেক্ষা উত্তম কোন গোত্র নজরে পড়েনি।

-যুরকানী খন্ড-১, পৃঃ-৬৮

রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিজের ভাষায় বর্ণিত অল্প সংখ্যক হাদিস এখানে উদাহরণ স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। এমন শত শত হাদিস ওলামা কেরামগণ দ্বারা রচিত গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত রয়েছে, যা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজের মিলাদ বা জন্ম বৃত্তান্ত নিজেই করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নূর নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মানবরূপ পৃথিবীতে আগমনের সূচনা ও দেহান্তর

আল্লাহ্ পাক যখন হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন, তখন ফেরেস্তাদেরকে বললেন পৃথিবী হতে সব ধরণের মাটির মিশ্রন এনে দাও। ফেরেস্তাগণ তা পালন করলেন। সেই মাটি থেকে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ) এর কায়া বা দেহ প্রস্তুত করলেন। তাতে রূহ সঞ্চার করলেন কিন্তু হযরত আদম (আঃ) এর অভ্যন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়াতে রূহ ভিতরে প্রবেশ করতে ইতস্তত করল। তখন হাবিবে খোদা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর "নূর" কে তাঁর পৃষ্ট দেশে আমানত হিসাবে স্থাপন করলেন।

যার করণে তাঁর ললাট চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় উজ্জল হয়ে উঠে এবং রূহু অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যেমন, আল্লামা যুরকানী (রাঃ) বলেন-

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যখন আল্লাহ্ পাক আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন, তখন নবী মোস্তফা সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নূরকে তাঁর পৃষ্ঠ মোবারকে স্থাপন করলেন। সেই নূর এমন তীব্র চমক বিশিষ্ট ছিল যে, আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠ দেশে থাকা সত্ত্বেও তাঁর ললাট থেকে দ্বীপ্তি বের হত।

-যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯।

এরপর আল্লাহ্ পাক ফেরেস্তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা আদম (আঃ) কে সেজদা কর। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

"যখন আমি তাঁকে (আদম আঃ) সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহু সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সেজদাবনত হয়ো।

-সূরা হিজর, আয়াত-২৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম রাযী (রাঃ) বলেন- আদম (আঃ) কে সেজদা করার নির্দেশ যা ফেরেস্তাদেরকে দেয়া হয়ে ছিল, তা এই কারণে ছিল যে, তার ললাটে মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র "নূর" ছিল।

প্রকৃতপক্ষে এই সম্মান ও সেজদা মূলতঃ নূরে মোহাম্মাদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকেই ছিল।

অতঃপর সমস্ত নূরী ফেরেস্তা সেই মহান নূরের সম্মানার্থে সেজদা করে এবং মকবুল হয়ে যায়। যে সবার আগে ঝুকেছে সে সবার সর্দার হয়ে গেল। অতঃপর স্তরে স্তরে তাঁদের পদমর্যাদা বুলন্দ হয়েছে। আর ইবলিস অস্বীকার করে অভিশপ্ত ও বহিস্কৃত হয়ে যায়। তার ইবাদত বন্দেগী, সাধনা ও তাওহীদবাদিতা কোন কাজে আসেনি।

এখানে এ কথাটি খবই প্রনিধানযোগ্য যে, শয়তান হাজারো বৎসর আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করেছিল কিন্তু হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি বলে অভিশপ্ত ও বহিস্কৃত হয়।
প্রতীয়মান হল মকবুল (আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য) হওয়ার আলামত কেবল ইবাদত নয় বরং এর সাথে নবী মোস্তফা সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধও থাকতে হবে।

হযরত আদম (আঃ) এর ঔরসে হযরত মা-হাওয়ার গর্ভে প্রতি এক বৎসর পর পর এক জোড়া (এক ছেলে ও এক মেয়ে) সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো। চাল্লিশ জোড়ার পর একচল্লিশ বারে কেবল একজন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন, তার নাম রাখা হয় হযরত শীষ (আঃ)। তিনি হযরত আদম (আঃ) এর স্থলাভিষিক্ত নবী হয়েছিলেন। নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠ দেশ হতে তাঁকে অর্পন করা হয়। তাঁর একেলা জন্মের কারণ হল, যেহেতু তিনি নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নূর বহন করছেন, তাই নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সম্মান, ইজ্জত ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি খেয়াল রেখে তাঁর সাথে অন্য কাউকে সম্মিলন বা জোড়া করা হয় নি। হযরত আদম (আঃ) হযরত শীষ (আঃ) কে সঙ্গে নিয়ে সর্বপ্রথম কাবা ঘর নির্মান করেন এবং সেই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উজ্জল পাথর যা তিনি জান্নাত হতে সঙ্গে এনেছিলেন তা কাবা গৃহে স্থাপন করেন, যা "হাযরে আসওয়াদ" নামে অভিহিত।

হযরত আদম (আঃ) এর সন্তানদের মধ্যে বিবাহের নিয়ম ছিল প্রথম গর্ভের মেয়েকে দ্বিতীয় গর্ভের ছেলের সাথে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। এভাবেই বংশ বিস্তার শুরু হয় এবং হযরত আদম (আঃ) এর এক হাজার বৎসরের জীবনকালে তার বংশধরের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজারে পৌছে।

হযরত আদম (আঃ) এর পুত্র হাবিল এর সাথে বোন লেওদা ও কাবিলের সাথে বোন আকলিমা জন্ম গ্রহণ করে। নিয়ম অনুযায়ী হাবিলের সাথে আকলিমার এবং কাবিলের সাথে বোন লেওদার বিয়ে হবার কথা। কিন্তু আকলিমা অত্যন্ত সুন্দরী হওয়ায় কাবিল তাকে বিয়ে করার জেদ ধরে। কিন্তু হযরত আদম (আঃ) রাজি হলেন না কারণ তা হবে অবৈধ। ফলে তিনি বললেন, তোমরা কোরবানী কর। যার কোরবানী কবুল হবে সে আকলিমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু তা কাবিল মানতে নারাজ। সে জেদের বশবর্তী হয়ে হাবিলকে হত্যা করে এবং ফুসলিয়ে আকলিমাকে নিয়ে এডেনে পলায়ন করে। এ বিষয়টি আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে সূরা মায়েদা বিবৃত করেছেন।

(সূরা মায়েদা, আয়াত-২৭-৩০)

পরবর্তীতে হযরত আদম (আঃ) লেওদাকে হযরত শীষ (আঃ) এর সাথে বিবাহ দেন। তাঁরই বংশধারায় পরবর্তীতে হযরত ইদ্রিস (আঃ) এর জন্ম হয় এবং নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বংশানুক্রমে হযরত ইদ্রিস (আঃ) কে দান করা হয়।

বংশানুক্রমে নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ক্রম-স্থানান্তর সম্বন্ধে হুজুর পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমার পিতামাতাকে কখনো যৌন অপকর্ম বা ব্যভিচার স্পর্ষ করেনি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্ পাক আমাকে সর্বদা পবিত্র ও মহান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠদেশে হতে পবিত্রতম গর্ভাশয়ে স্থানান্তরিত করেছেন। আমি সব সময়ই পবিত্র ও নির্ভেজাল ছিলাম। যেখানে গিয়ে বংশধারা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে, সেখানে আমি সর্বোত্তম শাখায়ই থাকতাম।

-আবু-নাঈম।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি হযরত আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশ থেকে যখন বের হয়েছি, তখন থেকে আমাকে কোন ব্যভিচারিরনী প্রসব করেনি। আমি সর্ব কালেই বড় বড় ও মর্যাদাবান সম্প্রদায়েতে পর্যায়ক্রমে জন্ম গ্রহণ করে আসছি। অবশেষে আমি আরবের দুই সম্মানিত গোত্র থেকে জন্ম গ্রহণ করেছি। যার নাম হচ্ছে হাশেমি গোত্র ও যোহরাহ গোত্র।

-ইবনে সাআদ ও ইবনে আসাকির।

৩। হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমি হযরত আদম (আঃ) থেকে আমার পিতামাতা পর্যন্ত বৈবাহিক সর্ম্পকের মাধ্যমে জন্ম গ্রহণ করেছি। যিনা বা ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। যাহেলী যুগের খারাপ ও চরিত্রহীন অপকর্মের কোন কিছুই আমাকে স্পর্ষ করেনি।

-আল-আদনী তার মুসনাদ গ্রন্থে,
তাবারানী তার আওসাত গ্রন্থেও,
আবু-নাঈম, ইবনে আসাকির।

পরবর্তীতে এই নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চলে আসে হযরত নূহ্ (আঃ) এর নিকট। হযরত নূহ্ (আঃ) এর সময় তুফান ও বন্যায় তাঁর নৌকা যখন পানির উপর ভাসছিল তখন এই নূরের বরকতে ও ফজিলতে তা ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

হযরত নূহ্ (আঃ) হতে এই নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দেহান্তরিত হয়ে বংশানুক্রমে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্‌র মধ্যে চলে আসে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে যখন আগুনে জ্বালিয়ে মেরে ফেলার জন্য অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয় সে দিন নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁরই পৃষ্ঠ দেশে ছিল এবং ইহার বরকতে সেদিন তিনি আগুন হতে রক্ষা পান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরে হযরত ইসমাইল (আঃ) হয়ে হযরত আব্দুল মোত্তালিব হয়ে হযরত আব্দুল্লাহর নিকট চলে আসে এবং হযরত আব্দুল্লাহর ঔরশে হযরত মা আমেনার গর্ভে আমাদের প্রিয় নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেন।

এ হল সংক্ষেপে প্রিয় নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বংশানুক্রমি জন্ম বা মিলাদ ইতিহাস। হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশধরদের মধ্যে পায় ত্রিশ পুরুষ পর হযরত আদনান এবং হযরত আদনান হতে বিশ পুরুষ পর আসেন হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম । সুতরাং হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর মধ্যে রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ পুরুষের ব্যবধান।

–যুরকানী আলাল মাওয়াহিব খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৮১,
তাবকাতে ইবনে সাদ খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮।

এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যখন হযরত ইসমাইল (আঃ) কে জবেহ করার জন্য শোয়ানো হল তখন নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত ইসমাইল (আঃ) এর নিকট ছিল। প্রকৃত পক্ষে নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ইজ্জত, সম্মান এর খাতিরে সে দিন হযরত ইসমাইল (আঃ) জবেহ হতে রক্ষা পায়।

কেননা তিনি সে দিন কোরবানী হয়ে গেলে আজ আমরা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে আমাদের মাঝে পেতাম না। ঈদ-উল-আযহার দিনে আমরা যে কোরবানী দিয়ে থাকি প্রকৃত পক্ষে তা হযরত ইসমাইল (আঃ) কে রক্ষা করে আমাদের মাঝে নেয়ামতুল্লাহ ও রাহমাতুল্লীল আলামীন হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে পেয়েছি তারই শুকরিয়া স্বরূপ। হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নূরের বরকতে ঠিক তেমনি ভাবে তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ কোরবাণী হওয়ার হাত হতে রক্ষা পান এবং এর পরিবর্তে এক শত উট কোরবাণী দেওয়া হয়। এই দুই কোরবানী দিকে ইঙ্গিত করে প্রিয় নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রায়ই বলতেন-

"আনা ইবনুজ্ জাবেহাইন"
অর্থ ঃ আমি দুই কোরবানী হনেওয়ালার (ইসমাইল ও আব্দুল্লাহ্) পুত্র।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তা হল, আযরকে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পিতা বলে উল্লেখ করা হয়, আসলে তিনি পিতা নন বরং চাচা। তাঁর পিতার নাম "তারুখ"। আযর ছিল মুর্তি পুজক ও মুর্তি নির্মাতা এবং রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হাদিস অনুযায়ী তাঁর পূর্বপুরুষ যাহেলী যুগের কোন প্রকার খারাপ ও অপকর্মের সাথে লিপ্ত হতে পারে না। ইহা প্রকৃত পক্ষে নূরে মোহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ফয়েজ রহমত ও বরকতের ফল।

ইমাম ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন–

"নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতার নাম আযর নয় বরং তারুখ।

ইমাম ইবনে আবি শায়বা, ইবনুল মনযির ও ইবনে আবি হাতেম বিশুদ্ধ সনদ সহকারে এ মত সমর্থ করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ " আল-হাভী লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা-৪১৯ এ উল্লেখ আছে।

-যিকর-ই- হাসীন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন–

রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নিজের বংশ তালিকা বর্ণনা করতেন তখন মাআদ ইবনে আদনান এর উপরে যেতেন না এবং ফরমাতেন, বংশ তালিকা বর্ণনাকারীগণ মাআদ ইবনে আদনানের উপরে যা বর্ণনা করছে তা ভুল। এটা দু'বার বা তিন বার বলতেন।

–যুরকানী আলাল মাওয়াহিব খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৮০
তাবকাতে ইবনে সাআদ-খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বংশ তালিকা নিম্নরূপ-

সায়্যিদুনা হযরত মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পিতা আব্দুল্লাহ্‌র পিতা আব্দুল মুত্তালিব পিতা হাশেম পিতা আবদে মান্নাফ পিতা কুসাই পিতা কিলাব পিতা মুররা পিতা কা'ব পিতা লুওয়াই পিতা গালিব পিতা যিহর পিতা মালেক পিতা নদর পিতা কিনানা পিতা খোযায়মা পিতা মুদরিকা পিতা ইলিয়াস পিতা মুদার পিতা নিযার পিতা মাআদ পিতা আদনান। (আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি রহমত বর্ষিত করুন)।

হযরত আদনান হলেন রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পিতৃপুরুষদের মধ্যে একুশতম পুরুষ।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, "সঠিকভাবে বংশতালিকা আদনান পর্যন্ত বর্ণনা করা যার। তার উপরে সঠিকভাবে জানা নেই-তিনি কে বা তার নাম কি?

-যুরকানী আলাল মাওয়াহিব খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৮১।

হযরত আব্দুল মুত্তালিবের ছিল চার স্ত্রী যাদের গর্ভে তেরজন পুত্র যথাক্রমে আল-গায়দক, কুসাম, আব্দুল কাবা, দিরার, আল-মুকাওয়াম, হাজল, হারেস, আবু লাহাব, আবু তালেব, যুবাইর,আব্বাস, হামজা এবং আব্দুল্লাহ্ এবং ছয়জন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ছিলেন ভাইদের মাঝে সর্ব কনিষ্ঠ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বেলাদতে (আবির্ভাবে) মুহাম্মদী

সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

নূরে মুহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কারণে হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও রূপময় এবং পিতার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আবদুল মুত্তালিব তাঁর বিবাহের চিন্তা-ভাবনা করছেন। একদিন তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে এক জ্যোতিষী মেয়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয, যার নাম ফাতেমা বিনতে মুর আল-খাসআমিয়্যাহ, সে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ পড়েছে এবং খুব সুন্দরী ও রূপসী ছিল। সে হযরত আবদুল্লাহকে ডেকে তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করল এবং বলল, আমি তোমাকে একশ উট দিচ্ছি যা তোমার পিতা তোমর পরিবর্তে কুরবান করেছে। আমার কামনা পূর্ণ কর। তিনি বললেনঃ-

হারামে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে মৃত্যবরণই শ্রেয়। হালাল অবশ্যই পছন্দনীয়। কিন্তু এটা হালাল নয় কেননা তোমার সাথে আমার বিবাহ হয়নি।

এটা বলে তিনি চলে আসেন এবং পিতার সঙ্গে রওয়ানা হন। অবশেষে বনু যোহরার সরদার ওহাব ইবনে আবদে মানাফের নিকট পৌছলেন। আবদুল মুত্তালিব তার সাথে আবদুল্লাহর বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং তার কন্যা সৈয়দা আমেনা যিনি বংশ ও আভিজাত্যে, রূপে ও গুণে কুরাইশের সকল রমণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ছিলেন, আবদুল্লাহর জন্য তাঁর সম্বন্ধের প্রার্থী হলেন। তিনি সানন্দে কবুল করলেন। অতঃপর বিবাহ হয়ে যায়। বিবাহের প্রথম সপ্তাহেই সৈয়দা আমেনা নূরে মুহাম্মদী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর অধিকারী হয়ে যান।

এরপর একদিন হযরত আবদুল্লাহ পুনরায় ওই পথ দিয়ে গমন করেন যে পথে জ্যোতিষী মেয়েটি থাকতো। তার সাথে সাক্ষাৎ হলে বললেন, তুমি যা আমাকে বলেছিলে তাতে কি এখনও সম্মত আছ?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ তোমার কামনা পূরণ করলে একশ উট দিবে,

সে বলল, তুমি কোন রমণীর নিকট গিয়েছো কি?

হযরত আবদুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। আমেনা বিনতে ওহাবের সাথে আমার বিবাহ হয়েছে। আমি তার কাছে গিয়েছি।

সে বলল, এখন তোমার কোন প্রয়োজন নেই আমার।

হযরত আবদুল্লাহ বললেন কেন, এখন কি হল?

সে বলল, আমি কোন চরিত্রহীন মহিলা নই। সে দিন আমি যা কামনা করেছিলাম তার কারণ ছিল এইঃ

আমি তোমার চেহারায় নবুওয়াতের নূর দেখেছিলাম এবং আমি চেয়েছিলাম- সেই নূর যেন আমার মধ্যে চলে আসে। কিন্তু আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন নি, তিনি যেখানে ইচ্ছে সেখানে রেখে দিয়েছেন।

যার নূরে তোমার এই ললাট উজ্জ্বল হয়ে থাকতো আমি ছিলাম তারই প্রত্যাশী, তারই পাগল। কিন্তু আমি বঞ্চিত রয়ে গেলাম এ আমার দুর্ভাগ্য। আমেনা-ই তোমার হতে ছিনিয়ে নিয়েছে ওই নে'মত।

যে রাতে হুজুর আকরাম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নূর হযরত সৈয়দা আমেনার গর্ভে স্থিতি লাভ করেছে, সে রাত ছিল রজব মাসের জুমার রাত। আল্লাহ্ তায়া'লা বেহেশতের তত্ত্বাবধায়ক রিদওয়ানকে নির্দেশ দিলেন যে, জান্নাতুল ফেরদাউসকে যেন খুলে দেয় এবং ঘোষণা প্রচারক ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে প্রচার করেঃ-

হে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর অধিবাসীরা শুনো ও হুঁশিয়ার হয়ে যাও, সর্বশেষ নবী দু'জাহানের দিশারীর নূর অদ্য-রাতে তাঁর মহিয়সী মাতার গর্ভে স্থিতি লাভ করছে। অতঃপর মানুষের নিকট যখন আত্মপ্রকাশ করবেন তখন তিনি হবেন বশীর ও নযীর (সুসংবাদ দাতাও ভীতি প্রদর্শনকারী)।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতপর ফেরেশতা জগত (আলমে মালাকূত) ও মহিমান্বিত জগতে (আলমে জাবারূত) এই ঘোষণা দেয়া হয় যে, মহতী ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহকে সুরভিত ও সুবাসিত কর এবং মুকাররার ও ব্রতচারী ফেরেশতাগণ যারা একনিষ্ঠতা ও পবিত্রতার অধিকারী, তারা যেন মহতী স্থানসমূহে ইবাদতের জায়নামাজ বিছিয়ে দেয়। কেননা আজ যে নূর আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত আবদুল্লাহ পর্যন্ত পবিত্র পৃষ্ঠাদেশসমূহে সুপ্ত ও গুপ্তভাবে চলে আসছিল, তা সৈয়দা আমেনা যিনি তার গোত্রের মধ্যে বংশ ও আভিজাত্যে মূল ও শাখায়, রূপ ও সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম, যাকে আল্লাহ তায়া'লা এই গৌরব, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য দান করতঃ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন, এর মোবারক গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছে।

(যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, গর্ভধারণের রজনীতে এমন কোন জায়গা ও স্থান ছিল না যা নূরে ঝলমল করেনি। কুরাইশের সমস্ত গবাদি পশু কথা বলার শক্তি লাভ করেছিল এবং বলছিল, কাবার প্রভুর কসম! রাসূলল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যিনি পৃথিবীর নিরাপত্তা ও পৃথিবীবাসীদের সূর্য, তিনি মাতৃগর্ভে স্থিতি লাভ করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত বাদশাহর সিংহাসন ও মূর্তিগুলো সকাল বেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বন্য পশু-পাখি এবং সামুদ্রিক জীব-জন্তু একে অপরকে সুসংবাদ প্রদান করে।

(যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৮)

পৃথিবী শস্য-শ্যামল হয়ে উঠে, শুষ্ক বৃক্ষ সজীব ও ফলন্ত হয়ে যায়। কুরাইশগণ যারা ছিল কঠিন অভাবে জর্জরিত, চতুর্দিক হতে প্রভূত কল্যাণ আসায় তারা সচ্ছল হয়ে যায়। এই পরিমাণ লাভ ও বরকত হয়েছিল যে, ওই বছরের নাম রাখা হয়, *সানাতুল ফত্হে ওয়াল ইবতিহাজ (সফলতা, সজীবতা ও সচ্ছলতার বৎসর)*।

যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৫,
খাসায়েসে কোবরা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর আকরাম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেনঃ

অতঃপর আমার মা স্বপ্নে দেখেছেন যে, তাঁর গর্ভে নূর রয়েছে।

–মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৭।

হযরত আমেনা বলেন, গর্ভকালীন কোন প্রকারের সামান্যতম ব্যথা বা কোন কষ্ট কিংবা ওসব কিছুর কামনা আমার হয় নি যা অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের হয়ে থাকে। বরং স্বভাবে আনন্দ, শরীরে সুগন্ধ ও চেহারায় চমক সৃষ্টি হয়ে যায়। আমি কোন মেয়ের এমন গর্ভ দেখিনি যা এই গর্ভ অপেক্ষা হালকা ও বরকতময় ছিল।

(যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৯)

তিনি বলেন, স্বপ্নে কেউ এসে আমাকে বলল–

এটা কি তোমার জানা আছে যে, তুমি বিশ্বকুল সরদার, সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ ও এই উম্মতের নবীকে নিয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ? যখন তিনি জন্মগ্রহণ করবেন তখন তাঁর নাম রাখবে 'মুহাম্মদ' (সঃ) এবং এই তাবিজখানা তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দিবে।

যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন স্বর্ণের একখানা পত্র-আমার শিয়রের কাছে পড়ে থাকতে দেখলাম, যার মধ্যে লিখা ছিল এই-

আমি অদ্বিতীয় অমুখাপেক্ষী আল্লাহ তায়া'লার নিকট প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্ট হতে মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং সেই সমুদয় সৃষ্টি হতে যারা অনিষ্টের প্রত্যাশী, তারা দন্ডায়মান থাকুক কিংবা বসা, তাদের অনিষ্ট হতে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং তার অনিষ্ট হতে যে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং সন্ত্রাসবাদের প্রতি আসক্ত। এবং যাদুকরের অনিষ্ট হতে যে গ্রন্থিসমূহে ফুৎকার দেয় এবং প্রত্যেক সৃষ্টির অনিষ্ট হতে যারা অবাধ্য ও বিদ্রোহী।

–দালায়িলুন নবুওয়াহ, খাসায়েসে কোবরা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২,
যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখনো হুজুর আকরাম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভেই রয়েছেন, তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আবদুল্লাহ কুরাইশের কতিপয় বণিকের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্য সিরিয়া গমন করেন। প্রত্যাবর্তনের সময় খেজুর ক্রয় করার জন্য মদীনায় অবতরণ করেন। ওখানে রোগাক্রান্ত হন এবং পঁচিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে নাবেগাতুল জা'দীর মাটিতে কিংবা 'আবওয়া' নামক স্থানে দাফন করা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আবদুল্লাহর ইন্তেকাল হল, ফেরেশতাগণ আরজ করলেন–

হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার নবী তো য়াতীম হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা ফরমালেন, আমি তার পরিপোষক ও সহায়ক।

–মাওয়াহিব ও যুরকানী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৫।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) বলেন, নবী আকরাম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এইজন্য য়াতীম করা হয়েছে (এবং সমস্ত সহায় ছিন্ন করা হয়েছে) যেন কেউ এটা বলতে না পারে যে, তার উত্থানসমূহ অমুকের অনুগ্রহের প্রতি ঋণী।

–মাওয়াহিব যুরকানী, খাসায়েসে কোবরা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বেলাদতের মুহূর্ত

যে শুভ সন্ধিক্ষণে উদিত হয়েছে মদীনার চাঁদ, সেই মনোরম মুহূর্তের প্রতি লাখো দরূদ ও সালাম।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা, সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা।

যখন খলীলের (ইব্রাহীম-আঃ) দোয়া ও মসীহের (ঈসা-আঃ) সুসংবাদ এবং মা আমেনার স্বপ্ন শারীরিক আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করার সময় ঘনিয়ে এল তখন আল্লাহ তায়া'লা ফেরেশতাদেরকে ফরমালেন, আকাশমন্ডল ও বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দাও এবং সূর্যকে নূরের শ্রেষ্ঠ পোশাক পরিয়ে দাও যেন তার আলো আরো বৃদ্ধি পায়।

–দালায়িলুন নবুওয়াত, খাসায়েসে কোবরা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭
যুরকানী আলাল মাওয়াহিব খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১১।

হযরত আমর ইবনে কুতাইবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন একজন ইলমে দ্বীনের ভান্ডার বিশেষ। আমি তার নিকট শুনেছি যে,

আমেনার যখন সন্তান প্রসবের সময় উপনীত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বললেন, তোমরা সমস্ত আকাশের দরজাগুলো এবং জান্নাতসমূহের দরজাগুলো খুলে দাও। আর ফেরেশতাদেরকে তার হুযুরে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। ফেরেশতারা দুনিয়ায় অবতরণ করে পরস্পর সুসংবাদ বিনিময় করতে থাকেন। দুনিয়ার পাহাড় পর্বতগুলো মাথা উঁচু করে দাড়াল এবং সাগর ও নদীনালায় উঠল আনন্দের ঢেউ। তারা পরস্পর তার অধিবাসীদেরকে দিতে লাগল সুসংবাদ। সবুজ ভূমি ও আকাশেরও কিছু অবশিষ্ঠ রইল না। আকাশের ফেরেশতারা শয়তানকে পাকড়াও করে সত্তরটি জিঞ্জির দ্বারা বেঁধে সাগরের তলদেশে অধঃমুখে নিক্ষেপ করল। আর অন্যান্য সব শয়তানকেও জিঞ্জির দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। ঐ দিন সূর্যকে বিরাট এক নূরানী চাদর পরিধান কারানো হয়। আর সত্তর হাজার বেহেশতের হুর রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণের অপেক্ষায় বায়ুমন্ডলে থাকে দণ্ডায়মান। আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার সমস্ত নারীদেরকে ঐ বছর পুত্র সন্তান জন্ম দেয়ার নির্দেশ দেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আরব দেশ ফুলে ফলে সুশোভিত হয় এবং ভয়ভীতি বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্মের দিন সারা পৃথিবী আল্লাহ তাআলার নূরে ভরপুর হয়ে ওঠে। আর ফেরেশতারা হয় খুশীতে আত্মহারা। তারা প্রত্যেক আকাশে যবরজদ ও ইয়াকুত পাথর দ্বারা এক একটি স্তম্ভ গড়ে তোলে, যা ঝলমল করতে থাকে। সেগুলো আকাশে প্রসিদ্ধ স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে সেগুলো প্রত্যক্ষ করেন। তাঁকে বলা হয় যে, এসব স্তম্ভ আপনার জন্মের স্মৃতিরূপে গড়া হয়েছে। রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্মের রাতে আল্লাহ তাআলা হাউযে কাওছারের তীরে সত্তর হাজার মিশকের বৃক্ষ উদগত করেন, যার ফলফলাদি হবে জান্নাতবাসীদের ধূপবাতি। সমস্ত আকাশবাসী আল্লাহ তাআলাকে আসসালাম, আসসালাম নামে ডাকতে থাকেন। ঐদিন সমস্ত প্রতিমাগুলো আপনা থেকে ভুলুণ্ঠিত হয়। মক্কার লাত ও উজ্জা প্রতিমাদ্বয় নিজ নিজ অবস্থান থেকে উপুড় হয়ে পড়ে। আর তারা উভয়ে বলতে থাকে কুরাইশদের জন্য ধ্বংস ধ্বংস। আল্ আমীনের শুভাগমন হয়েছে। তাদের কাছে সত্যবাদীর আগমন ঘটেছে। কুরাইশরা জানে না যে, ভবিষ্যতে তাদের জীবনে কি দুর্দশা নেমে আসছে। ঐদিন কাবা ঘরের অভ্যন্তর থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত একটি আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল, সে বলছিল আমার নূর আমার কাছে ফিরে এসেছে। এখন আমার যিয়ারতকারী এসেছে। এখন আমাকে জাহেলিয়াতের অপবিত্রতা থেকে পবিত্রকারীর আগমন ঘটেছে। হে উজ্জা! তোমার ধ্বংস অনির্বার্য। ঐ সময় তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত কাবা ঘর থর থর করে কাঁপছিল। এ সময়টিতে সে স্থির ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণের প্রথম আলামতটি কুরাইশরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল।

(আবু নাঈম)

হযরত আমেনা (রাঃ) বলেন, যখন তাঁর জন্মের সময় ঘনিয়ে এল তখন হযরত মুত্তালিব কা'বা শরীফে ছিলেন এবং আমি ছিলাম ঘরের মধ্যে নিঃসঙ্গ। আমার প্রসব বেদনা চলছিলম, হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম এক ভয়স্কর আওয়াজ যার ফলে আমি আতঙ্কিত হয়ে গেলাম এবং আমার উপর ভয়-ভীতি ছেয়ে গেল। তখন প্রকাশিত হল এক সাদা রংয়ের পাখি। পাখিটা তার ডানা আমার বুকের উপর ঘুরালো। সেটা চক্কর দিতেই আমার সব বেদনা ও ভয়-ভীতি চলে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারপর আমার নিকট সাদা তরল দ্রব্যভরা একখানা পেয়ালা দেখতে পেলাম, যা আমি দুধ মনে করলাম। তখন আমার পিপাসাও ছিল, আমি তা পান করে ফেললাম। অতঃপর এক নূর সদৃশ প্রকাশিত হল, তখন আমি আমার পাশে কয়েকজন মেয়ে দেখতে পেলাম যারা আকৃতি ও গঠনে, রূপ ও সৌন্দর্যে আবদে মানাফের কন্যাদের মত।

অর্থাৎ- খুব সুন্দরী ও রূপসী ছিল। তারা আমার চতুর্দিকে হতে ঘিরে ধরল। আমি হতবাক হয়ে গেলাম- এরা কারা? তাদেরকে আমার সম্পর্কে কে জানাল যে, তারা আমার নিকট এসেছে? অতঃপর তারা বলল, আমরা আসিয়া (ফেরআউনের পত্নী) ও মরিয়ম (ঈসা আলাইহিস সালামের মা) এবং আমার সাথে এরা বেহেশতের 'হূর'। অতঃপর পুরুষগণকে (এরা ছিল ফেরেশতা, যারা পুরুষের আকৃতি ধারণ করে এসেছিল) দেখলাম বায়ুর মধ্যে (মীলাদ উপলক্ষে) সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের হাতে রয়েছে রূপার বদনা। তারপর আমি পক্ষীদের ঝাঁক দেখলাম যারা এসে আমার হুজরাকে ঢেকে ফেলল। তাদের ঠোঁট ছিল যুমাররদের এবং ডানা ছিল য়াকুতের (মূল্যবান সবুজ পাথর বিশেষ)। অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা আমার চক্ষু হতে পর্দা তুলে দেন, তখন আমি পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে অবলোকন করলাম। আমি তিনটি পতাকা দেখলাম, একটি উদয়াচলে দ্বিতীয়টি অস্তাচলে তৃতীয়টি কা'বা শরীফে স্থাপিত ছিল।

(যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১২)

অতঃপর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার সাথে এমন নূর বের হল যদ্ধারা উদয়াচলে ও অস্তাচলের মধ্যবর্তী প্রত্যেক কিছুই আলোকিত হয়ে উঠলো এবং আমি শাম দেশের প্রসাদসমূহ দেখতে পেলাম। তাঁর সাথে কোন প্রকার মলিনতা ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পূতঃপবিত্র। তাঁর নিকট হতে এমন পবিত্র ও তীক্ষ্ণ সুগন্ধি বের হল যাতে গোটা ঘর সুবাসিত হয়ে যায়। ভূমিষ্ঠ হতেই তিনি বিণীত ভাবে সাজদায় পতিত হন। তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয় আসমানের দিকে উত্তোলিত ছিল এবং বাকী সমস্ত আঙ্গুল ছিল বন্ধ। অতঃপর আমি আকাশের দিক হতে এক সাদা নূরী মেঘ আসতে দেখলাম, যা থেকে সাদা অশ্বের হ্রেষাধ্বণি, পক্ষীদের ডানার নড়াচড়া এবং ফেরেশতাদের কথার আওয়াজ আসছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তা এসে তাঁকে ঢেকে ফেলে এবং আমার থেকে অদৃশ্য করে দেয়। তারপর আমি শুনতে পেলাম কোন ঘোষণা প্রচারক ঘোষণা করছে যে, তাঁকে ভূ-পৃষ্ঠ ও তার উদয়াচল-অস্তাচল এবং সাত সমুদ্র ভ্রমণ করিয়া নিয়ে এসো। প্রত্যেক প্রাণী, মানব-দানব, পশু-পাখি ও ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ কর যেন সমস্ত সৃষ্টি তাঁকে, তাঁর নাম ও তাঁর সুন্দর গুণাবলীকে চিনতে পারে। আর তাঁকে আদম (আঃ) এর চরিত্র, শীষ (আঃ) এর মা'রেফাতে (আধ্যাত্মিক জ্ঞান), নূহ (আঃ) এর বীরত্ব, ইব্রাহীম (আঃ) এর সৌহার্দ্য, ইসমাইল (আঃ) এর ভাষা, ইসহাক (আঃ) এর প্রসন্নতা, সালেহ (আঃ) এর বাগ্মিতা, লূত (আঃ) এর প্রজ্ঞা, য়া'কুব (আঃ) এর সু-সংবাদ, মূসা (আঃ) এর কঠোরতা ও শক্তিশালিতা, আইয়ুব (আঃ) এর ধৈর্য্য, য়ূনুস (আঃ) এর - আনুগত্য, য়ূশা (আঃ) এর জিহাদ, দাউদ (আঃ) এর কণ্ঠ, দানিয়াল (আঃ) এর প্রেম, ইলিয়াস (আঃ) এর গাম্ভীর্য, য়াহ্য়া (আঃ) চারিত্রিক পবিত্রতা, ঈসা (আঃ) এর ভক্তি এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের চরিত্রে ডুবিয়ে তুল যেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের গুণাবলী তাঁর মধ্যে একত্রিত হয়। তারপর সেই মেঘটা সরে গেল তখন আমি তাঁকে এই অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, তিনি সবুজ রংয়ের রেশম ধরে আছেন যা রশির ন্যায় পাকানো ছিল এবং তা থেকে পানি বের হচ্ছে। হঠাৎ আওয়াজ এল- বাহ! বাহ! মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমগ্র পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, এমন কোন সৃষ্টি নেই যা তাঁর নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

হযরত আমেনা বলেন, এরপর আমি তাঁর প্রতি তাকালাম তখন তাঁকে পূর্ণিমা রজণীর চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেখতে পেলাম। তাঁর শরীর হতে অত্যন্ত পবিত্র ও তীক্ষ্ণ সুগন্ধি বের হচ্ছে। তারপর আমি তিনজন লোক দেখলাম, একজনের হাতে রূপার বদনা, দ্বিতীয়জনের হাতে সবুজ যুমাররদের রেকাবি এবং তৃতীয় ব্যক্তির হাতে ছিল সাদা রেশমী কাপড়। সে রেশমী কাপড়খানা প্রসারিত করল এবং তা থেকে বের করল একটি মোহর যার নূর এতই তীব্রতাসম্পন্ন ছিল যে, চোখে তা অবলোকনের ক্ষমতা ছিল না। অতঃপর ওই বদনা দিয়ে তাঁকে সাতবার গোসল প্রদান করতঃ মোহরটা দিয়ে তাঁর উভয় স্কন্ধের মাঝখানে মোহর করে দেয়। তারপর রেশমী কাপড় দিয়ে তাঁকে আচ্ছাদিত করে উপরে তুলল এবং কিছুক্ষণ তাদের বাহুর উপর রাখল। অতঃপর আমাকে দিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

(যুরকানী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৩, খাসায়েসে কোবরা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৮)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মূসা ইবনে উবাইদা (রাঃ) স্বীয় ভাই থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন তিনি হাতের ওপর ভর করা অবস্থায় এবং আকাশের দিকে তাকানো অবস্থায় ছিলেন। আর ভূমি থেকে এক মুষ্ঠি মাটি তিনি নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এ ঘটনাটি লাহাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি অবহিত হলে সে তার সাথীকে বলল, সংবাদদাতা যদি সত্য বলে থাকে, তাহলে এ শিশু কালক্রমে একদিন জগতবাসীদের উপর অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।

–ইবনে সাআদ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন তিনি জন্মগ্রহণ করলেন তখন তাঁর কর্ণে জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক রিদ্‌ওয়ান বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আপনার প্রতি সু-সংবাদ, কোন পয়গাম্বরের এমন কোন জ্ঞান নেই যা আপনাকে দেয়া হয়নি। জ্ঞানের মধ্যে আপনি সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এর উর্ধে এবং আত্মিক ক্ষমতা ও শক্তিতে তাঁদের সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও নির্ভীক।

-যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৫,
খাসায়েসে কোবরা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯)

হযরত সফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব বলেন, জন্মের পর আমি তাঁর ছয়টি বৈশিষ্ট দেখেছি। প্রথমতঃ তিনি জন্মগ্রহণ করতেই সাজদা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ সাজদা হতে মাথা তুলে সাবলীল ভাষায় ফরমায়েছেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইন্নী রাসূলুল্লাহ। তৃতীয়তঃ তার নূরে গোটা ঘর আলোকিত হয়ে যায়। চতুর্থতঃ আমি তাঁকে গোসল দিতে চাইলাম তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল, হে সফিয়্যা! তোমাকে গোসল দেয়ার কষ্ট করতে হবে না, আমি তাঁকে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন সৃষ্টি করেছি। পঞ্চমতঃ যখন আমি জানতে চাইলাম ছেলে না মেয়ে? তখন দেখতে পেলাম তিনি খাতনাকৃত ও নাভী কর্তিত। ষষ্ঠতঃ আমি তাঁকে জামা পরাতে চাইলাম তখন দৃষ্টি তাঁর পৃষ্ঠ মোবরকের উপর পড়ে, ওখানে লিখা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

(শাওয়াহিদুন্ নবুওয়াত, পৃষ্ঠা-২৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত উসমান ইবনে আবুল আ'সের মা ফাতেমা বিনতে আবদুল্লাহ সকীফাহ (রাঃ) বলেন, তাঁর জন্মের সময় আমি খানায়ে কা'বার নিকটে ছিলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, খানায়ে কা'বা আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং নক্ষত্ররাজি পৃথিবীর এত নিকট চলে আসে- আমার মনে হচ্ছে যে, আমার উপর ধ্বসে পড়বে।

(যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৬, বায়হাকী, তাবরানী, আবু নাঈম, ইবনে আসাকির, খাসায়েসে, কোবরা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫)

হযরত আবদুল মুত্তালিব বলেন, মিলাদের রাতে আমি কা'বায় ছিলাম। সেহরীর কাছাকাছি সময়ে দেখলাম- কা'বা মাকামে ইব্রাহীমের দিকে সাজদায় পড়েছে এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলছে (অর্থাৎ- শুকরিয়ার সাজদা আদায় করেছে যে, আমাকে মূর্তি ও মুশরিকগণ হতে যিনি পবিত্র করবেন তিনি এসেছেন)। সমস্ত মূর্তি যা কা'বা ও তার আশেপাশে স্থাপন করা হয়েছিল উপুড় হয়ে পড়ে যায়। যখন সর্বাপেক্ষা বড় মূর্তি যার নাম ছিল 'হুবাল', উপুড় হয়ে পড়ে গেল তখন তার ভিতর থেকে আওয়াজ এল- জেনে রেখো, শেষ জমানার পয়গাম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নূরে আলোকিত হয়ে গেল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

(শাওয়াহিদুন নবুওয়াত, পৃষ্ঠা-৩৫,
মাদারিজুন নবুওয়াত, খন্ড-২, পৃষ্টা-৫৫)

ইরানের নৃপতি কিসরার রাজ প্রসাদ (যা পৃথিবীর অতি মজবুত দালন সমূহের অন্যতম ছিল) প্রকম্পিত হয়ে উঠে এবং তার চৌদ্দটি মিনার মাটিতে পড়ে যায়। সা'দা হ্রদ হঠাৎ শুকিয়ে গেল। পারস্যের অগ্নিকুন্ড যা হাজার বছর পর্যন্ত অবিরাম জ্বলছিল (যেখানে অগ্নিপূজক ও পারসিকগণ অগ্নি পূজা করতো) একেবারেই নিভে যায়, শয়তানদের আসমানে আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

(ইবনে আসকির, যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২১,
খাসায়েসে কোবরা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১)

সম্রাট কিসরা তার মহল ফেটে যাওয়া, চৌদ্দটি মিনারা ভেঙ্গে পড়া এবং অগ্নিকুন্ডের আগুন নিভে যাওয়াতে অত্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সকালে সে তার দরবারের সমস্ত জ্যোতিষী ও গণকদের সমবেত করে তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করল এই ঘটনা। তখন প্রধান বিচারপতি ও গণক যাকে মুয়াব্বাদে কালাঁ বলা হতো। সে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি আরবের লাগামহীন উট আরবী ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। এমন কি তারা দজলা পার হয়ে পারস্যের (ইরান) সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। এই স্বপ্ন শুনে আরো চিন্তিত হল সম্রাট। তখন সে ইয়েমেনের গভর্ণর নোমান ইবনে মুনযিরের নিকট পত্র লিখল যে, এইরূপ একজন বিজ্ঞ গণক আমার নিকট পাঠিয়ে দাও যে আমার প্রশ্নাবলীর সঠিক উত্তর দিতে পারবে। সে আবদুল মসীহ ইবনে আমর আনায়ীকে পাঠিয়ে দেয়।

সম্রাট এই ঘটনাবলীর অবস্থা তাকে জিজ্ঞেস করল। সে বলল, এগুলোর উত্তর দিতে পারবেন আমার মামা সাত্বীহ যিনি অনেক বড় জ্যোতিষী, যার বয়স প্রায় ছ'শ বছর। সম্রাট বলল, যাও তার নিকট জিজ্ঞেস করে তাড়াতাড়ি চলে এসো। অতঃপর আবদুল মসীহ ওখানে গিয়ে তাকে মৃত্যুশয্যায় দেখতে পায়। সম্রাট ও তার পক্ষ থেকে সালাম ও অভিবাদন জানাল। কিন্তু কোন উত্তর পায় নি। তারপর সাত্বীহ মাথা তুলল এবং বলল, হে আবদুল মসীহ! তোমাকে সম্রাট কিসরা তার রাজপ্রাসাদের মিনার ভেঙ্গে পড়া, অগ্নি শীতল হয়ে যাওয়া এবং মুয়াব্বাদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠিয়েছে! হে আবদুল মসীহ! সা'দা হ্রাস শুকিয়ে যাওয়া, অগ্নি নিভে যাওয়া ইত্যাদি এই কারণে হয়েছে যে, আরবে ছাহেবুত তিলাওয়াত অর্থাৎ ছাহেবুল কুরআন (নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেছেন। সম্রাটের রাজ প্রাসাদের চৌদ্দটি মিনার ভেঙ্গে পড়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, চৌদ্দজন বাদশাহ সিংহাসনে বসবে তারপর ঐ সাম্রাজ্য তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এই বলে সাত্বীহ মরে যায়। আবদুল মসীহ ফিরে এসে সম্রাটকে তার উত্তর শুনাল। সম্রাট আশ্বস্ত হয়ে বলল, চৌদ্দজন বাদশাহ অতিবাহিত হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু হয়েছে এই- চার বছর সময়ে দশজন বাদশাহ অতিবাহিত হয়ে যায়। বাকী চারজনের মেয়াদ পূর্ণ হয় আমীরুল মোমেনীন হযরত ওসমান গনির খেলাফতকালে। অতঃপর ইসলামী ফৌজ তাকে জয় করে নেয় এবং এই সম্রাজ্য রাসূলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর গোলামদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

(মাদারিজুন নবুওয়াত, খাসায়েস, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১,
শাওয়াহিদুন নবুওয়াত, পৃষ্ঠা-২৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সাওয়াদ ইবনে কাবের (রাঃ) বলেন, জ্বীনদের মধ্যে আমার এক বন্ধু ছিল। সে আমাকে ভবিষ্যত অবস্থাদির সংবাদ প্রদান করতো এবং আমি সেই সংবাদগুলোর মাধ্যমে প্রচুর লাভবান হতাম। একদিন সে এল এবং কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল-এখন আসমানী সংবাদ আমাদের থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যখন আমরা আসমানের দিকে যাই তখন আমাদের উপর উল্কাপিন্ড এসে পড়ে। এখন তুমি হেদায়েতের পথ তালাশ কর-বনী হাশেমের মধ্যে একজন নবী প্রকাশিত হয়েছেন।

(ইত্‌রুল ওর্‌দা)

হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, আমি তখন সাত-আট বছরের বালক ছিলাম, যা দেখতাম বা শুনতাম তা বুঝতে পারতাম। একদিন সকাল বেলা এক ইয়াহুদী হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ইয়াহুদীগণকে ডাকতে শুরু করল। তার ডাক শুনে সকল ইয়াহুদী সমবেত হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, তোমার কী হল? সে বলল, আহমদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সেই নক্ষত্র, যার শুভক্ষণে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন, তা অদ্যরাত্রি উদিত হয়ে গেছে।

(যুরকানী আলাল মাওহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২০ সীরাতে ইবনে হিশাম, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৮,
মাওয়াহিব, বায়হাকী, আবু নাঈম, খাসায়েসে কোবরা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯)

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, মক্কায় এক ইয়াহুদী বাস করতো। যে রাত্রি রাসূলুল্লাহু সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন, তার সকালে সে বলল, হে কুরাইশ গোত্র! তোমাদের মধ্যে অদ্যরাত্রি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে কী? তারা বলল, আমরা জানিনা। সে বলল, জেনে নাও। কেননা অদ্যরাত এই উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর উভয় স্কন্ধের মাঝখানে এক নিদর্শন (মোহরে নবুওয়াত) রয়েছে। কুরাইশগণ খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল-আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ঘরে একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তারা এসে তাকে জানাল। তখন সে ওদের সাথে তাঁর মহিয়সী আম্মার নিকট এল। তাঁর আম্মা কুরাইশদের অনুরোধে তাকে বের করলেন। ইয়াহুদী যখন তাঁকে এবং তাঁর নিদর্শন অর্থাৎ- মোহরে নবুওয়াতকে দেখল তখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। যখন সংজ্ঞা ফিরে আসে লোকেরা তাঁকে বলল, তোমার কী হল? সে বলল- খোদার কসম? বনী ইসরাইল হতে নবুওয়াত বিদায় নিয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে কুরাইশ গোত্র! শুনো ও প্রসন্ন হও। কারণ ইনি নবী, ইনি তোমাদের উপর এমন বিজয় লাভ করবেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে তাঁর বিজয় সংবাদ প্রচারিত হবে।

(ইবনে সা'দ, হাকেম, বায়হাকী, আবু নাঈম, যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২০ খাসায়েসে কোবরা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯-

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইহুদীদের মধ্যে বনী কুরাইযা ও বনী নাযীর গোত্রদ্বয় এবং ফিদক ও খাইবরের ইহুদীরা হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর গুনাবলী সম্পর্কে তিনি নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বেই তাদের কিতাবের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়েছিল এবং তিনি যে মদীনায় হিজরত করবেন তাও তারা জানত।

মদীনার ইহুদী আলেমগণ যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেদিন বলেছিল, আজরাতে আহমেদ এর (মহানবীর) জন্ম হয়েছে। কারণে ঐ তারকা উদিত হয়েছে।

-আবু নাঈম, ইবনে সা'আদ

হযরত বুরাইদা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আমেনা (রাঃ) স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁকে বলা হচ্ছে তুমি গর্ভবতী হয়েছ এমন এক মহামানবের যিনি হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সমগ্র বিশ্বের নেতা। তুমি তাঁকে প্রসব করার পর তাঁর নাম রাখবে আহমদ ও মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

-আবু নাঈম।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন, সোমবার দিন নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, সোমবার দিন হিজরত করেন, সোমবার দিন মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন এবং হাজরে আসওয়াদ পাথরকে স্বস্থানে নিজ হস্তে প্রতিস্থাপন করেন, সোমবার দিনে।

-মুসনাদে আহমদ, মাওয়হিবে লাদুন্নিয়া-আল্লামা যুরকানী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত যিয়াদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বল্লেন, আমি মদীনার একটি উচু বাড়ীতে অবস্থান করছিলাম। আমি শুনলাম, কে যেন উচুস্বরে বলছে, হে ইয়াছরাববাসী (মদীনাবাসী) আল্লাহ্ তায়ালা বনী ইসরাইল থেকে নবুয়াত উঠিয়ে নিয়েছেন। এই দেখ আহমদ জন্মগ্রহণের নক্ষত্রটি উদিত হয়েছে। আহমদই হচ্ছে পৃথিবীর নবী কুলের শেষ নবী। তাঁর হিজরতের স্থান হবে এই ইয়াছরিব (মদীনা) শহর।

-আবু নাঈম।

মেশকাত শরীফে নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন আমার জন্মের প্রাক্কালে তন্দ্রাবস্থায় আমার আম্মাজান দেখেছিলেন- একটি নূর তাঁর গর্ভ হতে বের হয়ে সিরিয়ার সেই প্রাসাদসমূহ পর্যন্ত আলোকিত করেছে। নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার মায়ের দেখা সেই নূর।

-মেশকাত শরীফ

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনি খতনাকৃত অবস্থায় এবং নাভীকাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

-মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া।

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খতনাকৃত অবস্থায় এবং নাভীকাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। এতে আব্দুল মুত্তালিব খুব বিস্মিত হন এবং তাঁকে খুব ভালবাসতে থাকেন। আর তিনি বলতেন, আমার এ পৌত্র কালক্রমে মর্যাদাবান হবেন।

-বায়হাকী, আবু নাঈম, ইবনে আসাকীর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দাঈ মাতা হযরত হালিমা সা'দীয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে মহানবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মাতা বলেছেন, আমার এ পুত্র বিরাট ও মহৎ হবে। আমি তাঁকে গর্ভে ধারণ করার পর আমি একটি বোঝা বহন করছি বলে আদৌ অনুভব করিনি। গর্ভের সন্তানটি আমার কাছে খুবই হালকা অনুভব হত। আমার এ ছেলে বিরাট বরকতের প্রতীক। সে যখন আমার গর্ভ থেকে বের হয়েছে, তখন আমি এমন একটি বিরাট নূরের উজ্জ্বল আলো দেখেছি যার আলোতে সিরিয়া দেশের বছরা নগরীর উটগুলোর গর্দান আমি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি। সাধারণত শিশুরা যেভাবে জন্মগ্রহণ করে এ ছেলে সেভাবে ভূমিষ্ঠ হয়নি। এ ছেলে ভূপৃষ্ঠে হাত রেখে আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

(ইবনে হাব্বান, সহীহ গ্রন্থ)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হস্তী বাহিনী বিফল হয়ে পিছু হটে যাওয়ার পর যায়েদ ইবনে আমর বিন নওফেল এবং ওরাকা বিন নওফেল আবিনিয়ার সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে বাদশাহ নাজ্জাশী তাদের কাছে জিজ্ঞেসা করলেন, হে কুরাইশী লোকেরা! তোমাদের সম্প্রদায়ে কি এমন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, যার পিতা তাকে কুরবানী করার ইচ্ছা করেছিল? অবশেষে লটারী করার পর এ ছেলের বিনিময়ে অনেক উট কোরবানী করেছিল? আমরা বললাম, হ্যাঁ।

নাজ্জাশী পুনরায় বলল তোমরা কি জান যে, সে বর্তমানে কি অবস্থায় আছে? আমরা বললাম, সে (আবদুল্লাহ) আমেনা নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেছে। আর তাকে গর্ভবতী রেখে সে মৃত্যুবরণ করেছে। নাজ্জাসী আবার জিজ্ঞেস করলেন, সে মহিলারা কি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? ওরাকা বলল, হে বাদশাহ নামদার! আমি কোন এক রাত্রে প্রতিমার কাছে কাটালাম। হঠাৎ প্রতিমার পেটের মধ্য হতে এই কবিতা পাঠের আওয়াজ শুনলাম। যার মর্মার্থ

মহানবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন। সব রাজ-রাজা অপমানিত হবে। আর শির্ক ও ভ্রান্তি অপসারিত হবে।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ আওয়াজ শোনার পর প্রতিমাগুলো মাথা থুবড়ে ভুতলে পড়ে গেল। এরপর যায়েদ বললেন, হে বাদশাহ! আমি ঐ শিশু জন্মের রাতে আবু কুবায়েস পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করছিলাম। আমি দেখলাম যে, আকাশ থেকে একটি লোক পাহাড়ে অবতরণ করেছে। তার সবুজ দুটি ডানা রয়েছে। সে মক্কার দিকে তাকিয়ে বলল, শয়তান অপমানিত হয়েছে এবং প্রতিমাগুলো বাতিল হয়েছে। আর আল আমীন জন্মগ্রহণ করেছেন। অতঃপর সে বিরাট একটি কাপড় বিস্তৃত করে পূর্ব ও পশ্চিমের দিকে কি যেন ইঙ্গিত করল। অতঃপর আমি দেখলাম যে, আকাশের নীচে ঢেকে গেল। আর এমন এক নূর সর্বত্র বিস্তৃত হল যার আলোতে আমার দৃষ্টি হ্রাস পেতে লাগল। অতঃপর সে উড়ে গিয়ে কাবা ঘরের ছাদে দণ্ডায়মান হল। আর তাতে সর্বত্র এমনভাবে উজ্জ্বল হল যে, তাহামা পর্যন্ত তার আলোতে দেখা যাচ্ছিল। আর ভূতলে শস্য-শ্যামল পরিদৃষ্ট হল। অতঃপর সে কাবা ঘরের অভ্যন্তরের প্রতিমাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করলে সেগুলো সব ভুতলে পতিত হল।

তখন বাদশাহ নাজ্জাশী বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি আশ্চার্য্য ঘটনা শুনাচ্ছি। আমি কোন এক রাতে আমার প্রাসাদে শুয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, একটি মানুষের গরদানসহ মাথা। সে আমার সামনে এসে বলছে, হস্তীবাহিনীর প্রতি শাস্তি এসেছে। আবাবীল পাখি তাদের প্রতি কংকর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করেছে। আছরাম সীমা লঙ্ঘনকারী নিপাত হয়েছে। নবীউল উম্মী জন্মগ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তি তাঁর উপদেশ মেনে চলবে সে ভাগ্যবান ও সফলকাম হবে। আর যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে ও তার বিরুদ্ধাচারণ করবে সে বরবাদ হবে। অতঃপর সে খোলা ময়দানে এসে অদৃশ্য হল। আমি তার কথার পৃষ্ঠে কিছু কথা বলতে ইচ্ছা করলাম কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। আমি উঠে দাড়াবার চেষ্টা করলাম কিন্তু দাড়াতে পারলাম না।

আমার পরিবারের লোকেরা এ সংবাদ পেয়ে তারা আমার নিকট আসলে আমি তাদের বললাম, তোমরা আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। অতঃপর তারা আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে আমি বাকশক্তি ফিরে পেলাম এবং আমার পায়ে শক্তি পেলাম। অর্থাৎ দাড়াবার ও কথা বলার যোগ্যতা লাভ করলাম।

(আল খারায়েতী হিসাম ইবনে উরওয়া এবং
তার পিতা ও দাদার পরম্পরা সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত হালিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন দুগ্ধপান করাবার জন্য শিশুর সন্ধানে মক্কায় আসলাম, তখন ছিল দুর্ভিক্ষের যমানা। আমার যানবাহনের জন্য ছিল একটি গাধা আর আমার সাথে ছিল এক দুগ্ধপোষ্য শিশু ও একটি বৃদ্ধা উটনী। উটনীটি ছিল খুবই দুর্বল। তার স্তনে এক ফোটা দুধও ছিল না। আমার শিশুটি ক্ষুধার কারণে রাতভর ঘুমাতে পারেনি। আর উটনীর স্তনের দুধও উপযোগী ছিল না। আমার বুকেও যথেষ্ট দুধ ছিল না। আমি বনী সায়াদ বিন বকর গোত্রের মহিলাদের নিকট গিয়ে দেখলাম, সেখানের মহিলারা অন্যান্য শিশুদের নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু দরিদ্র ও ইয়াতীম হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে কোন মহিলাই গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। আমি আমার স্বামীকে বললাম, সব মহিলাই শিশু পেয়েছে। এখন শুধু একটি ইয়াতীম শিশু রয়েছে, যাকে কেউ গ্রহণ করেনি। আমি তাকে গিয়ে নিয়ে আসি। আমি তাকে আনতে এই উদ্দেশ্যে গেলাম যে, এর দ্বারা আমি কোনরূপ লাভবান হতে পারব না। তবে খালি ফেরত যাওয়ার চেয়ে একে নিয়ে যাওয়াই উত্তম। আমি এ শিশুটির কাছে গিয়ে দেখলাম যে, দুধের চেয়েও সাধা ধবধবে কাপড়ে জড়ানো। আর তার দেহ থেকে মিশকের সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। তার দেহের নিচে বিছানা স্বরূপ একখানা রেশমী কাপড় বিছানো। শিশু খুব সুস্থে ঘুমাচ্ছে। আমি তার সৌন্দর্য্য বিমোহিত হয়ে তাকে জাগাতে মন চাইল না।

সে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে রইলাম। অতঃপর আমি যখন তাঁর বুকের উপর হাত রাখলাম, তখন মুচকি হাসি দিয়ে সে চোখ খুলল এবং আমার দিকে তাকাল। তার চোখ থেকে এমন নূর প্রকাশ পেল, যা আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাল। অতঃপর আমি তাঁর ললাটে চুমু খেয়ে তার মুখে আমার ডান স্তনটি দিলাম। সে মনের খুশীতে দুধ পান করল। আমি যখন তাকে বাম দিকের স্তনটি মুখে দিতে চাইলাম, তখন সে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এরূপ অবস্থা পরবর্তীতেও ছিল। গুণী লোকেরা বলেছেন যে, মুখ ফিরিয়ে নেয়া ছিল তার ইনসাফ। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, আরো এক শিশু এ দুধে অংশীদার রয়েছে।

হযরত হালিমা বলেন, তিনি আমার দুধে পরিতৃপ্ত হলেন এবং তার দুধ ভাইও পরিতৃপ্ত হল। আমি তাঁকে নিয়ে যখন আমার সফরের তাবুতে পৌঁছলাম, তখন আমার স্বামী উটনীর দুধ দোহন করার ইচ্ছা করলেন, তিনি দেখলেন উটনীর স্তন দুধে ভরপুর হয়ে আছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি এত দুধ দোহন করলেন, যা আমরা সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে পান করলাম। রাতটি আমাদের খুবই আরামে কাটল। আমার স্বামী বললেন, তুমি কত বরকতময় শিশু নিয়ে এসেছ যে, আমি সর্বত্র বরকত আর বরকত পাচ্ছি। সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে সব কাজে ভালাই দান করুন।

আমি যখন হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মাতা থেকে বিদায় হয়ে মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলাম, তখন আমার যানবাহনটি কাবা ঘরের দিকে ফিরে তিনটি সিজদা দিল এবং আকাশের দিকে মুখমন্ডল উত্তোলন করল। অতঃপর যানবাহনের গাধা খুব দ্রুত গতিতে চলতে লাগল। চলতে চলতে সে কাফেলার সব যানবাহনের আগে চলে গেল। কাফেলার সাথী অন্যান্য মহিলারা আমাকে বলল, হে আবু যোয়াইবের কন্যা! এ গাধা কি সে গাধা, যা দুর্বলতার কারণে খুব ধীর গতিতে চলত। আমি তাদেরকে বললাম, অবশ্যই এটা সেই গাঁধা, যা অতি দূর্বলতম অবস্থায় এবং পতনোম্মুখ অবস্থায় এসেছিল। কখনো কখনো বসে পড়ত। কখনো উঠে দাড়াত, এই ছিল তার অবস্থা। গাধাটি এহেন তড়িত পরিবর্তন দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে বলল, হালিমা বিরাট ভাগ্যবান। হালিমা বলেন, আমি গাধার মুখে একথা শুনলাম যে, সে বলছে, আমার বিরাট মহত্ত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে মৃত অবস্থা থেকে জীবিত করছেন। শীর্ণকায় হতে হৃষ্টপুষ্ট করেছেন। হে বনী সাআদের মহিলাগণ! তোমরা কিছুই জান না যে, আমি আমার পিঠে কোন মহান ব্যক্তিকে বহন করে চলছি।

তিনি হচ্ছেন নবী রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রাসূল। আর পৃথিবীর আগে পরের সমস্ত লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। ইনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামীনের বন্ধু।

(আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ফী মাওরাদি রাবী ফী মাউলুদিন নবুবী গ্রন্থ, ইবনে ইসহাক, ইবনে রাহওয়াইহ, আবু ইয়ালা, তাবারানী, বায়হাকী, আবু নাঈম)

হযরত হালিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী সাআদের ঘরবাড়িতে পোছার পর আমার বকরীর পালের বকরীগুলোর স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুধের সঞ্চায় হল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অথচ তথাকার মাঠে ময়দানে সবুজ ঘাষের নামগন্ধও ছিল না। আর অন্যান্য লোকের বকরীর স্তনে একফোটা দুধও পাওয়া যেত না। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা রাখালদেরকে বলত, তোমাদের বকরীগুলোকে সেখানে চরাবে, যেখানে হালিমার বকরীগুলো চরায়। এরূপ করা সত্ত্বেও তাদের বকরীগুলোর সেই পরিমান দুধ হত না। আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে আমার বকরীর পালে বিপুল পরিমাণে বরকত ও কল্যাণ পরিলক্ষিত হল। হযরত হালিমা বলেন, গোত্রের রাখালগণ তাদের ছাগলগুলো আমার ছাগলের সাথে একই স্থানে নিয়ে চড়াতে লাগলো। আল্লাহ্ পাক তাঁর বদৌলতে তাদের ছাগল ও মালের মধ্যেও বরকত দান করেন। আমাদের ঘরে আল্লাহ্ পাকের এই পরিমাণ রহমত ও বরকত হতে থাকে যে, আমরা সব দিক দিয়ে আমাদের গোত্রের মধ্যে সম্মানিত ও সম্পদশালী হয়ে যাই। এবং গোত্রের মধ্যে আমার মানমর্যাদাও প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। আমার সংসারে সর্বদিক দিয়ে সর্বদা প্রাচুর্যতা, কল্যাণ, ভালাই, সফলতা, সৌভাগ্যের ঢল দেখা দেয়। এ বিষয়ে আমাদের সামান্যতম সন্দেহও ছিল না বরং পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এসব বরকত সেই সত্তারই দান। হযরত হালিমা বলেন, আমাদের বনী সাদ গোত্রের লোকেরা যখন এসব পরিবর্তন দেখল তখন তাদের অন্তরেও তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তিনি যে বরকতময় এতে তারা সবাই আস্থাশীল হয়ে যায়। এমনকি বনি সাদ গোত্রের কোন মানুষ বা পশু (উট, ছাগল ইত্যাদি) যখন কোন শারীরিক রোগে আক্রান্ত হত তখন তারা তাকে নিয়ে আমাদের ঘরে আসত এবং তাঁকে কোলে নিয়ে তাঁর হস্ত মোবারক রোগীর শরীরে বুলাত। এতে রোগী সুস্থ হয়ে যেত।

–যুরকানী আলাল মাওয়াহিব খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৫।

উল্লেখ্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাত দিন তাঁর মা হযরত আমেনা (রাঃ) ও কিছুদিন হযরত সোওয়াইবা (রাঃ) (আবু লাহাবের আযাদকৃত দাসী) এর দুধ পান করেন।

–ইবনে ইসহাক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের ফজিলত

১। আল্লামা জালালুদ্দিন সিউতি (রাঃ) সাবালাল হুদা ফি মাওলুদে মোস্তফা নামক কিতাবে এবং শাইখ আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে কলবী রচিত "কিতাব আল-তানবীর ফি মওলুদ আল বসিব ওয়ান নাজির" গ্রন্থে এবং আব্দুল হক এলাহাবাদী রচিত " দরূদে মোনাজ্জাম" গ্রন্থে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন,

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাথে মদিনায় হযরত আবু আমের আনসারীর গৃহে গমন করে দেখি, তিনি তার সন্তানাদি ও আত্মীয়স্বজনকে নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলেছেন আজই সেই দিন। এদদর্শনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমার উপর রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহর ফেরেস্তাগণও তোমাদের সকলের জন্য মাগফেরাত কামরা করছেন। যারা তোমাদের ন্যায় এরূপ কাজ করবে তারাও তোমাদের মত নাজাত বা পরিত্রান পাবে।

২। আল্লামা আবুল কাছিম মোহাম্মদ ইবনে ওসমান (রাঃ) রচিত "আদ্-দার আল মুনাজ্জাম" কিতাবে এবং ইবনে দাহইয়ার (রাঃ) ৬০৪ খিঃ) রচিত আত্-তানভীর গ্রন্থে এবং ইমাম জালালুদ্দীন সিয়ুতী (রাঃ) রচিত "সাবালাল হুদা ফি মাওলুদে মোস্তফা কিতাবে হযরত আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন–

একদিন তিনি কিছু লোক নিয়ে নিজ গৃহে নবীজি এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে আনন্দ উৎসব করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী আলোচনায় দরূদ ও সালাম পেশ করছিলেন। এমন সময় নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তথায় উপস্থিত হয়ে এ অবস্থা দেখে বললেন "তোমাদের জন্য আমার সাফায়াত ওয়াজিব হয়ে রইল।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোক্ত হাদিস দু'খানি হতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে সাহাবায়ে কেরামগণও রাসূলে পাক (সঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করতেন এবং ইহাকে (১) আল্লাহ্ পাকের রহমত (২) রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাফায়াত ও (৩) ফেরেস্তাগণের মাগফেরাত তথা দোয়া লাভের এক বিশেষ উপকরণ স্বরূপ মনে করতেন।

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় হতে আরও সুস্পষ্ট যে, যে বা যাহারা অতি সাড়ম্বরের সাথে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করবেন, তার বা তাদের জন্য প্রিয় নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাফায়াত লাভের অঙ্গীকার করেছেন।

কাজেই যার ভাগ্যে তার সাফায়াত নসীব হবে সে যে অত্যন্ত ভাগ্যবান তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাফায়াতের জন্য প্রকৃত পক্ষে সকলেই আগ্রহী এমনকি নবী–রাসূলগণ পর্যন্ত। আর মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের ফলে শুধু তার সাফায়াতই নয় সাথে সাথে আল্লাহ্পাকের রহমত ও ফেরেস্তাগণের মাগফেরাত কামনাও ভাগ্যে নসীব হয়। কাজেই এর চেয়ে উত্তম আমল আর কি হতে পারে?

৩। বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খন্ডে বর্ণিত আছে- যখন আবু লাহাব মারা গেল তখন তার পরিবারের একজন অর্থাৎ সহোদর ভাই হযরত আব্বাস (রাঃ) স্বপ্নে তাকে খারাপ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু লাহাব তুমি কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছ? তদুত্তরে বলল, তোমাদের হতে পৃথক হওয়ার পর আমি ভীষণ আযাবে প্রেফতার আছি। তবে প্রত্যেক সোমবারে আমার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলী চুষে কিছু পানি পাই, এতে আমার আজাব অনেকটা কম অনুভুত হয় কারণ যখন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন তখন ছুয়াইবা নামক এক কৃতদাসী আমাকে এসে এ সংবাদ দেয়। সে সংবাদ পেয়ে আমি খুশি হয়ে এই আঙ্গুলদ্বয়ের ইশারায় তাকে আজাদ করে দিয়ে ছিলাম। এই জন্যই ঐ দিন আল্লাহ্ পাকের রহমতে আমার শাস্তি কম হয়।

ঘটনা হল ঃ- আবু লাহাব হযরত আব্দুল্লাহর সহোদর ভাই ছিল। যখন তার বাঁদী ছুয়াইবা এসে তাকে খবর দিল যে, আজ আপনার ভাই আব্দুল্লাহর ঘরে সন্তান (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জন্ম গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি খুশিতে সেই বাঁদীকে তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের ইশারায় বলেছিল যেহেতু তুমি আমাকে খুশির সংবাদ শুনিয়েছ তাই আজ হতে তুমি মুক্ত স্বাধীন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ পাক তার প্রতি এতটুকু করুনা করেছেন যে, সে দোযখে যখন তৃষ্ণাবোধ করে তখন প্রতি সোমবার নিজের সেই আঙ্গুলদ্বয় চুষতে থাকে, এতে তার তৃষ্ণা কিছুটা লাগব হয়।

লক্ষ্য করুন, সে ছিল কট্টর কাফির, যার পাপাচারের কথা পবিত্র কোরআন পাকে সূরা লাহাবে উল্লেখ আছে। তা সত্ত্বেও শিশু নবীর জন্মের খুশিতে সে একটি বাঁদী আযাদ করেছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্মের খুশিতে নয়। নবীকে না মেনে, নবীর প্রতি ঈমান না এনে শিশু ভাতিজার জন্মের খুশিতে বাদী আযাদ করে যদি এত বড় প্রতিদান লাভ করা যায় তবে আমরা নবীকে নবী মেনে, নবীর প্রতি ঈমান এনে, তাঁর প্রতি মহব্বত রেখে যদি খুশি মনে আনন্দিত হৃদয়ে নবীর জন্মের খুশিতে মিলাদুন্নবী দিবস উদযাপন করি তবে আমরা আল্লাহ্ পাকের করুণায় কি নেয়ামত লাভ আশা করতে পারি না? আল্লাহ্ পাক হলেন দয়াবান, আমরা তাঁর করুণার ভিখারী, আমাদেরকে কি তিনি এর প্রতিদানে কিছুই দিবেন না?

মাদারেজুন নবুয়ত কিতাব দ্বিতীয় খন্ডে আবু লাহাবের এই ঘটনা আলোচনা করে উল্লেখ করেন- এ ঘটনার মধ্যে মিলাদ মাহফিল আয়োজকদের জন্য বিরাট দলিল রয়েছে। আবু লাহাব কট্টর ইসলাম ও নবী বিরোধী হয়েও যদি শিশু নবীর জন্মের খুশিতে এত বড় নেয়ামত পেতে পারেন, তবে ওই মুসলমানদের কি হবে যারা তাঁর জন্ম তথা বেলাদতের দিনে আনন্দ, ভালবাসা ও খুশিতে বিভোর হয়ে অকাতরে দান খয়রাত করে থাকেন ও মিলাদ মাহফিল উদযাপন করে থাকেন।

জুরকানী শরীফের ১ম খন্ডে ২৬০ পৃষ্ঠায় "তারিখে হাবিবে এলাহ্" এর ১২ পৃষ্ঠায় আবু লাহাবের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার ভাই হযরত আব্বাছ (রাঃ) তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলেন, তোমার অবস্থা কি রূপ? সে জবাব দিল কঠিক আজাবে লিপ্ত রয়েছি। তবে সপ্তাহের প্রতি সোমবার রাত্রে আজাব কমিয়ে দেওয়া হয়। আমার দুই অঙ্গুলীর মাঝ থেকে পানি নির্গত হয়ে থাকে, আর তা পান করে আমার আজাব হালকা হয়। দুই আঙ্গুল হচ্ছে ঐ দুই আঙ্গুল, যার দ্বারা ছোয়াইবা দাসীকে আজাদ করেছিলাম। অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ভূমিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ প্রদানের পর আনন্দিত হয়ে পুরস্কার স্বরূপ দুই আঙ্গুলীর ইশারাতে ছোয়াইবাকে আজাদ করে দেওয়ায় ও ছোয়াইবা কতৃক মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে দুধ পান করানোর কারণে আমার শাস্তি হালকা হয়ে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোচ্য হাদীসের আলোকে আল্লামা আবুল খায়ের শামছুদ্দীন ইবনে জাজিরী নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন- রাসূল সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বেলাদতের রাত্রে তার আগমনের সুসংবাদ শুনে খুশী হওয়ার কারণে যদি এমন জগন্য কাফের যার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে পবিত্র কুরআনের সূরা নাযিল হয়েছে তার জন্য জাহান্নামে আল্লাহপাক প্রতিদান দিয়ে থাকেন, তবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের মধ্যে একজন তাওহীদবাদী মুসলমান তাঁর জন্মদিনে খুশী হলে এবং তাঁর মহব্বতে পড়ে তার সাধ্যমতে সম্পদ ব্যয় করলে তাঁর প্রতিদানের অবস্থা কেমন হতে পারে? আমার জীবনের শপথ, নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিদান আল্লাহ্ মেহেরবানের পক্ষ থেকে এই হবে যে, আল্লাহপাক তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহে জান্নাতুন্নাঈমে প্রবেশ করাবেন।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আব্বাছ (রাঃ) বর্ণিত এ হাদিসখানা আল্লামা বদরউদ্দীন আইনী তদীয় গ্রন্থ ওমদাতুল কারীর মধ্যে এবং হাফেজ ইবনে হাজার আছকালানী ফাতহুল বারীর মধ্যেও সংকলন করেছেন। তাছাড়া ভারত উপমহাদেশে হাদীছের খেদমতে অনন্য ব্যক্তি শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দিছ দেহলভী রাহমুতুল্লাহি আলাইহি তাঁর লিখা মাদারেজুন্নবুয়ত নামক গ্রন্থেও হাদীসটির উদৃতি দিয়েছেন। অতএব হাদীসটির সত্যতার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

তাই হাদীসের সত্যতা আর ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য ও ভাষ্যমতে আমরা স্পষ্টভাবে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিনে ঈদ বা খুশী পালন করা নিঃসন্দেহে বৈধ এবং সাওয়াবের কাজ এবং এর ফজিলত অফুরন্ত।

৪। মিলাদ মাহফিল করা হলে হুজুর পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাজী এবং খুশি হন বলে অনেক বুজুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নেও দেখেছেন, যেমন আব্দুল হাই লাখনভী মজমুয়ায়ে ফতোয়ার দ্বিতীয় খন্ডে ৩৪৬ পৃঃ লিখেছেন।

"অনেক মাশায়েখে তরিকত (রাঃ) সৃষ্টি কুলের সর্দার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেছেন যে মিলাদ মাহফিলের প্রতি তিনি রাজী ও খুশি রয়েছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব তিনি যে বিষয়ে খুশি রয়েছেন নিশ্চয়ই তা ভাল কাজ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

"ছিরাতে শামীয়া" নামক কিতাবে আবু আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু মোহাম্মদ নোমান হতে বর্ণিত আছে– আমি আবু মূসা জারহুনীকে বলতে শুনেছি–

" আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখে মিলাদ মাহফিল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বল্লেন- যে ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করে আমিও তাঁর সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করে থাকি।

যুক্তিও বলে যে মিলাদ শরীফ বড় কল্যাণকর মাহফিল। এতে অনেক উপকার রয়েছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ফজিলত সমূহের কথা শুনে মুসলমানদের অন্তরে হুজুরের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী এবং অন্যান্য আলেমগণ বলেন যে, হুজুর আলাইহিস সালামের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধির জন্য বেশী বেশী করে দরূদ শরীফ পড়া ও তাঁর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

৫। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি হৃদয়ে মহব্বত বৃদ্ধি ও তাঁর সন্তুষ্টি ও সুনজর লাভের আরও একটি উপায় হল তাঁর জন্মদিন সোমবার রোজা রাখা।

মিশকাত শরীফের কিতাবুস সওম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ উল্লেখ আছে- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে সোমবার দিন রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বল্লেন, ঐ দিন তোমরা রোজা রাখ, কেননা ঐ দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং ওই দিন আমার প্রতি ওহী নাজিল শুরু হয়েছিল।

মুসলিম শরীফেও একই হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সোমবার দিন রোজা রাখা সুন্নত কেননা এতে হুজুর আলাইহিস সালামের নির্দেশ ও সম্মতি রয়েছে। এর থেকে তিনটি বিষয় জানা গেল- (১) স্মৃতিচারণ করা (২) এর জন্য দিন-তারিখ নির্ধারণ করা (৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্মের খুশি উদ্‌যাপনার্থে ইবাদত করা সুন্নত। ইবাদত শারীরিক হতে পারে, যেমন- রোজা, নফল নামাজ ইত্যাদি অথবা আর্থিকও হতে পারে যেমন- সদকা, দান খয়রাত শিরনী বিতরণ ইত্যাদি। আবার উভয়ও হতে পারে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসুলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে সোমবার দিনে। এই দিনে সারা দুনিয়ার মানুষ অতি শান-শওকতের সাথে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করে থাকে। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাথে সংঘটিত বিভিন্ন ঘচনাবলীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যে সময়ে বা তারিখে তা সংঘটিত হয়েছে, সেই সময় ও তারিখে বিভিন্ন এবাদত বন্দেগী তথা আমলের দ্বারা আমাদের মাঝে তা চির জাগরুক করে রেখেছেন। যেমন মূসা (আঃ) কে ফেরাউনের হাত হতে রক্ষার দিনে তথা ১০ই মহরমে রোজা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তদ্রুপ হজ্জ পালন করা, সাফা-মারওয়াতে দৌড়ানো ইত্যাদি হজ্জের অঙ্গ করে দিয়েছেন। তদ্রুপ ফজরের ওয়াক্তে হযরত আদম ও মা হওয়া (আঃ) এর আরাফাতের ময়দানে মিলিত হয়ে দুই রাকাত শুকরিয়া নামাজকে আমাদের জন্যও ফরজ করেছেন। তদ্রুপ অন্যান্য ওয়াক্তের নামাজের ফরজ নামাজগুলিও বিভিন্ন নবীদের সাথে সম্পর্কিত।

কাজেই ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখে নেয়ামতুল্লা ও রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াতে আগমন উপলক্ষে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী পালন যদিও আমাদের জন্য ফরজ করা হয় নাই তথাপি ইহা আল্লাহ্ পাক ফেরেস্তাগণের ও রাসূলে পাকের সুন্নত এবং এতে যে আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ও রাসূলে পাকের সম্মতি রয়েছে, পূর্ববর্তী আলোচনা হতে তা খুবই স্পষ্ট, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা এ দিনে আনন্দ উৎসব পালনে নিষেধ করেন তাদেরকে শয়তানের অনুচর তথা শাগরেদ বলাই বাঞ্চনীয়। কেননা আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ পাক যখন হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছিলেন তখনও শয়তান খুশি হয়নি এবং অহংকার বশত তাঁকে সেজদা না করে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে।

অথচ ফেরেস্তারা আনন্দের সাথে আদম (আঃ) কে সেজদা করে। হযরত মূসা (আঃ) যাতে জন্ম নিতে না পারেন সেজন্য শয়তান সদৃশ্য ফেরআউন তাঁর সাম্রাজ্যে হুকুমজারি করেছিল শিশু সন্তান জন্মের সাথে সাথেই তাকে হত্যা করতে হবে। এতে হাজার হাজার নবজাত শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু নবী মূসা (আঃ) এর জন্মকে ঠেকাতে পারেনি। তেমনিভাবে আল্লাহ্পাকের প্রিয় হাবিবকে যখন আল্লাহ্ পাক দুনিয়ায় পাঠাইলেন তখন হাজার হাজার ফেরেস্তা তথা কুল কায়েনাত যখন তাঁকে খোশ আমদেদ জানাচ্ছে তখন অভিশপ্ত শয়তান পলায়নরত ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বর্তমানেও আমরা দেখতে পাই ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর দিনে কিছু সংখ্যক মানুষ নামধারী শয়তান পলায়নরত। সেই সব মানুষ নামধারী শয়তান আল্লাহ্ পাকের হুকুম "ওয়াজকুরু নেয়ামতুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের জিকির তথা গুনগান আদায় না করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে যেমন করেছিল শয়তান প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শুভ আগমনের ক্ষণে। আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে যত নেয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াতে শুভাগমন সবচেয়ে বড় নেয়ামত কেননা আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলেছেন, "লাও লাকা লামা খালাকতু আখলাক।" অর্থ- হে হাবিব, আমি আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

তাই হে মুসলিম ইমানদান ভাই ও বোনেরা ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখে খুব শান শওকতের সহিত পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী পালন করুন এবং অতিমাত্রায় দান-খয়রাত ও এবাদত বন্দেগী করুন এতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল খুবই খুশী হবেন। মনে রাখবেন তাঁদের খুশীই আমাদের চির-আরাধ্য এবং মুক্তির একমাত্র উপায়। আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সে তওফিক দান করুন ও আমাদেরকে কবুল করুন।

(আমিন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

১। উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রাঃ) তার রচিত "মা ছাবাতা মিনাচ্ছুনা" গ্রন্থে লিখেছেন– হাজার মাসের চেয়ে উত্তম লাইলাতুল কদর, ফজিলতের রাত্রি-শবে বরাত, শবে মেরাজ, দুই ঈদের রাত্রি এ সবই রাহমাতুল্লিল আলামীনকে দান করা হয়েছে। যাকে এসব দান করা হয়েছে তাঁর শুভাগমন দিবস যে কত লক্ষ কোটি দিবস রজনীর চেয়ে উত্তম তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

২। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলভী (রাঃ) বলেন–
আমার পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বেলাদতের দিবসে প্রতি বৎসর ভোজের আয়োজন করতাম। এক বৎসর এমন হল যে, এ অনুষ্ঠানের জন্য একমাত্র ছোলাভাজা ব্যতিত অন্য কিছুরই সংস্থান হল না। অগত্য তা-ই লোকদের মাঝে বিতরণ করে দিলাম। পরে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম-তখন দেখলাম যে, ঐ ছোলাভাজা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত রয়েছে।

– হাকিকতে মোহাম্মদী, ৩০১ পৃষ্ঠা।

৩। উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম ও পীর মাশায়েখগণের পীর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজের মক্কী (রাঃ) তাঁর বিরচিত "হাফজ মাছায়েল" গ্রন্থে লেখেন–

এই ফকিরের নিয়ম হল, আমি মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করে থাকি, বরং মিলাদ অনুষ্ঠানকে বরকত লাভের উপায় বিবেচনা করে আমি প্রত্যেক বৎসরই মিলাদের মজলিস করে থাকি এবং এ অনুষ্ঠানে কিয়ামের সময় অশেষ আনন্দ ও লজ্জত উপভোগ করি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪। ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রঃ) বর্তমান প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠানকে বৈধ মনে করতেন এবং নিজেও তা পালন করতেন। এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন–

প্রতিবৎসর এই ফকিরের গৃহে দুবার মজলিশ হয়ে থাকে। প্রথমটি আশুরা অথবা তার দু-একদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এই মজলিশে চারশত অথবা পাঁচশত কখনও হাজার লোকের সমাগম হয়ে থাকে এবং তাতে ইমাম হাসান ও হোসাইন আলাইহিস সালামের ঐ সমস্ত মহিমা আলোচনা করা হয়ে থাকে যা হাদিসে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয়টি হয় মিলাদ মজলিশ। এতে রবিউল আউয়াল মাসে ১২ তারিখে পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী লোক সমবেত হয়ে দরূদ পাঠে নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর এই ফকির অর্থাৎ আমি নিজে উপস্থিত হই। প্রথমে রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উচ্চ মর্যাদা ও মহিমার বর্ণনা হয়। তারপর তার জন্মবৃত্তান্ত, তার দুগ্ধপান অবস্থার কিয়ৎ বিবরণ, তাঁর শারিরীক অবয়ব এবং এতদক্রান্ত অন্যান্য হাদিস বর্ণিত হয়ে থাকে। পরে শিরনী বা খাদ্য– জাতীয় যা উপস্থিত থাকে তার উপর ফাতেহা পাঠ করা হয় এবং উপস্থিত লোকদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়।

৫। আল্লামা কসতুলানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে তার রচিত মাওয়াহেবে লাদুন্নবীয়া গ্রন্থে বর্তমান প্রচলিত মিলাদ শরীফ বৈধ ও ফজিলত পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–
মুসলমানগণ বরাবরই তাঁর জন্ম মাসে সমবেত হয়ে তাঁর জন্ম উৎসব পালন করে থাকেন এবং ঐ রাত্রিতে নানা প্রকার ছদকা খয়রাত ও আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন। এ ছাড়াও নানা প্রকার সৎকার্য করে থাকেন ও তাঁর সম্মানিত মিলাদ পাঠ করেন। তার বদৌলতে তাদের উপর বহুবিদ বরকত নাজিল হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন–

এই প্রকার মিলাদ অনুষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত উপকার লাভ হয়ে থাকে তন্মধ্যে ইহা অন্যতম ও পরীক্ষিত যে, সে বৎসর বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকা যায় এবং নিজের ন্যায় সঙ্গত আকাঙ্খা পূর্ণ হয়ে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্পাক দয়া প্রদর্শন করেন সে ব্যক্তির উপর, যে হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্ম মাসের রাত্রি সমূহকে নিজের জন্য ঈদ স্বরূপ অবলম্বন করে থাকে। যাতেকরে রোগগ্রস্থ ও প্রতিবাদ পূর্ণ হৃদয় সমূহে শেল বিদ্ধ হতে পারে।

৬। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে জাত্তজি (রাঃ) মিলাদ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন–

মক্কা, মদীনা শরীফ, মিশর ইয়ামের, শাম ও আরবের পূর্বে হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত দেশের মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকেন।

তারা রবিউল আওয়াল মাসের আগমনে আনন্দিত হয়ে থাকেন। উচ্চ মানের কাপড়-চোপড় পড়েন ও গোসল করে থাকেন। নানা প্রকার সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিত হন। এদিনে তারা আনন্দের সাথে আতর সুরমা ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করেন। প্রচুর অর্থাদি খরচ করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নাতিয়া ও মিলাদ পাঠ করে থাকেন। এ সমস্তের দ্বারা তারা যথেষ্ট সাফল্য ও ছওয়াব লাভ করে থাকেন। মিলাদ অনুষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত উপকারাদি লাভ হয়ে থাকে তন্মধ্যে ইহা পরীক্ষিত যে সে বৎসর সর্ব বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য ও ছওয়াব লাভ হয়ে থাকে। দেশে শহরে ও বাড়িঘরে হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ এর বরকতে সর্বদাই শান্তি ও আমান (নিরাপত্তা) বিরাজ করে।

এমনি ভাবে বহু মনীষীর বাণী উল্লেখ করা যায় যারা মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান ও কেয়াম করাকে ফজিলত লাভের ও প্রিয় নবীজি সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সুনজর লাভের একটি উৎকৃষ্ট উপায় বলে মনে করেন এবং প্রতি বৎসর ১২ই রবিউল আউয়াল শান শওকতের সহিত মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান শরীয়ত সম্মতভাবে আয়োজন করে থাকেন। বিভিন্ন মনীষীগণ কর্তৃক এ বিষয়ের উপর প্রচুর কিতাবাদি রচিত হয়েছে। এখানে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সে সব উল্লেখ করা হতে বিরত রহিলাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বর্তমান সৌদি বাদশাহগণ আব্দুল ওয়াহাব নজদীর প্রবর্তিত মতবাদে বিশ্বাসী ও তাদের মতবাদ প্রচারে সর্ব প্রকার সহায়তা দিয়ে আসছে। তাই তাদেরকে ওয়াহাবী বলা হয়। তারা সিংহাসনে আরোহনের পর মিলাদ শরীফ উদ্যাপনকে বেদায়াত আখ্যা দিয়ে ইহা বন্ধে সর্ব প্রকার উদ্যোগ গ্রহন করে এবং ছলে, বলে, কৌশলে তার প্রচার ও প্রসার রোধ করে আসছে। বর্তমানে যেসব আলেম ওলামা বাংলাদেশে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, তারা সবাই আব্দুল ওয়াহাব নজদীর প্রবর্তিত মতবাদে বিশ্বাসী। ওয়াহাবী মতবাদের ক্ষতিকারক দিকগুলো সম্পর্কে বাজারে প্রচুর কিতাবাদি পাওয়া যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিলাদে কেয়াম কেন করি?

আমরা প্রথমতঃ দুই কারণে মিলাদে কেয়াম করে থাকি। ইহার একটি হল কেয়াম করা সুন্নতে হুর ও মালায়েক অর্থাৎ বেহেস্তের হুর ও ফেরেস্তাগণের সুন্নত। কেননা হাদিস শরীফে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শুভ জন্মক্ষনে আল্লাহ্ পাকের হুকুমে বেহেস্তের হুর ও ফেরেস্তাগণ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য তাঁর হুজরার চার পার্শ্বে দন্ডায়মান হয়ে তাঁর প্রতি সালাম ও দরূদ পেশ করছিলেন। সেই স্মৃতিকে স্বরণ করে আমরা একই আমল করে থাকি।

দ্বিতীয়তঃ আমরা বিশ্বাস করি ও রাখি যে মিলাদ মাহফিলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে অথবা আত্মীকভাবে সাহাবাগণ সহ হাজির হয়ে থাকেন। ফলে আমরা তাঁর ইজ্জত সম্মান ও তাজীমের খাতিরে কেয়াম করে থাকি। এ দুইটি কারণ নিম্ন বিশদভাবে বিশ্লেষন করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ ইহা ছাড়াও আমরা পূর্ববর্তী আলোচনা হতে দেখেছি মিলাদ বা জন্মবৃত্তান্ত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং যখন করেছেন তখন তিনি মিম্বরে দন্ডায়মান হয়ে করেছেন, অনেক সাহাবা কেরামও মসজিদে নববীব মিম্বরে দন্ডায়মান হয়ে মিলাদ বা জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। ইহা ছাড়াও হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস হতে আমরা জানতে পারি যে হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ) এর জন্য মসজিদে নববীতে একটি আলাদা মিম্বর স্থাপন করা হয়েছিল। যাতে তিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা গীতি বা কাসিদা মিম্বরে দাড়িয়ে করতে পারেন। কাজেই মিলাদ মাহফিলের সময় দন্ডায়মান বা কেয়াম করা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণের সুন্নত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থতঃ আমরা পূববর্তী আলোচনায় এও দেখেছি যে, পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের নিজ নিজ উম্মতের নিকট দন্ডায়মান হয়েই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ বা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন, তাই ইহা পূর্ববর্তী নবীগণেরও সুন্নত। এ সবের বিষদ আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে করা হয়েছে।

এখন প্রধান দুইটি কারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক–

প্রথম কারণ

হাদিস শরীফে হযরত আমর ইবনে কুতাইবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে হযরত আমেনা (রাঃ) এর যখন সন্তান প্রসবের সময় উবনীত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাদেরকে বললেন,

তোমরা সমস্ত আকাশের দরজাগুলো ও জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দাও। আর সমস্ত ফেরেস্তাদেরকে তাঁর হুজুরে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং সত্তর হাজার বেহেস্তের হুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্ম গ্রহণের অপেক্ষায় বায়ুমন্ডলে দণ্ডায়মান থাকে।

– আবু নাঈম।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, মাদারেজুন নবুওয়াত ও অন্যান গ্রন্থে বেলাদত প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, প্রিয় নবীজির পবিত্র বেলাদতের রাত্রে হযরত আমেনা (রাঃ) এর দুয়ারে দাড়িয়ে ফেরেস্তাগণ সালাত ও সালাম পেশ করেছিলেন এবং তাঁর শত্রু শয়তান দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পলায়নরত ছিল।

আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হাবিব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বেলাদত তথা আবির্ভাবে সমগ্র বিশ্ব ভ্রামান্তে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত ফেরেস্তাগণ ও হাজার হাজার হুর তাঁকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য বায়ুমণ্ডলে তার হুজরার চারি পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়ে দরূদ ও ছালাম পেশ করছিলেন এবং অপেক্ষায় ছিলেন সেই শুভক্ষনের অপেক্ষায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরই স্মৃতি স্বরূপ এবং এই স্মৃতিকে চির জাগরুক করে রাখার জন্য ফেরেস্তা ও হুরদের আদলে তাদের সুন্নতের স্বরণে আমরা মিলাদ মাহফিলে কেয়াম অনুষ্ঠান করে থাকে।

কেহ প্রশ্ন করতে পারেন এ আনুষ্ঠানিকতার কোন প্রয়োজন আছে কি?

প্রয়োজন আছে। ইসলাম ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন অত্যাধিক। কারণ এতে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবিব অত্যাধিক খুশি হন। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাথে যে সব ঘটনা সংঘঠিত হয় সেই সব স্মৃতিকে চির জাগরুক করে রাখার জন্য সেই সব আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হজ্জের সময় আমরা শয়তানকে ঢিল মেরে থাকি। ইহা একমাত্র সেই স্মৃতিকে চির জাগরুক করে রাখার জন্য যা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) করেছিলেন হযরত ইসমাইল (আঃ) কে কোরবানী দেওয়ার সময়।

কারণ প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এ কর্মটি আল্লাহ পাকের নিকট খুবই পছন্দ হয়েছিল তাই তা আমাদের জন্য হজ্জের সময় ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তা না হলে সেই আমল ১৪০০ বৎসর যাবৎ আমাদের পালন করার কোন অর্থই হয় না। সেখানে শয়তান দাড়িয়ে নেই যে আমাদেরকে পাথর মারতে হবে?

তদ্রুপ বিবি হাজেরা (রাঃ) সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো আল্লাহ্ পাকের নিকট খুবই পছন্দ হয়ে যায়, তাই আমাদেরকে হজ্জ ও ওমরা পালন করার সময় ইহা অনুকরন করার নির্দেশ দেন যা আজ অবদি হাজার হাজার মুসলমান প্রতি মুহুর্তে পালন করে আসছে। তদ্রুপ আমরা দেখতে পাই প্রতি ওয়াক্ত নামাজের ফরজ নামাজগুলো কোন না কোন নবীর সাথে সম্পর্কিত তাই সেই সব আমাদের জন্য পালন করা ফরজ করে দিয়েছেন। যেমন–

১। আরাফাতের ময়দানে তৌবা কবুল হওয়া উপলক্ষ্যে হযরত আদম (আঃ) ফজরের ওয়াক্তে দুই রাকাত শুকরানা নামাজ আদায় করেছিলেন। তারই স্মরনে আমরা ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করে থাকি।

২। হযরত ইসহাক (আঃ) এর জন্ম হলে জোহরের ওয়াক্তে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) চার রাকাত শুকরানা নামাজ পড়েছিলেন, তারই স্মরণে জোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করে থাকি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩। হযরত উজাইর (আঃ) ১০০ বৎসর পর ঘুমহতে উঠে আছরের ওয়াক্তে চার রাকাত শুকরিয়া নামাজ আদায় করেছিলেন, তারই স্মরণে আমরা আছরের চার রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করে থাকি।

৪। হযরত আইয়ুব (আঃ) দীর্ঘ রোগ হতে মুক্তির পর মাগরিবের ওয়াক্তে চার রাকাত শুকরানা নামাজের নিয়ত করেন। কিন্তু দুর্বলতার কারণে তিন রাকাত নামাজ আদায় করেন এবং আল্লাহ্ পাক ইহাই কবুল করেন। ইহার স্মরণে আমরা তিন রাকাত মাগরিবে ফরজ নামাজ আদায় করি।

৫। হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট হতে ৪০ দিন পর মুক্তি পেয়ে ৪ রাকাত শুকরানা নামাজ এশার ওয়াক্তে আদায় করেন। তারই স্মরণে আমরা এশার চার রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করি।

৬। মেরাজের রজনীতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমস্ত আম্বিয়াগণের ও ফেরেস্তাদের ইমাম হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে তিন রাকাত নামাজ আদায় করেন। তারই স্মরণে আমরা বেতেরের তিন রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করি।

৭। রজব মাসের কোন এক জুমার রাত্রে হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নূর মোবারক হযরত মা আমেনার গর্ভে স্থিতি লাভ করে। তারই স্মরণে আমরা জুম্মার দু'রাকাত ফরজ নামাজ জামায়াতে আদায় করে থাকি।

৮। মহরমের দশ তারিখে হযরত মূসা (আঃ) নীল নদ পার হয়ে ফেরাউনের অত্যাচার হতে মুক্তি লাভ করেন। তারই স্মরণে ও আনন্দে ইহুদীদের ন্যায় আমরা মহরমের দশ তারিখে রোজা পালন করি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ।

তবে একদিনের পরিবর্তে দুই দিন। পরর্তীতে তার সাথে যোগ হয় হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও মা ফাতেমার প্রিয় দুলাল, বেহেস্তের যুবকগণের সর্দার হযরত ইমাম হসাইন (রাঃ) এর কারবালার প্রান্তরে মর্মান্তিক ভাবে শহীদ হওয়ার ঘটনা। ফলে তা আনন্দের পরিবর্তে দুঃখের দিনে পরিনত হয়।

৯। সহী মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে– সোমবার দিন রোজা রাখা সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তোমরা সোমবার দিন রোজা রাখ কেননা সেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং সেদিন আমার নিকট ওহী প্রেরণ শুরু হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের সাথে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলীকে চির জাগরুক করে রাখার জন্য সেইসব কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য ফরজ বা ওয়াজিব হিসাবে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হাবিব, যাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতেন না বলে আল্লাহ পাক সয়ং ঘোষনা দিয়েছেন তার দুনিয়াতে আর্বিভাবের সময়ের ঘটনা চির জাগরুক করে রাখার জন্য মিলাদ মাহফিলের ও কেয়াম অনুষ্ঠানে আপত্তি থাকবে কেন? বরং এতে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খুশিই হবেন। বরং ইহা ফেরেস্তা ও হুরদের সুন্নত যারা আপত্তি করেন তারা এর গুরুত্বই অনুভব করতে পারেন না। এ তাদের মুর্খতা ও স্বল্প জ্ঞানের পরিচয়।

দ্বিতীয় কারণ

আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখে কেরাম ইহাকে সমর্থ করেন এবং স্বীকার করেন মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের সময় হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ স্বশরীরে অথবা রুহানীভাবে মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকেন। যে সব পীর-মাশায়েখ উন্নত কামালিয়তের তথা অন্তদৃষ্টির অধিকারী তারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতি স্বচক্ষে দেখতে পান।

তাই তাঁর তাজিমে দণ্ডায়মান হওয়া অতি জরুরী মনে করেন নতুবা চরম বেয়াদবীর ভাগীদার হতে হবে। উলামা-মাশায়েখগণ যে স্বচক্ষে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন এমন অনেক ঘটনা পীর-মাশায়েখদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে এবং তা স্বীকৃত।

যারা ইহা বিশ্বাস করেন না তাদেরকে বলতে হয় ***সমস্ত আম্বীয়ায়ে কেরাম স্বশরীরে জীবিত আছেন এবং উনারা স্বাধীন ভাবে চলাচল করতে পারেন সে এখতিয়ার তাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক দিয়েছেন।*** এ বিষয়ে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। নিম্নে কয়েকটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছি–

১। ইবনে মাজা ও মিশকাতুল মাসাবীতে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্ তা'য়ালা মাটির জন্য নবীগণের পবিত্র দেহ ধ্বংস করা হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহর নবীগণ জীবিত আছেন এবং তাদেরকে আহার পরিবেশন করা হয়।

মৃত্যুর পরে নবীগণের দেহ যে নষ্ট হয় না তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হযরত সোলায়মান (আঃ) এর ঘটনা যা পবিত্র কোরআন পাকে বর্ণিত আছে। তিনি মৃত্যুর পরও এক বৎসর তার লাঠিতে ভর দিয়ে ঠায় দাড়িয়ে ছিলেন, যাতে জিন জাতি বুঝতে না পারেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ইত্যবসরে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যায়। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর শরীরের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় নি।

২। ইমাম কুস্তলানী মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে লিখেছেন– নবীগণ নিঃসন্দেহে জীবিত আছেন এবং তাঁদেরকে রিজিক দান করা হয়।

৩। আমরা জানি মৃত্যু হলে মানুষের আমল করার প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ আছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামগণকে নামাজ পড়তে দেখেছেন।

৪। সহীহ মুসলিম ও বোখারীতে বর্ণিত আছে– মিরাজের রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম একত্রিত হলে হযরত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ইমামতিতে তারা দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। মেরাজের ঘটনায় আরও উল্লেখ আছে, বায়তুল মুকাদ্দাসা যাওয়ার পথে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত মূসা (আঃ) কে নিজ কবরে নামাজ রত অবস্থায় দেখেছেন। আরও উল্লেখ আছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন আম্বিয়াগণের সাথে বিভিন্ন আসমানে মোলাকাত করেন বিশেষ করে নামাজের পরিমান কমানোর ব্যাপারে হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে তার কথোপকথন সর্বজন স্বীকৃত। এসব ঘটনা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় হযরত মূসা (আঃ) সহ অন্যান্য নবীগণ একই মূহুর্তে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন, তারা জীবিত আছেন এবং বিভিন্ন আমল করছেন, অথচ মৃত ব্যক্তির জন্য আমল প্রযোজ্য নয়।

৫। মুসলিম শরীফে আরও একটি হাদিসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি বলেন একবার হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত হলে তিনি সেখানকার একটি পাহাড়ের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) উত্তরে বললেন এই পাহাড়ের নাম "হারসা" বা "লিফত" হবে। অতপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন–

"আমি দেখতে পাচ্ছি হযরত ইউনুস (আঃ) একটি লাল উটের উপর চড়ে লাব্বায়েক বলতে বলতে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন।

ইমাম জুরকানী শরহে মাওয়াহহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে লিখেছেন–

নবীগণের মৃত্যু এতটুকু মাত্র, যে তাঁরা শুধু লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। তারা যে জীবিত আছেন এতে কোন সন্দেহ নাই।

কাজেই সমস্ত নবীগণ যে স্বশরীরে জীবিত এবং তাঁরা যে বিভিন্ন আমল করছেন এবং বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করছেন তা উপরের হাদিস সমূহ হতে প্রমাণিত।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন–

খবরদার তোমরা শহীদদেরকে মৃত বলিও না বরং তারা জীবিত, তাদেরকে আহার প্রদান করা হয়।

–সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১৬৯

অন্যত্র এরশাদ করেন–

যারা আল্লাহর রাস্তায় প্রাণদেয় খবরদার তাদেরকে মৃত বলিও না। তারা জীবিত ইহা তোমাদের জ্ঞানের অনেক উর্ধে।

–সূরা বাকারা আয়াত-১৫৪।

একজন শহীদ হতে নবীর মর্যাদা অনেক অনেক উপরে। কাজেই একজন শহীদ বা আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন কারীর যদি এই মর্যাদা হয় তবে নবীগণের কি হবে সহজেই অনুমেয়।

হযরত ইমাম জালালুদ্দিন সিউতি (রাঃ) তাঁর কিতাব মাহিমাতুল মা'আরিফ-এ লিখেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আসমান ও জমিনে ভ্রমন করে থাকেন। কিন্তু তিনি সকলের চোখের অন্তরালে আছেন। যেমন ফেরেস্তাগণ রয়েছেন। তবে আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা করে থাকেন তাঁকে দেখিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমাকে দেখেছে, সে সত্যিই দেখেছে এতে কোন সন্দেহ নাই।

তাফসিরে রুহুল বয়ানে সূরা মুলক্ এর শেষে উল্লেখ আছে–

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সাহাবাগণসহ আসমান ও জমিনের সর্বত্র ভ্রমন করার ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক দিয়েছেন।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে স্বশরীরে জীবিত আছেন তা নিম্নের কয়েকটি ঘটনা হতেও বুঝা যায়।

১। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জানাজার নামাজ পড়া হয় নাই। কারণ সাহাবাগণ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হায়াতুন্নবী মনে করতেন।

তিরমিজি, ইবনে মাজা ও জুরকানীসহ সকল গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে সাহাবাগণ দশ পনেরজন করে পৃথক পৃথক ভাবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শরীর মোবারক যে ঘরে রাখা হয়েছিল দরূদ ও সালাম পড়তে পড়তে সে ঘরের এক দিক দিয়ে ঢুকতেন ও অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতেন এবং এ কাজে মহিলা ও শিশুরাও শরীক হয়েছিলেন।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাদারিজুন নবুওয়াত এর দ্বিতীয় খন্ডে উল্লেখ আছে–

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বেছালের পর প্রথমে আল্লাহ্ পাক সালাত পাঠ করেন, তারপর ফেরেস্থাগণ, আহলে বায়েত ও সাহাবা গণ পড়েন।

২। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বেছালের পর তাঁর পবিত্র বিবিগণের বিয়ে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে হারাম করে দেন। এর একমাত্র কারণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন হায়াতুন্নবী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩। তাঁর বেছালের পর তাঁর সম্পত্তির ওয়ারিশ হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও অন্যান্য মেয়েগণ হওয়ার কথা। কিন্তু তা তাঁরা পান নি। এর একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন হায়াতুন্নবী।

উপরোক্ত আলোচনা হতে ইহা স্পষ্ট যে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে জীবিত আছেন এবং সাহাবীগণসহ স্বাধীনভাবে সর্বত্র ঘুরে বেড়ানোর ক্ষমত আল্লাহ্ পাক তাঁকে দিয়েছেন। আমরা পূর্বের আলোচনা হতে ইহাও জানি যে মিলাদ মাহফিল আয়োজনে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং খুশি হয়েই তিনি সাহাবীগণসহ সে সব মাহফিলে উপস্থিত হন এবং কাশফ্ ও বেলায়েত প্রাপ্ত পীর মাশায়েখ ও আলেমগণ যাদেরকে আল্লাহ্ পাক সে ক্ষমতা দান করেন তাঁরা তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পান। যেহেতু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিলাদ মাহফিলে হাজির হন বলে আমরা ধরে নিয়েছি তাই তাঁকে আমরা আম জনগণ দেখতে পাই বা না পাই, তাঁর ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদার ও তাজিমের খাতিরে কেয়াম করে থাকি। এবং ইহা একটি খুবই উত্তম আমল। প্রসিদ্ধ মাশায়েখ ও উলামাকেরামগণ একে সমর্থন করে গেছেন ও এ আমল করে থাকেন। এমনকি দেওবন্দ মাদ্রাসার বহু প্রসিদ্ধ আলেমের পীর ও মুরশিদ হযরত ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ " ফয়সালা হাফতে মাসালায়" লিখেছেন–

" মিলাদ শরীফকে আমি বরকত ও রহমতের উছিলা মনে করি এবং প্রতি বৎসর এর ইনতেজাম করে থাকি। আর কিয়াম করার সময় ইহার বিশেষ লজ্জত ও লুফত উপভোগ করি।

এবার দেখুন মিলাদ মাহফিলে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হাজিরী সম্পর্কে ওলামায়েকেরাম ও মাশায়েখগণ এর অভিমত–

১। হযরত ইমাম জালালুদ্দিন সূয়তী (রাঃ) তদ্বীয় গ্রন্থ শরহুস সূদুর কিতাবে লিখেছেন–

" বহু বিশ্বস্ত আলেম আমার নিকট বলেছেন যে, তাঁরা মিলাদ মাহফিলে মওলুদ শরীফ পাঠ কালে এবং কোরআন শরীফ খতম কালীন বহুবার নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দর্শন লাভ করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলবী (রাঃ) ফয়জুল হারামাইনের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

"আমার জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি যে, তিনি তার নিজস্ব আকৃতিতে একাধিকরার উদ্ভাসিত হয়ে আমার নিকট হাজির হয়ে থাকেন।"

৩। আশেয়াতুল লুমআত শরহে মিশকাতের তৃতীয় খন্ডে আছে, হযরত বড় পীর সাইয়্যেদ আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ) জাগ্রত অবস্থায় ওয়াজ মাহফিলে হযরত নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে দেখতে পেতেন।

৪। হযরত ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মক্কি (রাঃ) রচিত "ফয়সালায়ে হাফতে মাসায়েল" কিতাবে তিনি বর্ণনা করেন– "মিলাদ মাহফিলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতি আকলি, নকলী ও কাশফের দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত। ইহা বিশ্বাস করা কুফরী হতে পারে না।"

৫। ১৪০০ হিঃ এর মুহাদ্দেস হযরত মাওলানা আহমেদ রেজা খান বেরেলভী (রাঃ) ইকামাতুল কিয়াম" কিতাবে তৎকালীন মুফতীগণের নিম্নোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন–

"মিলাদ শরীফ মাহফিলে তাঁহার জন্ম বিবরনী পাঠের সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রূহ তথায় হাজির হয়ে থাকেন। সুতরাং তাঁহার সম্মানার্থে দাড়াইয়া সালাম পেশ করা অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব)।

৬। মওলবী আশরাফ আলী থানবী রচিত "নশর" এর ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে– "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রূহানী আকারে অথবা স্ব-শরীরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

৭। আল্লামা জুরকানী (রাঃ) মাওয়াহিবের টিকায় ১/৮ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন– হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আত্মীক ও শারীরিক আকারসহ প্রকৃতভাবে দর্শন করাতে কোন বিঘ্নই নাই। কারণ নবীগণের আত্মা বাহির করার পর উক্ত আত্মা সমূহ দ্বিতীয় বার তাহাদের দেহ সমূহে প্রবেশ করাইয়া সৃষ্ট জগতের সর্বত্র পরিভ্রমনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮। হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন সূয়তী (রাঃ) রচিত "তানভিরুল আবছার" কিতাবে বর্ণিত আছে–

"নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আলমে বরজখে (কবরে) স্ব-শরীরে জীবিত আছেন এবং তথা হইতে তিনি স্ব-শরীরে বা আত্মিকভাবে সৃষ্ট জগতের যত্রতত্র স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী বিচরণ করিয়া থাকেন। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন– " নবীগণ কবরে জীবিত আছেন এবং তথায় নামাজ পড়িয়া থাকেন। তাহাদের দেহ স্পর্শ করা মাটির প্রতি হারাম।"

৯। হযরত শাহ ইমদাদুল্লাহ্ মহাজির মাক্কী প্রণীত "জেয়াউল কুলুব" কেতাবে বর্ণিত আছে–

" অলি-আল্লাহ্গণ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করতঃ তাঁহার অনুসরণ ও অনুকরন করিয়া বেলায়েতে ওজমার মর্যাদা লাভ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ব সাম্রাজের হাদি রূপে মনোনীত হইয়া বিশ্ব জগত ও স্বর্গলোকে তছরোফ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ইন্তেকালের পরও রূহানীভাবে যত্রতত্র গমনাগমন করিতে পারেন। অপরকে সাহায্য ও ফয়েজ বিতরণ করিতে পারেন।

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন পাকে বলেছেন–
"ওয়াইয়ালকার রূহ মিন আমরি আলা মাইয়াশায়ু মিন ইবাদিহি।"

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশে রূহ সমূহ তাঁর বান্দাগণের মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা সাক্ষাৎ করিতে পারেন।
অলি-আল্লাহগণের রুহ-এর ক্ষমতা হইতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শক্তি যে অধিক তা অনস্বীকার্য।

১০। আরেফে রাব্বানী শেখ আব্দুল ওয়াহাব শাবানী (রাঃ) এর প্রণীত "ইয়াওঅকিত" কিতাবে বর্ণিত আছে–

"সমস্ত নবী রাসূলগণ হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রূহ পাক হইতে সাহায্য প্রাপ্ত। যেহেতু তিনি কুতুবুল কুতুব। তিনি অদৃশ্য জগতে থাকাকালীন এবং এই ধরায় অবির্ভাবের পর এবং বেছালের পরও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁহার রেসালাতের নূর হইতে বিশ্বের আম্বিয়া, আওলিয়া, হক্কানী ওলামাগণ এবং সমগ্র মানব স্তর বিশেষ জ্ঞান ও শক্তি লাভ করিতেছেন। এতদ্বতীত সমগ্র সৃষ্ট জগত তাঁহারই নূর দ্বারা আলোকিত এবং তাহার রূহ পাকের অচিন্তনীয় শক্তির প্রভাবে জীবিত। যখনই যাহার উপর হতে তাঁহার রূহানী শক্তি অপসারিত হয়, তখনই উহা মৃত।

১১। হযরত পীরানে পীর দস্তগীর (রাঃ) "ছেররুল আছরার" কিতাবে বর্ণনা করেছেন–

"নবী ও আওলিয়াগণ যেরূপ তাহাদের গৃহে নামাজ পড়েন তদ্রুপ কবরে প্রবেশ করিয়াও নামাজ পড়েন।"

১২। হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রাঃ) তাঁর "ইন্তেবাহুল আজকিয়া কিতাবে আরও বর্ণনা করেন–

"সাহাবাগণের বর্ণনা হতে প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার উম্মতগণের কার্যসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, তাহাদের গুণাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, বিপদ আপদ দূরীকরনার্থে দোয়া করিয়া থাকেন এবং রহমত বিতরণের জন্য পৃথিবীর আনাচে কানাচে ভ্রমন করিয়া থাকেন। তিনি রওজাপাকে থাকিয়াও নির্ধারিত পদ্ধতিতে এ সমস্ত কার্যাদি সম্পাদন করিতে সক্ষম।" এই মতবাদের সমর্থনে বহু ওলামা কেরামের মতবাদ বহু কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

১৩। হযরত মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাঃ) তাঁর "মাদারিজুন নবুওয়াত" কিতাবে বর্ণনা করেছেন–

" নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ পাক দেহ ত্যাগের পর এমন কুদরতী শক্তি দান করেছেন যে, তিনি সদা সর্বদা পাক রওজাশরীফে শায়িত থাকিয়াও স্বশরীরে অথবা রূহানী অথবা যে কোন আকারে আকাশমণ্ডলে এবং জমিনের সর্বত্র মূহুর্তকালে পরিভ্রমন করিতে পারেন।"

১৪। মোহাদ্দেস মোল্লা আলী কারী হানাফী (রাঃ) "শেফা" শরীফের দ্বিতীয় ঠিকায় ১১৩-১১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ কর, ঐ ঘরবাসীকে সালাম দাও যদি ঐ ঘরে কেহ না থাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সালাম দাও, কেননা প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে তাঁহার পবিত্র রূহ উপস্থিত থাকেন। যেমন সূর্যালোক ব্যাতিত শূণ্য কোন জায়গা থাকে না।

এক ব্যক্তি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসিয়া স্বীয় দারিদ্রের ফরিয়াদ করিয়াছিল। তদুত্তরে তিনি বলেছেন–
"যখন তুমি গৃহে প্রবেশ কর তখন (সেখানে) কেহ থাকুক বা না থাকুক "আসসালামু আলাইকুম" বলিয়া প্রবেশ করিবে। অতঃপর আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিও এবং এরপর সূরা এখলাস পাঠ করিও।"

সেই ব্যক্তি তাহাই করিল, ইহাতে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্টি হইয়া বেসুমার রেজেক দান করিলেন। যাহা তাহার প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের জন্যও যথেষ্ট হইয়া গেল। এই হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায় যদি ঘরে কেহ নাও থাকে তবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রূহ মোবারক তথায় বিরাজমান থাকেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন–
"আল্লাহ্ পাক রহমত ও নেয়ামত প্রদানকারী এবং আমি উহা (সৃষ্ট জগত সমূহে) বন্টনকারী।"

তাঁহার তিরোধানের পর রহমত বন্টনের দায়িত্ব অন্য কাহারও উপর ন্যস্ত করা হয়েছে– এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাই নাই। তাঁহাকে সর্বযুগের "রাহমাতাল্লিল আলামিন" মনোনিত করা হয়েছে। তাঁহার তিরোধানের পর যদি তাঁহার যত্রতত্র ভ্রমন রহিত হইয়া গিয়া থাকে তবে কিরূপে তিনি উক্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করিতেছেন?

১৫। তফছিরে রুহুল বয়ানের ৪র্থ খন্ড ৫৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে–
"পবিত্র রুহ সমূহ ইন্তেকালের পরও স্বশরীরে অথবা শারিরীক বাহন ব্যতিত যথেচ্ছা স্থানে গমন করিতে পারে এবং অপরকে সাহায্য করিতে পারে।"

এখানে পবিত্র আত্মা বলতে নবী রাসূল, পায়গম্বরগণ, সাহাবায়েকেরাম ও অলি-আল্লাহ্গণের রূহ মোবারককে বুঝানো হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৬। ইমাম বায়হাকী ও আবু ইয়ালা (রাঃ) হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন–

নবীগণ নিজ নিজ কবরে জীবিতাবস্থায় আছেন।

১৭। তাফসিরে রহুল রয়ানের ৪র্থ খন্ড ৪২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে–

"হযরত ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাহার সাহাবা কেরামগণের জামায়াতসহ বিশ্বের সর্বত্র পরিভ্রমনের শক্তি দান করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আওলিয়াগণ উহা দর্শন করিয়া থাকেন।"

১৮। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন– যখন মোর্দাকে কবরস্থ করিয়া লোকজন চলিয়া আসে, তখন মুনকার নকীর ফেরেস্তাদ্বয় তথায় উপস্থিত হইয়া তিনটি প্রশ্ন করে– তোমার মাবুদ কে? তোমার ধর্ম কি? এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ইঙ্গিত করতঃ জিজ্ঞাসা করে, তিনি কে?

শেষোক্ত প্রশ্ন হতে ইহা সহজেই বুঝা যায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কবরে মোর্দাদের নিকটেই থাকিবেন।

একই সময়ে যদি বিশ্বে বহু মোর্দা কবরস্থ করা হয়, তাহা হলে তিনি একই সময় আল্লাহ্ প্রদত্ত কুদরতি শক্তি বলে বিভিন্ন জায়গায় হাজির থাকিতে পারিবেন। তাঁহার এই শক্তি কেবল কবরে নহে, বরং বিশ্বের সর্বত্র যত্রতত্র তাঁহার ভ্রমনের ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির রুহ আজরাইল (আঃ) একই মূহর্তে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কবজ করে থাকেন। অথচ তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নূর হতে সৃষ্ট।

১৯। হযরত আল্লামা যওজী (রাঃ) রচিত "নুচয়াতুল ওয়জিনে" পুস্তকের ৯৫ পৃষ্ঠার নিম্নোক্ত হাদিসখানা বর্ণিত আছে– রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার সহিত ওয়াদাবদ্ধ যে, আমার দেহ ত্যাগের পর যাহারা আমার উপর দরূদ পাঠ করিবে এবং সালাম পেশ করিবে, তিনি আমাকে তাহা শুনাইবেন। যদিও আমি মদীনার রওজা পাকে আর আমার উম্মতগণ পৃথিবীর পূর্ব বা পশ্চিম প্রান্তে থাকুক, তাহাদের দরূদ ও সালাম আমি স্বকর্নে শুনিব এবং পাঠককে দর্শন করিব।"

জনৈক সাহাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা এখনও দুনিয়াতে আসে নাই, যাহাদিগকে আপনি দেখেন নাই, কেমন করিয়া আপনি দরূদ ও সালাম শুনিবেন? উত্তরে তিনি বলেন–

"আমার প্রিয়তম উম্মতগণের মহব্বতের দরূদ ও সালাম আমি স্বকর্নে শুনিব এবং স্বচক্ষে তাহাদিগকে দেখিব। আর আশেকানের দরূদ ও সালাম কেবল মুখে উচ্চারণ করিলেও আমি স্বকর্নে শুনিব ও তাহাদের পরিচয়ও পাইব। আর সর্ব সাধারণের দরূদ ও সালাম ফেরেস্তাদের মাধ্যমে আমার রওজা পাকে পৌছানো হবে এবং পাঠকের পরিচয় দান করা হবে।"

২০। উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদিসবিদ, সুফি আলেম হযরত শায়খ আব্দুল হক মহাদ্দেস দেহলবী (রাঃ) রচিত "জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব" কিতাবে পয়গম্বরগণ যে কবরে জীবিত আছেন সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় লিখেছেন, সেখান হতে কয়েকটি হাদিস ও ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করছি-

(১) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

পয়গম্বগণ আপন আপন কবরে জীবিত আছেন এবং নাজাজ পড়েন।

(২) নাসায়ী শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

আল্লাহ পাক অনেক ফেরেস্তা সৃষ্টি করেছেন। তারা পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌছান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্য এক হাদিসে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি আমার প্রতি আমার কবরের কাছে থেকে সালাম পেশ করে আমি নিজে তাকে জওয়াব দেই এবং যে অন্য স্থান থেকে সালাম পাঠায় তা ফেরেস্তারা আমার নিকট পৌছায়।

(৩) ইমাম বায়হাকী বলেন, ছহীহ হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, জুমআর দিনটি সকল দিনের মধ্যে উত্তম। এ দিনে তোমরা অধিক পরিমাণে আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। তোমাদের দরূদ এ দিনে আমার সামনে পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের দরূদ আপনার সামনে কিরূপে পেশ কর হবে? আপনিত তখন মাটির সাথে মিশে যাবেন। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ পাক পয়গাম্বগণের দেহকে ভক্ষন করা করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

অন্য এক হাদিসে তিনি বলেন, আমার ওফাত তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা তোমাদের আমল যখন আমার সামনে পেশ করা হবে, তখন নেক আমলের কারণে আমি আল্লাহ্ পাকের নিকট শোকর আদায় করব এবং মন্দ আমলের কারণে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।

(৪) বাসরী "তওছীকুল ওরা" গ্রন্থে বর্ণনা করেন, সোলায়মান ইবনে সহীম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে স্বপ্নে দেখে আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যারা আপনার জিয়ারত করতে এসে আপনাকে সালাম বলে, আপনি কি তাদের সালাম শুনেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনি এবং জবাব দেই।

(৫) ইবনে নাজ্জার ইব্রাহীম ইবনে বাশ্শার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এক বছর হজ্জ পালন করে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করলাম। রওজা শরীফে পৌছে যখন সালাম পেশ করলাম তখন ভেতর থেকে "ওয়া আলাইকাস সালাম" জবাব শুনতে পেলাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্ পাকের ওলী ও উম্মতের বুজুর্গ ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে এমনি ধরণের আরও অনেক ঘটনা বিভিন্ন বইয়ে বর্নিত আছে।

তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ওফাত পরবর্তী হায়াতে কোন সন্দেহ নেই।

(৬) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কবরে জীবিত থাকার পক্ষে যে সকল প্রমাণ রয়েছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মিশরের বাদশাহ্ সুলতান নুরুদ্দীন এর ঘটনা। ৫৫৭ হিজরীতে সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ এক রাত্রে তিন বার রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তাকে দু'জন খৃষ্টান লোকের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করেন। যারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র দেহ মোবারক কবর হতে চুরি করে নিয়ে যেতে মদিনায় এসেছিল এবং সুড়ঙ্গ করে রওজা শরীফ পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা করছিল। সম্রাট নুরুদ্দীন অতি দ্রুত ১০০০ সৈন্যসহ মদীনায় পৌছেন এবং অভিশপ্ত খৃষ্টানদ্বয়কে খুজে বের করে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেন। এর পর তিনি হুজরা শরীফের চার পার্শ্বে গভীর গর্ত খনন করেন যাতে পানি বের হয়ে আসে এবং গলিত সীসা দ্বারা ভরাট করে দেন। ফলে হুজরা শরীফ দুর্ভেদ্য হয়ে যায়।

মদীনার সকল ঐতিহাসিকই এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ জামালুদ্দীন মতরী, মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী প্রমুখ বড় বড় পন্ডিত ব্যক্তি। তারা এ ঘটনার সত্যায়িনও করেছেন। ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইয়াফেরী সুলতান নুরুদ্দীন সম্পর্কে লিখেন যে, তিনি চল্লিশজন ওলীর মধ্যে একজন গন্য হন। ইবনে আছীর বলেন, আমি মুসলিম সম্রাট ও পরবর্তীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীন ও ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ এর পরে কোন সম্রাটকে নুরুদ্দীনের চেয়ে অধিক সৎ স্বভাবের পাই নি।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন–

"ইয়া আয়্যুহান্নাবিও ইন্না আরসাল নাকা শাহেদাও ও মুবাশশেরাও ওয়া নাজিরাও ওয়া দায়িয়ান ইলাল্লাহ্ বেইজনিহি ওয়া সিরাজাম মুনিরা।"

–পারা-২২, সূরা আহযাব, রুকু-৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ– হে নবী আমি আপনাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছি অদৃশ্যের সংবাদ পরিবেশক হিসেবে, আপনার উম্মতগণের সাক্ষ্য রূপে, বিশ্ববাসী ঈমানদারগণের সু-সংবাদ দাতা রূপে, আল্লাহর হুকুমে বান্দাগণকে আহবানকারী রূপে। যেহেতু আপনি উজ্জল আলোক বর্তিকা সদৃশ।

আল্লাহ্পাকের বানী, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরাম, অলী-আল্লাহ্ ও হক্কানী আলেমগণের আধ্যাত্মিক ও দিব্য দর্শন জ্ঞানলব্দ অভিমত সমূহ হতে সহজেই অনুমেয় যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক অচিন্তনীয় শক্তির আধার। তাহার সহিত অপর কাহারও তুলনা করা যায় না। এ সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সম্ভোধন করে একদা বলেছেন–

"হে আবু বকর, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। একমাত্র মহান রব ব্যতিত আমার হাকিকত ও মৌলিকতা সম্পর্কে কেহই অবহিত নয়।

–মাতলিউল মুসিররাত, পৃষ্ঠা-১২৯।

উপরোক্ত বিষদ আলোচনার পর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না কেন আমরা মিলাদ ও কেয়াম করে থাকি।

বিরুদ্ধবাদীগণ কিয়ামের বিপক্ষে তিরমিযী শরীফের একটি হাদিস প্রায়ই উল্লেখ করে থাকে তা হল–

একদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণের সাথে বসে ছিলেন। সেখান থেকে উঠে যাওয়ার সময় সাহাবাগণ হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থে দাঁড়ালে তিনি তাঁদেরকে বসতে বলেন।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ঘটনা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিনয় ও আভিজাত্যেরই পরিচায়ক। সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিশ্ব মানবের আদর্শ। তাঁর পক্ষে এই রকম সৌজন্য প্রদর্শন অতি স্বাভাবিক। বিরুদ্ধবাদীগণ যে অর্থে এই হাদিস ব্যবহার করে থাকেন, তা তর্কস্থলে মেনে নিলেও তার বিপক্ষে প্রচুর হাদিস উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এখানে সেই রকম নয়টি হাদিস উল্লেখ করা হল ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১। আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে– হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন হুজরা শরীফ থেকে বাইরে তশরিফ আনতেন, তখন আমরা উপস্থিত সকলেই তাঁর তাযীমের জন্য দাঁড়াতাম।

২। হযরত ইমাম বোখারী তাঁর লিখিত ইতিহাসে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন দাঁড়াতেন, তখন আমরা সকলেই দাঁড়াতাম।

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন–

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে আমাদের মাঝে বসে বসে সব সময় পবিত্র হাদিস বয়ান করতেন। যখন তিনি মজলিস থেকে দাড়িয়ে যেতেন– তখন আমরাও তার সম্মানে দাড়িয়ে যেতাম। যে পর্যন্ত না তিনি কোন বিবির ঘরে প্রবেশ করতেন সে পর্যন্ত আমরা তাঁর সম্মানে দাড়িয়ে থাকতাম।

–মিশকাত শরীফ, বাবুল কিয়াম, পৃষ্ঠা-৪০৩।

৪। হযরত ইমাম মালিক মওতা নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

মক্কা বিজয়ের দিন হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেই আকরামা বিন আবি জেহালের জন্য কিয়াম করেছিলেন।

কারণ, তিনি মক্কার একজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

৫। তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে,

হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জায়েদ বিন হারিসের জন্য কিয়াম করেছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৬। আল্লামা আইনী উমদাতুল কারী কিতাবুল জিহাদ গ্রন্থে লিখেছেন,
হযরত আদ্দি বিন হাতিম বলেছেন, 'আমি যখনই হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হতাম, তখনই তিনি আমার জন্য কিয়াম করতেন।

৭। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত আছে–
হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সা'দকে দেখে বললেন, কুম ইলা সাইয়্যিদাকুম– অর্থাৎ নিজেদের কওমের সরদারের জন্য কিয়াম কর।

৮। তিরমিযী ও ইবনে হাব্বানে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–
খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রাঃ) যখনই হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসতেন, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তখনই তাঁর সম্মানার্থে কিয়াম করতেন। আবার যখন হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট যেতেন, তিনিও তাঁর (হযরতের) সম্মানার্থে দাঁড়াতেন।

৯। ইবনে আছাকার নামক গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–
রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ' আমার দুই বেটা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আঃ) এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য কিয়াম কর।'

প্রসংগত দেওবন্দ মাদ্রাসার বহু প্রসিদ্ধ আলেমের পীর ও মুরশীদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজির মাক্কী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফয়সালা হাফতে মাসআলায় লিখেছেন,

মিলাদ শরীফকে আমি বরকত ও রহমতের উসিলা মনে করি এবং প্রত্যেক বছর এর ইনতিজাম করে থাকি। আর কিয়াম করার সময় ইহার বিশেষ লজ্জত ও লুত্ফ উপভোগ করি।

কিন্তু বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয়, দেওবন্দী আলেমগণ তাঁদের পীর মুরশীদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজের মাক্কীর এই স্পষ্ট নীতি ও মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করছেন।

উপরোক্ত বিষদ আলোচনার পর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না কেন আমরা মিলাদে কিয়াম করে থাকি। মিলাদে কিয়াম করা কেবল জায়েজই নহে, ইহা আল্লাহ তা'য়ালার রহমত ও বরকত লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁর মহব্বত হাসিলেরও ইহা অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বেদায়াত সম্পকীয় আলোচনা

হাদিস গ্রন্থে হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে দু'খান হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১। কুল্লু বেদায়াতে দালালাহ্" -মেশকাত শরীফ।
অর্থাৎ সকল বেদায়াত বর্জনীয়

২। মুসলীম শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে কেউ ইসলামের মধ্যে কোন ভাল কাজের বা রীতির উদ্ভাবন করবে সে তার জন্য সওয়াব পাবে এবং যারা এর উপর আমল করবেন তার সমপরিমান সওয়াব উদ্ভাবকও পাবেন এবং এতে আমলকারীর সওয়াবে কোন প্রকার কমতি হবে না। ঠিক তেমনিভাবে যে ইসলাম ধর্মে কোন প্রকার মন্দ রীতির প্রচলন করবে তবে তার উপর সে কাজের পাপ বর্তাবে এবং পরবর্তী যারা এর উপর আমল করবে তাদের সমপরিমান পাপ এর উদ্ভাবকের উপর বর্তাবে এবং এতে আমলকারীর পাপের কোন কমতি হবে না।

–মুসলীম শরীফ (২-৪৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বেদায়াত কাকে বলে?

হাদিস শরীফের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবিহর ব্যাখ্যা মিরকাতুল মাফাতিহ্ গ্রন্থে বিদায়াত শব্দটির আভিধানিক অর্থ এভাবে লিখিত আছে-

"ঐ নব আবিস্কৃত বস্তু বা কাজ যার ইতিপূর্বে কোন নমুনা বা দৃষ্টান্ত নেই"

আর বিদায়াতের পারিভাষিক অর্থ হল-

"এ ধরনের কাজ আবিষ্কার করা যা হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র যুগে ছিল না।"

এখন উপরে বর্ণিত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রথম হাদিস অনুযায়ী যারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পরবর্তী যমানায় ইসলাম ধর্মে আবিষ্কৃত প্রত্যেক নতুন বিষয়কে বিদায়াতে দালালাহ্ বা ত্যাজ্য আখ্যা দিয়ে সব নতুন কিছুকে ত্যাগ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন এবং যদি তাদের এ মতামত গ্রহণ করা হয় তবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দ্বিতীয় হাদিসখানা অকার্যকর হয়ে পরে। কিন্তু এ হতে পারে না। কেননা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তা বাতিল করেন নি বা বাতিল করার মত কোন হাদিস গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যেহেতু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দু'খানা হাদিসই প্রযোজ্য তাই হযরত ওমর (রাঃ) যখন জামায়াতের সাথে ২০ রাকায়াত তারাবীহ নামাজের প্রচলন করেন তখন তিনি নিজেই বলেন "ইহা একটি উত্তম বেদায়াত।" স্বর্তব্য তারাবীহ্ নামাজ সুন্নত কিন্তু জামায়াতের সাথে বিশ রাকায়াত আদায় করা বেদায়াত।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দু'খানা হাদিসই ওমর (রাঃ) বা অন্যান্য সাহাবীগণের জানা ছিল তাই এ কাজে কোন সাহাবীই হযরত ওমর (রাঃ) কে বাধা দেন নি। কাজেই এ হতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়ে যে যদি কেহ ইসলাম ধর্মে কোন নতুন জিনিষের প্রচলন করেন তবে এতে কোন বাধা নেই বরং এর জন্য তিনি এবং পরবর্তী আমলকারীগণ সওয়াব পাবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনেকে আবার কুরুনে ছালাছা অর্থাৎ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পরবর্তী তিন যামানায় কোন নতুন আবিস্কৃত বস্তুকে বেদায়াত বলতে নারাজ কিন্তু তা ঠিক নয় যা হযরত ওমর (রাঃ) এর ভাষ্য হতে প্রমাণিত। কেননা তিনি নিজেই জামায়াতের সাথে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ নামাজ পড়াকে উত্তম বেদায়াত বলেছেন। লক্ষ্য করুন এখানে তিনি "বেদায়াত" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

কাজেই যারা শুধু প্রথম হাদিসখানা শক্ত ভাবে আকড়িয়ে ধরে রাখেন তাদের এ কর্ম সম্পূর্ণ ভুল।

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর কার্য হতে আমরা বলতে পারি যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পরবর্তী জমানায় কোন প্রকার ভাল কাজের প্রচলন করা যাবে না তা ঠিক নয়। ভালকাজের প্রচলনের অনুমতি আমরা বরং হাদিস শরীফ হতেই পাই। বরং পরবর্তী জমানায় যে ইসলাম ধর্মে ভাল কাজের প্রচলন হয়েছে তার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে এবং এসব কাজে সাহাবাগণ ও উলামায়ে কেরামগণ কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন নি।

যেমন বলা যায়- ফজরের আজানের সময় "আসসালাতু খায়রুম মিনাননাউম" সংযোজন করা (হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক), কোরআন পাক ও হাদিস গ্রন্থসমূহ সংকলন করা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, মসজিদ সাজানো, মাদ্রাসার উস্তাদ ও মসজিদের ইমামগণের বেতন নির্ধারণ করে দেয়া ও নেয়া, মাইক এর মাধ্যমে আজান দেওয়া ও নামাজ পড়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে উলামা মাশায়েখগণ প্রকৃত পক্ষে বেদাআতকে দুইভাগে ভাগ করেছেন।

১। বেদায়াতে হাসানা বা উত্তম বেদায়াত ২। বেদায়াতে সাইয়া বা মন্দ বেদায়াত। বেদায়াতে হাসানাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করেছেন যেমন- জায়েজ বা বৈধ, মুস্তাহাব ও ওয়াজিব এবং বিদায়াতে সাইয়া দুই প্রকার যেমন- মাকরূহ ও হারাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবার ঐ পাঁচ প্রকার বেদায়াতের লক্ষন সমূহ জেনে নিন-

১। জায়েজ বেদায়াত বা বৈধ বেদায়াত- ঐ সব নতুন কাজ যা শরিয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং কোন সদুদ্দেশ্য বা সাওয়াব বিহীন উদ্দেশ্যে করা হয়। যাতে কোন প্রকার সওয়াবও নাই গুণাহ্ও নাই। যেমন- নানা প্রকার খানা পিনার আয়োজন করা বা সুন্দর জামা কাপড় পড়া বা এই ধরণের কাজ।

২। মুস্তাহাব বিদায়াত- ঐ সব নতুন কাজ যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং সাধারণ মুসলমানগণ সেগুলোকে পূণ্যের কাজ মনে করে থাকেন বা কেউ কেউ তা সদুদ্দ্যেশে করে থাকেন। যেমন- মাহফিলে মিলাদ শরীফ এবং বুজুর্গানে কিরামের ফাতিহা আদায় যাকে সাধারণ মুসলমানগণ পূণ্যের কাজ মনে করেন। এসব কাজ যারা করবেন তারা সওয়াব পাবেন এবং যারা করবেন না তারা গুণাহ্গার বা পাপী হবেন না।

৩। ওয়াজিব বেদায়াত বা আবশ্যিক বেদায়াত- এমন ধরণের নতুন কাজ যা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ নয় কিন্তু একে বাদ দিলে ধর্মের ক্ষতি হয় তাই ইহা করা ওয়াজিব। যেমন-কোরআন পাকে হরকত দেওয়া, ধর্মীয় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, ইলমে নাহু তথা আবরী ব্যকরন শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি।

৪। মাকরূহ বিদায়াত- এমন ধরনের নতুন কাজ যার জন্য কোন সুন্নত রহিত হয়ে যায়। যদি সুন্নতে গাইর মুয়াক্কাদা বহিত হয়ে যায় তাহলে তা হবে বিদায়াতে মাকরূহ তানযিহি এবং যদি সুন্নতে মুয়াক্কাদা রহিত হয়ে যায়। তা হলে তা বিদায়াতে মাকরূহ তাহরিমি হিসেবে গণ্য হবে। যেমন- মসজিদ সৌন্দর্য মন্ডিত করা ও কারুকার্য করা ইত্যাদি।

৫। হারাম বিদায়াত- হল এমন নতুন কাজ সমূহ যার দ্বারা কোন ওয়াজিব রহিত হয়ে যায় অর্থাৎ ওয়াজিব বিলুপ্তকারী হিসেবে প্রতিভাত হয়। যেমন মুতাজিলা, জাবারিয়া, মুরজিয়া ইত্যাদি বাতিল ফেরকা সমূহের অভ্যুত্থান।

এবার দেখুন, ইসলাম ধর্মে কোন ইবাদতই বিদআতে হাসানা থেকে মুক্ত নয়। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা দেখুন-

ঈমান- মুসলমানের শিশুদেরকে ঈমানে মুজম্মাল ও ঈমানে মুফাসসাল শিখানো হয়। ইমানের এ দু'প্রকারণ এবং এ দু'টি নাম বিদআত, কেননা কুরূনে ছালাছায় (সাহাবী, তাবেয়ীও তাবে তাবেয়ীনের যুগ) এ সবের হদিস ছিল না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কালেমা- প্রত্যেক মুসলমান ছয়টি কলেমা শিখেন। এ ছয় কলেমা এবং এর ধারাবাহিকতা অর্থাৎ এটা প্রথম কলেমা, ওটা দ্বিতীয় কলেমা, এবং এদের নামকরন সব বিদআত। কুরূনে ছালাছায় এ ধরণের কোন নাম নিশানাও ছিল না।

কুরআন– কুরআন শরীফকে ত্রিশ পারায় বিভক্ত করণ, এর মধ্যে রূকু নির্ধারণ, হরকত দেয়া, জিলদ হিসেবে তৈরী করে ছাপানো সবই বিদআত। এ সম্পর্কে কুরূনে ছালাছায় কোন উল্লেখ নেই।

হাদিস– হাদীছকে কিতাবের আকারে একত্রিতকরণ, এর সনদ বর্ণনা, সনদের বাছাইকরণ, হাদীছকে বিভিন্নভাবে বিভক্তকরণ অর্থাৎ এ হাদীছটা সহীহ, ওটা হাসান, সেটা জঈফ, এটা মুফাসসিল, ওটা মুদাল্লিস, এবং এ প্রকরণের মধ্যে একটা দারাবাহিকতা ঠিক করা অর্থাৎ প্রথম নং সহীহ্ দ্বিতীয় নং হাসান, তৃতীয় নং জঈফ। আবার এদের হুকমাদি ঠিক করা, যেমন হালাল-হারামের বিষয়সমূহ হাদীছে সহীহ দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং ফজায়েলের ক্ষেত্রে জঈফ হাদীছও গ্রহণযোগ্য। মোট কথা সম্পূর্ণ হাদীছের বিষয়টা বিদআত, যার কোন বর্ণনা কুরূনে ছালাছায় নেই।

উছুলে হাদীছ– এ বিষয়টা সম্পূর্ণ বিদআত বরং এর নামটাও বিদআত। এর সমস্ত কায়দা কানুনও বিদআত।

ফিকাহ– বর্তমান যুগে ধর্মটা ফিকহের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ বিষয়টা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদআত। কুরূনে ছালাছায় অর্থাৎ প্রথম তিন যুগে যার কোন নাম গন্ধও ছিল না।

উসূলে ফিক্হ ও ইলমে কালাম– জ্ঞানের এ শাখাও বিলকুল বিদআত। এর কায়দা কানুন এ নিয়মগুলো সবই বিদআত।

নামায– নামায পড়ার সময় মুখে নিয়ত করাটা বিদআত। কেননা এর কোন প্রমাণ কুরূনে ছালাছায় নেই। রমযান মাসে বিশ রাকাআত তারাবীহ নামাযের উপর অটল থাকাটা বিদআত। স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) ফরমান– এটা খুবই উত্তম বিদআত।

রোযা– ইফতারের সময় এবং সাহারীর সময় মুখে নিয়ত বলাটা বিদআত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাকাত– সমসাময়িক মুদ্রা দ্বারা যাকাত আদায় করাটা বিদআত। কুরূনে ছালাছায় এ ধরণের ছবি সম্বলিত মুদ্রা ছিল না এবং এর দ্বারা যাকাত আদায় করা হতো না। বর্তমান মুদ্রা ও শষ্য দ্বারা যে ফিতরা আদায় করা হয়, তাও বিদআত।

হজ্ব– রেল, লরি, মোটর ও উড়োজাহাজযোগে হজ্জে গমন করা, মোটর গাড়ীযোগে আরাফাত যাওয়া বিদআত। কেননা তথনকার পবিত্র যুগে না এসব যানবাহন ছিল, না এগুলোর সাহায্যে হজ্ব করা হতো।

তরীকত– তরীকতের প্রায় সমস্ত কাজ এবং তাসাউফের প্রায় সমস্ত মাসায়িল বিদআত। মুরাকেবা, চিল্লা, আত্ম সংশোধন, শাইখের স্মরণ, নানা রকম যিকর সবই বিদআত। এসব ব্যাপারে কুরূনে ছালাছায় কোন হদিস পাওয়া যায় না।

এখন দেওবন্দীরা বলুন, বিদআত থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মীয় জীবন যাপন করাটা সম্ভবপর হবে কি? যখন ঈমান ও কালেমার মধ্যে বিদআত ঢুকে গেছে, তখন বিদআত থেকে রেহাই কিভাবে সম্ভব হবে?

পার্থিব বস্তুসমূহ– বর্তমান পৃথিবীতে এমন সব বস্তুসমূহ আবিষ্কার হয়েছে, যার কোন নাম-নিশানা কুরূনে ছালাছায় ছিলনা এবং এগুলোকে বাদ দিয়ে পার্থিব জীবন যাপন করা অসম্ভব।

প্রত্যেকেই এগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য। রেল, মোটর, উড়োজাহাজ, ষ্টিমার, টাংগা, ঘোড়াগাড়ী, আবার চিঠি, খাম, তারবার্তা, টেলিফোন, রেডিও মাইক ইত্যাদি এবং এদের ব্যবহার বিদআত। অথচ প্রত্যেক মতবাদের লোক এগুলোকে বিনা সংকোচে ব্যবহার করেন।

এবার বলুন, বিদআতে হাসনাকে বাদ দিয়ে দুনিয়াবী জিন্দেগী যাপন করা কি সম্ভব? কখনই নয়।

এখন যারা মিলাদ মাহফিল আয়োজনকে মন্দ বেদাআত বলে আখ্যায়িত করেন এবং আয়োজনে বাধা প্রদান করেন তারা কি বলতে পারবেন তারা কেন এ কাজটি করছেন। মিলাদ মাহফিলের মধ্যে এমন কোন কাজটি করা হয় যা ধর্মের জন্য ক্ষতিকর বা এর দ্বারা কোন প্রকার সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায় না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

এসব মাহফিলে কোরআন পাকের তেলাওয়াত করা হয়, যিকির আজকার ও তসবিহ তাহলিল পাঠ করা হয় প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয় যা মুসলমানদের হৃদয়ে তাঁর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টিতে ও বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়, হামদ ও নাত শরীফ পাঠ করা হয় এবং সর্বশেষে মোনাজাতের মাধ্যমে এ মাহফিলের সমাপ্তি টানা হয়। অনেকে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতে প্রিয় নবীজির জন্মদিন হিসেবে সোমবার রোজা পালন করেন (যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত) দান খয়রাত করেন ফকির মিসকিনকে খাবার পরিবেশন করেন এবং যেহেতু এ দিনটি একটি ঈদের দিন তাই অনেকে নতুন জামা কাপড় পরিধান করেন এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে আনন্দের ভাগাভাগি করেন। বিরুদ্ধবাদী মাওলবীগণ কি বলতে পারবেন এর মাঝে কোন কাজটি ইসলাম ধর্মের জন্য ক্ষতিকর যার জন্য তারা বিরোধিতা করে থাকেন। বরং মিলাদ মাহফিল আয়োজন যে শরীয়ত সম্মত এবং ইহা আল্লাহ্ পাক ও ফেরেস্তাগণের সুন্নত, নবীগণের এবং আমাদের প্রিয় নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত, সাহাবীগণের সুন্নত এবং ওলামায়ে কেরামগণের আমল যা আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় বিষদভাবে উল্লেখ করেছি।

যারা না বুঝে এর বিরোধিতা করেন বা শুধু বিরোধিতার খাতিরে বা অজ্ঞ লোকের কথায় এর বিরোধিতা করেন তাদেরকে অনুরোধ করছি এ বিষয়ে আপনারা জানতে চেষ্টা করুন, কিতাব সংগ্রহ করে পড়ুন এবং জানুন। বাজারে এ বিষয়ের উপর প্রচুর মূল্যবান পুস্তকাদি বর্তমান। কেননা মিলাদ শরীফের আয়োজন খুবই সওয়াবের কাজ এবং ইহা একটি ফয়েজ, রহমত, বরকত ও হেকমত হাসিলের উত্তম মাধ্যমে এবং পরকালের নাজাতের উপায়।

আমরা ছোট বেলায় দেখেছি রবিউল আওয়াল মাসে স্কুল কলেজ সমূহে অতি ধুমধামের সহিত এবং সকলের বাসায় মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হত। তখন আমরা এসব বিরুদ্ধবাদীদের কোন টিকিটিও দেখি নাই। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এও দেখতে পাই সৌদি আরবের বর্তমান শাসকগণের আগমনের পূর্বে অর্থাৎ বাদশা আব্দুল আজিজ বিন সৌদ সিংহাসনে আরোহনের পূর্বে অত্যন্ত ধুমধামের সহিত ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মাহফিলের আয়োজন করা হত। বর্তমান বাদশাহগণ হলেন আব্দুল ওয়াহাব নজদী প্রচলিত ওয়াহাবী মতবাদের ধারক ও বাহক। তারা ক্ষমতায় আসার পর সৌদি আরবে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উদযাপন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তাদের মতবাদ অর্থকড়ি ও ছলে, বলে, কৌশলে বিভিন্ন দেশে প্রাচার করতে থাকে। তাদেরই প্রচেষ্টায় আমাদের দেশেও এর বিরুদ্ধবাদীদের উদ্ভব হয়। এসব বিরুদ্ধেবাদীর জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা আল্লাহ্ তুমি এদেরকে হেদায়াত কর।

(আমিন)।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com